পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 265 Tuesday, 26 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৬৫ সংখ্যা ✱ ৯ ভাদ্র ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

পুজোর আগেই বাংলায় ফের আসার সম্ভাবনা নরেন্দ্র মোদির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ দিন তিনেক আগেই ঝটিকা সফরে বঙ্গে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুজোর আগে ফের তিনি রাজ্যে আসতে পারেন। নদিয়ায় সভা করতে পারেন। শুধু প্রধানমন্ত্রী নন। পুজোর আগে বাংলায় পা রাখতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পুজোর আগে তিনি ২ বার বাংলায় আসতে পারেন। শুক্রবার বাংলায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ঘণ্টা আড়াই ছিলেন। বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা' থেকে তৃণমূলকে নিশানা করেন। পুজোর আগে ফের রাজ্যে আসতে পারেন মোদি। সব ঠিক থাকলে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর নদিয়ার নবদ্বীপে জোড়া সভা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। একটি প্রশাসনিক সভা আর একটি রাজনৈতিক সভা করার কথা তাঁর। মোদির ফের বঙ্গে পা রাখার আগে ২ বার বাংলা সফরে আসতে পারেন অমিত শাহ। আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর বিজেপির

পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলন হওয়ার কথা। সেখানে প্রধান বক্তা অমিত শাহ। তবে এখনও স্থান ঠিক হয়নি। কারণ, ১১ হাজার দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে একসঙ্গে কোথায় জায়গা দেওয়া হবে, তা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে বঙ্গ বিজেপিতে। পঞ্চায়েতি রাজ সম্মেলনের পর পুজোর আগে আরও একবার বাংলায় আসার কথা শাহর। মহালয়ার পরের দিন, ২২ সেপ্টেম্বরে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার পুজোর উদ্বোধন করার কথা তাঁর। বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের পুজো হিসেবে পরিচিত এই দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে আগেও এসেছেন তিনি। ওইদিনই বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক মঞ্চ আয়োজিত দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে অংশ নেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। দু'বছর পরে ওই পুজোর আবার আয়োজন হচ্ছে ইজেডসিসিতে। পুজোর আগে মোদি-শাহের কর্মসূচি সম্পর্কে এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করতে নারাজ বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তবে বঙ্গ বিজেপির একটি অংশ জানাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর সভার প্রাথমিক দিন বাছাই হলেও এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বছর ঘুরলেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। শাহ আগেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন, বিহারে নির্বাচন শেষ হলেই বাংলায় ঘাঁটি গাড়বেন তিনি। বঙ্গ বিজেপি নেতারা বলছেন, পুজোর প্রাক মুহূর্তে না এলেও কালীপুজোর পর থেকে নিয়মিত ব্যবধানে বাংলায় আসবেন মোদি, শাহ-সহ দলের শীর্ষ নেতারা।

পালাতে গিয়ে কাদায় মাখামাখি জীবনকৃষ্ণ

নোংরা জামা ছাড়িয়ে ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ ইডি আসছে টের পেয়ে পাঁচিল টপকে পালাতে যাচ্ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। পালাতে তো পারেনইনি, ঝোপের মধ্যে পড়ে একেবারে কাদা মাখামাখি হয়ে যান। অভিযোগ, পালানোর সময় বাড়ির পিছনের ঝোপে একটি মোবাইল ফেলে দেন তিনি। পরে জীবনকৃষ্ণকে নিয়েই ওই ঝোপের মধ্যে থেকে মোবাইল উদ্ধার করেন ইডির আধিকারিকরা। তারপর তৃণমূল বিধায়কের নোংরা জামা পাল্টিয়ে ছ'ঘণ্টা ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার সকাল থেকেই কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। সকালে ইডির একটি দল পৌঁছে যায় বিধায়ক জীবনকৃষ্ণের আন্দির বাড়িতে। হঠাৎ অভিযান দেখে পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু ইডির তিন জওয়ান ধাওয়া করে তাঁকে ধরে আবার বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসেন। এরপর অন্তত পাঁচ আধিকারিক তাঁকে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। অভিযানের মাঝেই আরেক নাটকীয় ঘটনা। প্রথমে তদন্তকারীরা টের পাননি বিধায়ক তাঁর মোবাইল বাইরে ছুড়ে ফেলেছেন। কিছু পরে বাড়ির পেছনের ঝোপঝাড় ঘেঁষা একটি নর্দমা থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুধু আন্দির নয়, সাঁইথিয়ায় জীবনকৃষ্ণের পিসি তথা তৃণমূল কাউন্সিলর মায়া সাহার বাড়িতেও তল্লাশি চালায় ইডি। একইভাবে রঘুনাথগঞ্জে তাঁর শ্বশুরবাড়ি এবং মহিষগ্রামের এক ব্যাংককর্মী রাজেশ ঘোষের বাড়িও তল্লাশির আওতায় এসেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই একই মামলায় ২০২৩ সালের ১৭ এপ্রিল সিবিআই জীবনকৃষ্ণকে গ্রেফতার করেছিল। তখনও তাঁর বাড়ি থেকে দু'টি মোবাইল ফোন তিনি পুকুরে ফেলে প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। পরে পুকুরের জল ছেঁচে ফোন উদ্ধার করে সিবিআই। প্রায় ১৩ মাস জেলে কাটানোর পর সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে মুক্তি পান তিনি এবং বিধানসভাতেও হাজির হন। সোমবার সেই জীবন আবার সঙ্কটে। গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয় তাঁকে। আজই ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হয় তৃণমূল বিধায়ককে। জীবনকৃষ্ণের ওই মোবাইল ঘেঁটে সেই সময় চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। অভিযোগ উঠেছিল চাকরি দেওয়ার জন্য টাকা নিয়েও শেষ পর্যন্ত যাদের চাকরি দিতে পারেননি সেই সব চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের কথোপকথনের একাধিক তথ্য রয়েছে ওই চ্যাটে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সেই সময় দাবি করেছিল, সেখানে টাকা ফেরতের অনুরোধ করেন চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। পাল্টা হিসেবে বিধায়কের তরফে কখনও 'অর্ধেক টাকা ফের দেওয়ার আশ্বাস', কখনও বা 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে এক পয়সা না দেওয়ার হুঁশিয়ারি' দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে তদন্তকারীরা। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে সেই সময় এও দাবি করা হয়েছিল, চাকরি দেওয়ার জন্য কারও কাছ থেকে ১২ লক্ষ, কারও কাছে ১৮ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন বিধায়ক।

হঠাৎ হাইকোর্টে এলেন অভিষেক! কোন মামলায়?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ সোমবার সকালে চমক। নির্ধারিত কোনও শুনানি নয়, আচমকাই কলকাতা হাইকোর্টে দেখা গেল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আদালত সূত্রে খবর, একটি মামলার হলফনামায় সাক্ষর করতেই এদিন হাজির হন তিনি। আদালত সূত্রের খবর, সকাল ১১টা ১৫ মিনিট। হাইকোর্টের ই গেট দিয়ে প্রবেশ করেন অভিষেক। সঙ্গে ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সোজা চলে যান অ্যাকাউন্টস সেকশনে, যেখানে মামলার নথিপত্র সংরক্ষিত ও দাখিল করা হয়। প্রায় ১৫ মিনিট সেখানে ছিলেন তিনি। সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট মামলার হলফনামায় স্বাক্ষর করেই আদালত চত্বর ছাড়েন তৃণমূল নেতা। আদালত সূত্রের খবর, ডায়মন্ডহারবারে ভোট পরবর্তী হিংসা ও কারচুপির অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন ডায়মন্ড হারবারে লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস। ওই মামলাতেই হলফনামায় সাক্ষর করতে এদিন অভিষেক আদালতে এসেছিলেন বলে খবর। অভিষেককে দেখে কিছু অতি উৎসাহী তৃণমূল পন্থী আইনজীবী ভিড় করার চেষ্টা করলে তিনি তাঁদের থামিয়ে দেন। পরে বেরোনোর সময় উৎসাহী আইনজীবীরা তাঁকে ঘিরে ছবি তোলার আবদার করলে হাসি মুখে ছবি ও সেলফি তুলে গাড়িতে উঠে যান অভিষেক। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য মেলেনি। কিছুদিন আগেই বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় নিয়ে বিস্ফোরক এই একই অভিযোগ তুলেছিলেন। তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগ করেছিলেন, ডায়মন্ডহারবারে কয়েক লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে। এরপরই অবশ্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি পেনড্রাইভে তথ্য নিয়ে অনুরাগ ঠাকুরের বাড়িতে পৌঁছন। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আবার যখন শুভেন্দু অধিকারী একই ইস্যুতে সোচ্চার হন।

'প্রয়োজনে অনুদান বন্ধ করে দিক'

রাজ্যকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ প্রতি বছর দুর্গা পুজোর অনুদানের অঙ্ক একটু একটু বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকার। চলতি বছরে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ বিলেও থাকবে ছাড়। কিন্তু যে সব ক্লাবগুলি টাকা পাচ্ছে, তারা কি আদৌ টাকার হিসেব দিচ্ছে? অনুদানের টাকা কীভাবে খরচ হচ্ছে, তার কোনও হিসেব পাওয়া যাচ্ছে কি না, এবার সেই প্রশ্নই তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর অনুদান ঘোষণা করার পরই আদালতে নতুন করে মামলা হয়। সোমবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। দুর্গা পুজোর অনুদান নিয়ে গত বছর পর্যন্ত কতগুলি ক্লাব হিসেব দিয়েছে, কারা দেয়নি, তার বিস্তারিত তথ্য নিয়ে হলফনামা তলব করল রাজ্য। আদালতের মৌখিক বক্তব্য, যারা টাকা নিয়েও হিসেব দিচ্ছে না, তাদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। বিচারপতি বলেন, ''প্রয়োজনে তাদের অনুদান বন্ধ করে দিন।'' ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হলফনামা তলব করা হয়েছে আদালতের তরফে। আদালতের বক্তব্য, আগের যাবতীয় নির্দেশে ক্লাবগুলিকে হিসেব দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল। রাজ্যের তরফে এদিন এজি দাবি করেন, অনুদান দেওয়ায় কোনও কোর্ট আপত্তি করেনি, তাই পুজোর পরে এর শুনানি হোক। তার আগে রাজ্য হলফনামা দেবে বলে জানান তিনি। এ কথা শুনে আপত্তি জানান বিচারপতি পাল। আদালতের বক্তব্য, ''পুজোর পরে আর এই মামলার গুরুত্ব কী? কোর্ট বারবার যে সঠিক হিসেব দেওয়ার কথা বলেছে, সেই হিসেব দেওয়ার হচ্ছে না বলেই এখানে অভিযোগ করা

হয়েছে। ফলে সেই ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে হলে পুজোর আগেই করতে হবে।'' আগের বছর গুলোতে বহু ক্লাব কোনও হিসেব দেয়নি বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। রাজ্য হলফনামা দিয়ে জানাবে ক্লাবগুলি হিসেবে দিয়েছে কি না। যদি না দিয়ে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাও জানতে চায় আদালত। বুধবার সেই মামলার শুনানি।

মীনাক্ষী-কলতানদের নিঃশর্ত জামিন দিল কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ দিনটা ১৪ই আগস্ট। রাত দখলের আন্দোলনে সামিল হয়েছিল গোটা শহর। সেই দিন যখন তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে পথে নারী-পুরুষ, সেই সময় অভিযোগ উঠেছিল আরজি কর হাসপাতাল ভাঙচুরের। এবার এই ভাঙচুরের ঘটনায় জামিন পেলেন বামনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্ত সহ ৮ জন। মূলত, ১৪ আগস্ট রাতে আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় তিনটি মামলায় রুজু হয়। দুটি মামলা হয় টালা থানায়। আর একটি মামলা রুজু হয় উল্টোডাঙ্গা থানায়। সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ, স্বাক্ষীদের বয়ান, পারিপার্শ্বিক তথ্য প্রমাণ এবং ঘটনার দিনের বিভিন্ন ভিডিয়ো ফুটেজ সব কিছুর উপর ভিত্তি করে সম্প্রতি তিনটি মামালাতেই শিয়ালদহ আদালতে চার্জশিট জমা করে কলকাতা পুলিশ। তারপরই জামিন পান মীনাক্ষীরা। সূত্রের খবর, উল্টোডাঙ্গা থানায় হওয়া মামলায় ৩৩ জনের নামে, টালা থানার ৫৮ নম্বর মামলায় ৪৩ জনের নামে এবং ৬৩ নম্বর মামলায় ৩৬ জনের নামে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। মীনাক্ষী, কলতান, দেবাঞ্জন, পৌলমী, দিধীতি, বর্ণনা, দিপু দাস, বিকাশ ঝা সকলেই সোমবার শিয়ালদহ আদালতে স্বশরীরে হাজির হয়ে জামিন নেন।

জগদীপ ধনখড়কে 'গৃহবন্দী' করে রাখা হয়েছে? ইস্তফা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্টঃ হঠাৎ উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন জগদীপ ধনখড়। সেই নিয়ে তুমুল চর্চা, বিতর্কও হয়। কেন্দ্রের সঙ্গে ধনখড়ের বিবাদের জল্পনাও উঠে আসে। সরকারের তরফে সে সময়ে কোনও বিবৃতি মেলেনি। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন। বললেন, এই বিষয়টি দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জগদীপ ধনখড়ের কাজের প্রশংসা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ''ধনখড়জি যখন সাংবিধানিক পদে ছিলেন, তার সময়কালে তিনি সংবিধান অনুযায়ী ভাল কাজ করেছেন। ধনখড় সাহেবের ইস্তফাপত্রে স্পষ্ট যে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও সরকারের বাকি সদস্যদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই বিষয়টি আর দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়।'' গত মাসেই উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় পদ থেকে ইস্তফা দেন শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে। ফের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছে। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচন। এনডিএ-র প্রার্থী হয়েছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন, বিরোধী পক্ষের প্রার্থী হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি। ধনখড়ের ইস্তফার পরই বিরোধীদের দাবি ছিল, সরকারের পরিকল্পনা মতো না চলাতেই চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁর উপরে। গত সপ্তাহেই কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি কেন্দ্রকে আক্রমণ করে প্রশ্ন তোলেন যে জগদীপ ধনখড় কেন লুকিয়ে রয়েছেন? ধনখড়ের ইস্তফার পিছনে বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেও দাবি করেন। বলেন, ''এমন একটা সময়ে বাস করছি আমরা, যে ব্যক্তি রাজ্যসভা পরিচালন করতেন, তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন।'' সত্যিই কি জগদীপ ধনখড়কে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহ বলেন যে শুধুমাত্র বিরোধীদের বক্তব্যের উপরে সত্য-মিথ্যা বিচার করা উচিত নয়।

বিহারে এসআইআর সংক্রান্ত দাবি-আপত্তি জানানোর সময় বেঁধে দিল কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্টঃ ভারতের নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে যে বিহারে চলমান বিশেষ গভীর পুনরীক্ষণ (এসআইআর) প্রক্রিয়ার জন্য দাবি ও আপত্তি দাখিলের সময়সীমা মাত্র ৭ দিন বাকি রয়েছে, যা ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। এই প্রক্রিয়ার অধীনে, নির্বাচকরা তাদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে বা ভুল সংশোধনের জন্য ফর্ম ৬ এবং আপত্তি জানাতে ফর্ম ৭ জমা দিতে পারেন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ১,৪০,৯৩১ জন নির্বাচক সরাসরি দাবি ও আপত্তি জমা দিয়েছেন, যার মধ্যে ১৪,৩৭৪টি ইতিমধ্যে নিস্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া, ইন্ডিয়া জোটের অংশীদার কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) লিবারেশন (সিপিআই (এমএল) লিবারেশন) এ পর্যন্ত ১০টি দাবি ও আপত্তি জমা দিয়েছে। বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া গত ২৪ জুন শুরু হয়েছিল এবং ১ আগস্ট ২০২৫-এ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়। এই পুনরীক্ষণে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারকে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের নাম খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে যে, ১ আগস্টের খসড়া তালিকা থেকে কোনো নাম বাদ দেওয়া যাবে না যদি না যথাযথ প্রক্রিয়া এবং স্পিকিং অর্ডারের মাধ্যমে তদন্ত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং আইনানুগ। তিনি বলেন, ''৬৫ লক্ষ বাদ দেওয়া ভোটারের তালিকা এবং তাদের বাদ দেওয়ার কারণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তার ওয়েবসাইটে ইপিক নম্বর সহ অনুসন্ধানযোগ্য আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের দাবি আধার কার্ড বা ১১টি গ্রহণযোগ্য নথির মধ্যে যেকোনো একটি সহ জমা দিতে পারেন।'' সিপিআই (এমএল) লিবারেশন, যিনি এ পর্যন্ত একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে দাবি ও আপত্তি জমা দিয়েছে, তাদের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) মাধ্যমে এই কাজটি করেছে। দলটি ১ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত মাত্র দুটি দাবি ও আপত্তি জমা দিয়েছিল, যা পরে বেড়ে ১০-এ

পৌঁছেছে। সিপিআই (এমএল) দলের একজন বুথ লেভেল এজেন্ট আমিত পাসওয়ান জানিয়েছেন, তিনি একটি লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছিলেন, যার ফলে তদন্তে একজন বুথ লেভেল অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ''আমরা শক্তিশালী প্রমাণ সংগ্রহ করে অভিযোগ দাখিল করেছি।'' নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিহারে ১,৬০,৮১৩ জন বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্যে বিজেপির ৫৩,৩৩৮, আরজেডির ৪৭,৫০৬, জেডি(ইউ)-এর ৩৬,৫৫০ এবং সিপিআই (এমএল)-এর ১,৪৯৬ জন রয়েছে। তবে, এই বিপুল সংখ্যক এজেন্ট থাকা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক দলগুলোর থেকে দাবি ও আপত্তি দাখিলের হার খুবই কম। সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, ১,৬০,৮১৩ বিএলএ থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১০টি দাবি ও আপত্তি জমা পড়েছে, যা আশ্চর্যজনক। আদালত ১২টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে বাদ পড়া ভোটারদের সহায়তা করার নির্দেশ দিয়েছে। বিরোধী দলগুলো, বিশেষ করে কংগ্রেস এবং আরজেডি, এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে অসাংবিধানিক বলে সমালোচনা করেছে এবং অভিযোগ করেছে যে এটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে ভোটার তালিকা হেরফের করতে পারে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এই ইস্যুতে ১৬ দিনের ভোটার অধিকার যাত্রা শুরু করেছেন। সুপ্রিম কোর্টে এই প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে একাধিক পিটিশন দায়ের করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস, এবং অ্যাকটিভিস্ট যোগেন্দ্র যাদবের আবেদন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ৭.২৪ কোটি ভোটারের মধ্যে ৯৮.২ তাদের নথি জমা দিয়েছেন, যা প্রতিদিন গড়ে ১.৬৪। বাকি ১.৮ ভোটারের জন্য ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে। এছাড়া, ৩,৭৯,৬৯২ জন নতুন ভোটার, যারা ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেছেন, ফর্ম ৬ এবং ঘোষণাপত্র জমা দিয়েছেন। সমস্ত দাবি ও আপত্তির নিস্পত্তি এবং যোগ্যতার নথি যাচাই ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে, এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে। এই প্রক্রিয়া নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত থাকলেও, নির্বাচন কমিশন জোর দিয়ে বলছে যে এটি নির্বাচনের স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। তবে, বিরোধী দল এবং সুশীল সমাজের অভিযোগ এই প্রক্রিয়া দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

বর্ষণেও নিউটাউন-কেষ্টপুরে পথকুকুরদের জলাতঙ্কের প্রতিষেধক 'প্রয়াস'-এর

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ ভারত সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে র‍্যাবিস মুক্ত ভারত গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যে সমান তালে কাজ করছে ' প্রয়াস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর যুবশক্তি। ২০২০ সাল থেকে শুরু হওয়া তাদের প্রকল্প প্রজেক্ট অবলা ইতিমধ্যেই এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।রবিবার নিউটাউন ও কেষ্টপুরে প্রয়াসের উদ্যোগে মোট ৫৯টি পথকুকুরকে প্রতিষেধক দেওয়া হয়। প্রবল নিম্নচাপ ও অবিরাম বর্ষণ উপেক্ষা করেই এই কাজ করেন সংগঠনের সদস্যরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রকল্পের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত তারা ২৩৩৭টিরও বেশি পথপশুকে প্রতিষেধক দিয়েছেন।এই কার্যক্রমে অভিজ্ঞ পশুচিকিৎসক ও কলকাতা পুরসভার 'বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন।প্রয়াসের তরুণ সদস্যদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে তারা প্রতিষেধক প্রক্রিয়াকে আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।প্রয়াস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি তথা বিশ্বরেকর্ডধারী ২৩ বছর বয়সী সৌরাশিষ ঘোষ জানান, সমাজের স্বার্থে কাজ করাই আমাদের প্রতিবাদ। যখন সমগ্র দেশ সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশকে ঘিরে পথে নেমে অবস্থান জানাচ্ছে, তখন আমরা কাজের মাধ্যমে বার্তা দিতে চাই যে সমাধান সহানুভূতি ও প্রতিষেধকে।প্রয়াসের সদস্যরা অধিকাংশই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। তবুও নিজেদের পড়াশোনার পাশাপাশি তারা নিয়মিত যুক্ত রয়েছেন এই সামাজিক কাজে। শুধু নয়, প্রাণী নির্যাতনের বিরুদ্ধেও তারা সরব। সম্প্রতি নিউটাউনে ৯টি পথকুকুরকে বিষ খাইয়ে হত্যার ঘটনায় কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে সংগঠনটি।প্রয়াসের যুব সদস্যদের বার্তা, আগামী দিনে শুধু কলকাতা নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই প্রজেক্ট অবলা-র কার্যক্রমকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তাদের লক্ষ্য - জলাতঙ্ক মুক্তি ও প্রাণী-মানব সহাবস্থানের এক সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা।

প্রয়াত অভিনেতা-বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ আগস্ট, ঃ প্রয়াত বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, সোমবার বেলা ১১টা ৩৫ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গত ১৫ অগস্ট তিনি ভর্তি হন এক বেসরকারি হাসপাতালে। ১৭ অগস্ট ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয় তাঁকে। তবে সোমবার সকালে তাঁর জীবনাবসান হয়। সোমবারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হওয়ার কথা।জয় বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত একাধিক ছবি বাঙালির মনে আজও দাগ কেটে আছে। বিদেশ সরকার পরিচালিত অপরূপা (১৯৮২) ছবিতে দেবশ্রী রায়ের বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটে অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপর নবেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত চপার (১৯৮৭)-এ তাঁর অভিনয়ের জন্য তিনি প্রশংসিত হন।অঞ্জন চৌধুরী পরিচালিত 'হীরক জয়ন্তী' ছবিতে চুমকি চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অভিনয় দর্শকের মন কেড়ে নেয়। এ ছাড়াও বাবলু সমাদ্দার পরিচালিত 'অভাগিনী', সুখেন দাস পরিচালিত 'মিলন তিথি' ছবি-সহ আরও বেশকিছু ছবিতে অভিনয় করেছেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায়।জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের খবরে শোকপ্রকাশ করেছেন বিজেপির রাজ্য সাংস্কৃতিক সেলের কো-কনভেনর সুরজি চৌধুরী। তিনি বলেন, জয়দা আর নেই । আমি সকালেই খবর পেলাম। দীর্ঘদিন ধরে নানা রকমের অসুস্থতায় ভুগছিলেন জয়দা। হাসপাতালেও ভর্তি হন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মাত্র ৬২ বছর বয়স হয়েছিল জয়দার।

উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে জল ও মাটি সংরক্ষণ থেকে শুরু করে কৃষি ও কৃষকদের সমৃদ্ধি

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃজলই জীবন এবং মাটিই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের ভিত্তি। জল ও মাটি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। আজ যখন পরিবেশের সংকট গভীরতর হচ্ছে, কূপ শুকিয়ে যাচ্ছে, নদীর স্রোত দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং ভূগর্ভস্থ জল মাটিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তখন আগামী প্রজন্মের জন্যও জল ও মাটি রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। যখন আমাদের ক্ষেত সবুজ হবে এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হবে, তখনই প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজির উন্নত ভারত-২০৪৭-এর সংকল্প বাস্তবায়িত হবে, কারণ এই সংকল্পের পথটি আমাদের গ্রামের ফুটপাত, উর্বর মাটি এবং সবুজ ফসলের মধ্য দিয়ে যায়।আজ, পরিবেশ সংকটের কারণে, অনেক জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হাজার-দেড় হাজার ফুট নিচে নেমে গেছে। যদি আমাদের উর্বর মাটি এভাবে ভেসে যেতে থাকে এবং জমি অনুর্বর হতে থাকে, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্য কী হবে? এই দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ নিয়ে, আমাদের সরকার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী সর্বদা দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি কেবল আজকের কথা নয়, পরবর্তী ৫০-১০০ বছর সম্পর্কেও ভাবেন। তাঁর নেতৃত্বে, ভারত সরকারের ভূমি সম্পদ বিভাগ সারা দেশে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা'-এর আওতায় 'জলবিভাজিকা উন্নয়ন উপাদান (ডব্লিউডিসি-পিএমকেএসওয়াই) বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু সরকার একা এই কাজ করতে পারবে না। এই মহান অভিযানে সমাজকেও সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটি পৃথিবী বাঁচানোর একটি অভিযান। জল, মাটি এবং জমি বাঁচানো গেলে পৃথিবী বাঁচানো যাবে। এই প্রকল্পটি বিশেষ করে খরা এবং বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এই অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী আমাদের কৃষক ভাই-বোনদের জীবনে সমৃদ্ধি আনার জন্য একটি দুর্দান্ত অভিযান, যেখানে একসময় তাদের প্রত্যেক ফোঁটা জলের জন্য লড়াই করতে হত।অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই জলাধার প্রকল্পটি কী? আমি তাদের সহজ ভাষায় বলি যে এটি কেবল একটি সরকারি প্রকল্প নয়, বরং জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি বিপ্লব। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্র হল- ক্ষেতের জল মাঠেই থাকা উচিত এবং গ্রামের জল গ্রামেই থাকা উচিত। এর আওতায়, আমরা সকলেই মাঠের সীমানা শক্তিশালী করি, মাঠেই ছোট ছোট পুকুর তৈরি করি এবং ছোট ছোট ড্রেনের উপর চেকড্যামের মতো জলের কাঠামো তৈরি করি। এর ফলে বৃষ্টির জল বয়ে যায় না এবং নষ্ট হয় না, বরং ধীরে ধীরে পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটায়, যার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পায় এবং মাটি দীর্ঘ সময় ধরে আর্দ্র থাকে।এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ। গ্রামের মানুষ একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, কোথায় পুকুর খনন করা হবে, কোথায় সীমানা তৈরি করা হবে এবং কোথায় গাছ লাগানো হবে। ভূমিহীন পরিবার এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে হাঁস-মুরগি এবং মৌমাছি পালনের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের আয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি খুবই আনন্দদায়ক ফলাফল দিচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা আমাদের কৃষক ভাই-বোনেরা পেয়েছেন, যাদের আয় ৮ থেকে ৭০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে কারণ ২০১৫ সাল থেকে সরকার ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করেছে এবং সারা দেশে ৬,৩৮২টিরও বেশি প্রকল্প পরিচালনা করেছে এবং প্রায় ৩ কোটি হেক্টর জমিকে আবার উর্বর করতে পেরেছে।মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায়, যেখানে একসময় খরা ছিল একটি বড় সমস্যা, আজ জনজাতি গ্রামগুলিতে প্রচুর জল রয়েছে এবং মাটির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার ২২টি গ্রামে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর এক মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃষিকাজেও পরিবর্তন এসেছে। এখানকার কৃষক ভাইয়েরা জানিয়েছেন যে গ্রামে চেকড্যাম নির্মাণের পর, তাঁরা এখন ভুট্টার পাশাপাশি ছোলার চাষ করছেন, যার ফলে তাঁদের আয় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এছাড়াও, ঝাবুয়ার পারওয়ালিয়া পঞ্চায়েতে, ১২টি খামারে নির্মিত কৃষি পুকুরের কারণে কৃষকদের আয় প্রতি হেক্টর ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।এই প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষেরও বেশি চেকড্যাম, জলাশয় , কৃষি পুকুর এবং অন্যান্য জলাশয় কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ৫.৬ কোটিরও বেশি মানব-দিবস সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্প এলাকায় যেখানে আগে জলের ঘাটতি ছিল, সেখানে এখন জলের উৎস ১.৫ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থা ১৬ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর এখন কৃষকরা ঐতিহ্যবাহী ফসল ছাড়াও ফল এবং অন্যান্য গাছপালার চাষ শুরু করেছেন, যার ফলে উদ্যানপালন এবং বৃক্ষ চাষের পরিধি ১২ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৯ লক্ষ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। রাজস্থানের বারমেরের মতো মরুভূমি অঞ্চলে, যেখানে জলের অভাব কৃষকদের অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য করছিল, সেখানে আজ ডালিম চাষের মাধ্যমে সবুজায়ন ফিরে এসেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১২০ জনেরও বেশি কৃষককে ডালিমের চারা সরবরাহ করা হয়েছে, যা বালুকাময় মাটি এবং সীমিত জলের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও সহজেই জন্মায়। ডালিম চাষ কেবল তাঁদের আয় বৃদ্ধি করেনি, বরং বুধিওয়ারা গ্রামের মাঙ্গিলাল পারাঙ্গি বলেছেন যে তাঁর মতো কৃষকরা এখন অ্যারন্ডি বা ক্যাস্টর চাষ ছেড়ে উদ্যানপালনের দিকে ঝুঁকছেন। ত্রিপুরার দাশি রিয়াং এবং বিমান রিয়াংয়ের মতো কৃষকরা এই প্রকল্পের সাহায্যে আনারস চাষ করে তাঁদের অনুর্বর জমিকে আবার উর্বর করে তুলছেন এবং ভালো আয় করছেন।এই পুরো বিপ্লবকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং এটিকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করার জন্য, আমরা একটি 'জলবিভাজিকা যাত্রা'রও আয়োজন করেছি। এই যাত্রার মাধ্যমে, আমরা সারা দেশে জল সংরক্ষণ এবং ভূমি সমৃদ্ধকরণের জন্য একটি জনসচেতনতামূলক অভিযান চালিয়েছি। আমরা এই প্রকল্পে প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহারও করেছি। 'ভুবন জিওপোর্টাল (সৃষ্টি)' এবং 'দৃষ্টি' মোবাইল অ্যাপের মতো ডিজিটাল পরিষেবাগুলি প্রকল্পের অগ্রগতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং আমাদের প্রকল্পের প্রভাবে সারা দেশে ফসলের জমি বেড়েছে। স্যাটেলাইট তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফসলের জমি প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর (৫ বৃদ্ধি) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জলের উসের জমি ১.৫ লক্ষ হেক্টর (১৬ বৃদ্ধি) বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, ৮.৪ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি অনুর্বর জমি এখন আবার চাষযোগ্য হয়ে উঠেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দক্ষ নেতৃত্বে, আজ ভারতের স্বাধীনতার এই ' কাল'-এ আমরা সবাই মিলে ভূমি সংরক্ষণের একটি নতুন অধ্যায় লিখছি। এগুলি শুধুই পরিসংখ্যান নয়, এগুলি আমাদের কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং তাঁদের উন্নত ভবিষ্যতের একটি জীবন্ত গল্প। আমরা যখন জল এবং মাটি সংরক্ষণ করব, তখনই আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে সক্ষম হব। আসুন, আমরা একসঙ্গে এই সংকল্প পূরণ করি, কৃষকদের সমৃদ্ধ করি এবং ভারতকে উন্নত করি।প্রধানমন্ত্রী মোদীজি বিশ্বাস করেন যে এই অভিযান কেবল সরকারের নয়, সমাজের অংশগ্রহণেই সফল হবে। একই চিন্তাভাবনার অধীনে, 'জলবিভাজিকা যাত্রা'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং এটি একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এটি ভারতীয় কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং পরিবর্তিত ভবিষ্যতের গল্প। ভারত তখনই নিরাপদ হবে যখন জল এবং মাটি নিরাপদ থাকবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের স্বপ্ন তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন গ্রামের জমি সমৃদ্ধ হবে এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হবে। আসুন, আমরা একসঙ্গে জল এবং মাটি রক্ষার এই সংকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

শ্রীভূমিতে ৩ কোটি টাকার হয়াবা এবং কাছাড়ে ৪১ লক্ষ টাকার হেরোইন সহ গ্রেফতার সাত

শিলচর শ্রীভূমি (অসম), ২৫ আগস্ট ঃ বরাক উপত্যকার শ্রীভূমি এবং কাছাড় জেলা পুলিশের পৃথক অভিযানে যথাক্রমে ৩ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৪১ লক্ষ টাকার হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। মাদক পাচারের অভিযোগে শ্রীভূমিতে চার এবং কাছাড়ে তিন সহ মোট সাত মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তার কাছে জানা গেছে, রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ৪১ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে উবির আলি (৩০), রাজাক আলী (২৬) এবং মইজ আলি (৩০)-কে। মোট ৮৩ গ্রাম হেরোইন তারা তাদের পেটের সঙ্গে বেঁধে একটি অটোরিকশায় চড়ে পাচার করছিল।এর আগের দিন শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত বদরপুর থানাধীন গড়কাপান এলাকায় চার চাকার একটি পরিত্যক্ত ট্র্যাভেলার থেকে তিন কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ। এর সঙ্গে গেগ্রফতার করা হয় পরিত্যাক্ত ট্র্যাভেলারের স্বত্বাধিকারী শামিম আহমেদকে। শামিম আহমেদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ড্রাগস পাচারের সঙ্গে জড়িত আরও তিন মাদক কারবারিকে আটক করে

গুয়াহাটিতে পালিত সংঘের ' মৃত্যুঞ্জয়ী প্রচারক' বাবাসাহেব আপ্তের ১২২-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমর্পণ দিবস

গুয়াহাটি, ২৫ আগস্ট ঃ গুয়াহাটিতে পালিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর ' প্রচারক', অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার প্রেরণাস্রোত উমাকান্ত কেশব আপ্তে ওরফে বাবাসাহেব আপ্তের ১২২-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সমর্পণ দিবস।রবিবার সন্ধ্যায় ভরলুমুখে অবস্থিত আলোক ভবন-এর মধুকর লিমায়ে প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি, অসমের কামরূপ মহানগর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার রাষ্ট্রীয় মহাসচিব হেমন্ত ধিং মজুমদার।সংস্কৃত, মারাঠি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার অগাধ জ্ঞানী, ইতিহাসের বিদগ্ধ পণ্ডিত, ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ঋষি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রথম প্রচারক এবং সংঘের সর্বভারতীয় প্রচারক-প্রধান বাবাসাহেব আপ্তেজির জীবন-দর্শনের ওপর দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেছেন হেমন্ত ধিং মজুমদার। হেমন্ত বলেন, আপ্তেজি ছিলেন বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। মৌলিক চিন্তাবিদ, ভারতীয় মূল্যবোধ, আদর্শ ও সাংস্কৃতিক বিশেষত্বের জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি বলতেন, আমরা আমাদের পরিচয় না বুঝলে ইতিহাসবোধ ও জাতিবোধ থেকে বঞ্চিত হব। তিনি আরও বলতেন, যতদিন পর্যন্ত বিদেশিদের তৈরি বিকৃত ইতিহাস আমাদের পড়ানো হবে এবং সঠিক ইতিহাস রচনা শুরু না হবে, ততদিন পর্যন্ত জাতীয় পরিচয় সবসময়ই বিপদাপন্ন থাকবে। তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল, প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস লেখা যাতে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও জীবনের প্রকৃত পরিচয় এবং হারিয়ে যাওয়া সত্য ঘটনাগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। তাই, সংঘের কাজে দেশে তাঁর প্রায় ৪২ বছরের দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন অবদান রেখে

তিনি ইতিহাসের অনেক পণ্ডিতকে বিদেশীদের তৈরি বিকৃত ভারতীয় ইতিহাসকে সঠিক তথ্য দিয়ে শুদ্ধভাবে পুনর্লিখনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর এই ইচ্ছা থেকেই জন্ম নিয়েছে ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা।এভাবে আরও বহু রাষ্ট্রবাদী সংগঠনের উদগাতা ছিলেন বাবাসাহেব আপ্তে। এ প্রসঙ্গে বহুভাষিক ' সমাচার'-এর প্রসঙ্গও এনেছেন বক্তা হেমন্ত ধিং মজুমদার। বলেন, দেশের সংবাদ জগতে রাষ্ট্রবাদী শূন্যতা উপলব্ধি করে আপ্তেজি চিন্তা করলেন, কী করে দেশে একটি বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা গড়া যায়। সে অনুযায়ী তদানীন্তন কয়েকজন বরিষ্ঠ প্রচারকের সঙ্গে আলোচনা করেন। অবশেষে আরেক প্রচারক শিবরাম শংকর আপ্তে ওরফে দাদাসাহেব আপ্তের হাতে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বহুভাষিক জাতীয় সংবাদ সংস্থা ' সমাচার'। আজকের দিনে দেশে প্রথমসারির সংবাদ সংস্থার নাম 'হিন্দুস্থান সমাচার', বলেন অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার রাষ্ট্রীয় মহাসচিব হেমন্ত ধিং মজুমদার।মজুমদার আরও বলেন, সংস্কৃত ভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি তাঁর পরিবার ত্যাগ করেছিলেন। সমগ্র হিন্দু সমাজকে একত্রিত করা এবং অন্তরঙ্গতায় পূর্ণ করার ইচ্ছা জাগ্রত করতে শুরু করেছিলেন অক্লান্ত, কল্পনাতীত কাজ। সংস্কৃত ভাষাকে দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবনায় সংস্কৃত-পণ্ডিতদের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আলোচনা করেন আপ্তেজি। সংস্কৃত পণ্ডিতদের তিনি অনুরোধ করেন, সংস্কৃত ভাষাকে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যাকরণের ওপর বেশি জোর না দিয়ে সহজ পদ্ধতি তৈরি করা উচিত। এভাবে ১৯৫০ সালে ' ভাষা শিক্ষা' নামে এক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছেন বাবাসাহেব আপ্তে। এই মনীষীর হাতে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার একটি ম্যাগাজিন এখন রাজস্থান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।বাবাসাহেব আপ্তে কীভাবে সংঘের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তাঁর কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বহু তথ্য দিয়েছেন হেমন্ত ধিং মজুমদার। হেমন্ত বলেন, গোটা দেশে তাঁর হাতে তৈরি হয়েছেন হাজার হাজার স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা। বেরিয়েছেন হাজারো প্রচারক। আপ্তজির ছিল অসাধারণ আকর্ষণশক্তি। দৈনন্দিন শাখায় তিনি যদি কোনও স্বয়ংসেবকের কাঁধে একবার হাত রেখেছেন, নিশ্চিতভাবে সেই স্বয়ংসেবক প্রচারক হয়ে বেরিয়েছেন। বাবাসাহেবজির তৈরি বহু বাঘা বাঘা প্রচারকের বদৌলতে সংঘ আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, বলেন হেমন্ত ধিং।রাষ্ট্রীয় মহাসচিব মজুমদার বলেন, বাবাসাহেব আপ্তে বহুবার অসম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রবাস করেছেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল, পরজন্মে তিনি যেন অসমে জন্মগ্রহণ করে সংঘের কাজে ব্রতী হতে পারেন।উল্লেখ্য, ১৯০৩ সালের ২৮ আগস্ট মহারাষ্ট্রের ইয়াভাতমালে জন্মগ্রহণ করেন বাবাসাহেব আপ্তে। প্রথম জীবনে তিনি কিছু দিন ঘামান গ্রামে শিক্ষকতা করেছিলেন। বেশিদিন তিনি শিক্ষকতা করতে পারেননি, জাতীয়তাবাদের টানে পদত্যাগ করেন। বিভিন্ন কারণে ব্রিটিশ প্রশাসন তাঁকে বিশ্বাসঘাতক ঘোষণা করেছিল। তাঁর প্রথম অপরাধ ছিল, তিনি ছাত্রছাত্রীদের রাষ্ট্রবাদী শিক্ষা দিতেন দ্বিতীয় অপরাধ, লোকমান্য তিলকের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছিলেন তিনি।পরবর্তীতে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি নাগপুরে আসেন এবং সংঘের স্বয়ংসেবক হন। ১৯২৭ সালে তিনি প্রথম সংঘ শিক্ষাবর্গের বৌদ্ধিক বিভাগের প্রধান অধিকারির দায়িত্ব পান। ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. কেশবরাও বলিরাম হেডগেওয়ারের অনুপস্থিতিতে সংঘের শাখাগুলি সুচারুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন বাবাসাহেব আপ্তে। ১৯৩১ সালে তিনি সংঘের প্রথম প্রচারক হিসেবে বের হন।১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত গোটা ভারত সফর করেছিলেন বাবাসাহেব। 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' চলাকালীন ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে বিহারে প্রবাস করেন। ৩৩টি শ্লোক নিয়ে গঠিত ' ভক্তিস্তোত্র' রচনাকারীদের মধ্যে অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। সংঘের ' প্রার্থনায় অসমের আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীমন্ত শংকরদেব, বীর সেনা লাচিত বড়ফুকনের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছনে রয়েছে আপ্তেজির অবদান। ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই মহান তপস্বী ' প্রচারক' উমাকান্ত কেশব আপ্তে ওরফে বাবাসাহেব আপ্তের জীবনাবসান ঘটে।বাবাসাহেব আপ্তের জন্মজয়ন্তী তথা সমর্পণ

চন্দ্রযান-৩ মিশন মহাকাশ অনুসন্ধানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে ঃঅমিত শাহ

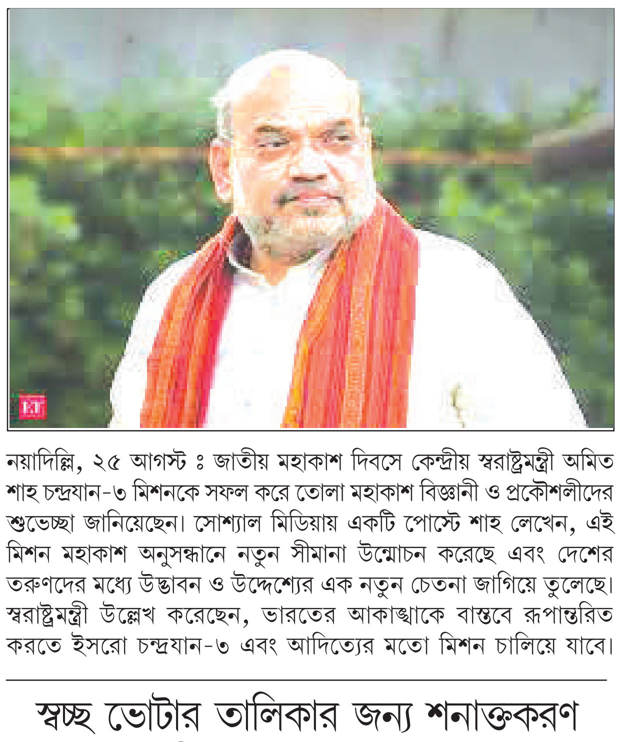

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ জাতীয় মহাকাশ দিবসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ চন্দ্রযান-৩ মিশনকে সফল করে তোলা মহাকাশ বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে শাহ লেখেন, এই মিশন মহাকাশ অনুসন্ধানে নতুন সীমানা উন্মোচন করেছে এবং দেশের তরুণদের মধ্যে উদ্ভাবন ও উদ্দেশ্যের এক নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ভারতের আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে ইসরো চন্দ্রযান-৩ এবং আদিত্যের মতো মিশন চালিয়ে যাবে।

স্বচ্ছ ভোটার তালিকার জন্য শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরী, উদাহরণ-সহ দাবি সুকান্তের

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ জাতীয় নিরাপত্তা এবং পশ্চিমবঙ্গের বৈধ নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত হবেই। ক্ষমতা থাকলে তিনি আটকে দেখান! এই মন্তব্য করে স্বচ্ছ ভোটার তালিকার জন্য শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরী বলে উদাহরণ-সহ দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু গত শনিবার এক্সবার্তায় লেখেন, বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ বিধানসভার ১০১ নম্বর বুথের ভোটার রাজ্জাক সরকার কি একই ব্যক্তি? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকার জন্য এই শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরী।এই জন্যই কি তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার তথাকথিত 'সর্বাধিনায়িকা' ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর-এর তীব্র বিরোধিতায় নেমেছেন?মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তিনি যতই বিরোধিতা করুন না কেন, কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী যাতে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে না পারে তা দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় টিটিএএডিসি দিবস পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ২৫ আগস্ট ঃযথাযোগ্য মর্যাদায় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে টড শনিবার ত্রিপুরা ট্রাইব্যাল এরিয়া অটনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এদিন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্তিঞ্জদরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ দলের অন্যান্য নেতা কর্মীরা।প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের চারটি রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এদিন তিনি বলেন, ১৯৮৪ সালের ২৩ আগস্ট তকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংসদে সংবিধান সংশোধন করে ষষ্ঠ তপশিলি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন। সেই সংশোধনের ফলেই ত্রিপুরা ট্রাইব্যাল এরিয়া অটনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর মত সংস্থা গঠিত হয়। তিনি বলেন, এই দিনটি উত্তর-পূর্ব ভারতের তপশিলি জনগোষ্ঠীর কাছে ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই প্রতিবছর এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে হয়।এদিকে, বর্তমান শাসক দলের প্রতি কটাক্ষ করে আশীষ কুমার সাহা বলেন, রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই জায়গাতেই বিজেপি সরকার অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। টিটিএএডিসি-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল আনার কথা হয়েছিল। কিন্তু গত সাড়ে নয় বছরে বিজেপি সরকার সেই বিলটি সংসদে আনেনি, পাশ তো দূরের কথা।তিনি আরও বলেন, এই বিল পাশের জন্য কংগ্রেস ভবিষ্যতে দিল্লিতে আঃেদালনের পথে হাঁটবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণেই ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক শক্তিকে শক্তিশালী করবে।আশীষ কুমার সাহা বলেন, আদিবাসী সমাজের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় কংগ্রেস সবসময় তাদের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অনুষ্ঠান শেষে দলীয় কার্যালয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তাঁর কথায়, টিটিএএডিসি-র ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নে তাঁরা কোন আপোষ করবে না।

সোমবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট ঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। দেশীয় বাজারে সোমবার পেট্রোল - ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রইলো।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা । কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা । চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা ।

স্বাভাবিক জম্মু- শ্রীনগর সড়কের যান চলাচল

জম্মু , ২৫ আগস্ট ঃসোমবার জম্মু- শ্রীনগর সড়কে স্বাভাবিক রইলো যানবাহন চলাচল। ছোট যানবাহনের ক্ষেত্রে দুই দিকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে বড়ো যানবাহনের ক্ষেত্রে আপাতত জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বড় গাড়িগুলিকে শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে চলাচলের ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি। ছোট কিংবা বড়ো , সব যানবাহনের ক্ষেত্রেই যাতায়তের নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের পর কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারবে না । এদিন মুঘল রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক হলেও , সিন্থান

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনে আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। বাড়ি নির্মাণের জন্য আইনি জট কেটে যেতে পারে। এই রাশির শিক্ষার্থীরা জাতক-জাতিকাদের জন্য ভালো দিন। পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে মজার দিন কাটাবেন।।

বৃষঃবৃষ রাশির জাতকদের সাংসারিক সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণে আসবে। টাকা জমাতে পারবেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় সাফল্য আসবে। কর্মসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। নতুন বিনিয়োগ লাভবান হতে পারেন। লোহার তৈরি যন্ত্রাংশের ব্যবসায় সর্তকতা অবলম্বন করুন। শুভ দিন।

মিথুনঃ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জিমে যোগ দিন। কর্মক্ষেত্রে শান্তভাবে দক্ষতা দিয়ে সমস্যাগুলির সমাধান করতে সক্ষম হবেন। শুভ দিন হবে

কর্কট রাশি ঃআজ প্রতিবেশীর থেকে কোনও উপকার পেতে পারেন কর্কট রাশির জাতকরা। আটকে থাকা পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। মায়ের শরীর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাম্পত্যে মতভেদ বাড়তে পারে। কমিশন ভিত্তিক কাজে আয় বৃদ্ধি হতে পারে।

সিংহঃ নিজের বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

কন্যা ঃ কন্যা রাশির জাতকদের আগের কোনও অসমাপ্ত কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে। শুভদিন হবে।

তুলাঃ চাকরিজীবীদের পদোন্নতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা হবে

বৃশ্চিকঃআয়ের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ব্যয়ও বাড়বে। নতুন ব্যবসা নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন।

ধনুঃউত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভের যোগ। অফিসে সিনিয়রদের পরামর্শ মন দিয়ে শুনুন। শুভদিন

মকরঃ গৃহ নির্মাণ অথবা অথবা নতুন বাড়ি কেনার যোগ আছে। ঋণ দেওয়া ও নেওয়া থেকে আজ বিরত থাকুন। কমিশন ভিত্তিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের লোকসান হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ বাধতে পারে। ব্যবসায় আইনি জটিলতা আসতে পারে।শুভদিন।

কুম্ভঃ স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আর্থিক লেনদেন লাভজনক প্রমাণিত হবে। আইনি ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত জাতক-জাতিকার জন্য ভালো দিন।সংসারে শান্তি ফিরবে।নিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব

মীনঃ সামাজিক জীবনও সমৃদ্ধ হবে, আপনি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সম কাটাবেন এবং এমন অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেবেন যা আপনাকে খুশি করবে। কোনও পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে সুদিনের কথা মনে করিয়ে দেবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনাকে আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম এবং যোগব্যায়াম আপনার শক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

আবহাওয়া

প্রত্যক্ষ নয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে বঙ্গে, আর তাই বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিও হচ্ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকালেও শহর ও শহরতলি ছাড়াও, বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ আবহাওয়া স্বস্তিদায়ক, তবে মাঝেমধ্যে ভ্যাপসা গরমও অনুভূত হচ্ছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, নিম্নচাপের প্রভাব না পড়লেও সাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে স্থলভাগে। মৌসুমী অক্ষরেখাও সরে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। তার জেরে গোটা রাজ্যেই বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতাংশ এবং ৭১সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে ।

জট কাটিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলপ্রকাশ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ অনেক টালবাহানার পরে শেষে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত করা হল। সোমবার থেকে রাজ্য জয়েন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখা যাবে। গত ৯ আগস্ট এই পরীক্ষার ফল প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু ওবিসি মামলার জটিলতায় কলকাতা হাই কোর্টের স্থগিতাদেশের কারণে পিছিয়ে যায় সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। অবশেষে নিজেদের ফলাফল জানতে পারায় স্বস্তিতে বহু পড়ুয়া। জানা গিয়েছে, এবছর মোট ৫২৬২ পরীক্ষার্থী প্রেসিডেন্সির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেন। সোমবার ফলপ্রকাশের পর দেখা যায়, এর মধ্যে ৯৯.১৭ শতাংশ প্রার্থী পাশ করেছে। এই বছরের পরীক্ষায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পাশের হার বেশি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় মেয়েদের পাশের হার ৯৯.৫৩ শতাংশ এবং ছেলেদের পাশের হার ৯৮.৮১ শতাংশ। যদিও ফলাফল তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, সাফল্যের নিরিখে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অন্তর্গত স্কুলগুলির পড়ুয়াদের ছাপিয়ে গিয়েছে অন্যান্য বোর্ডের পড়ুয়ারা। উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়াদের পাশের হার ৯৮.৭৬ শতাংশ, যেখানে অন্যান্য বোর্ডের ৯৯.৬৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী সাফল্য পেয়েছে। সফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫১৭০ জন পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা এবং ৯২ জন পড়ুয়া ভিনরাজ্যের। প্রবেশিকার ফল দেখা যাবে রাজ্য জয়েন্ট বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে - www.wbjeeb.nic.in এবং www.wbjeeb.in

ফলপ্রকাশের পরে এবার সফল পরীক্ষার্থীদের ভর্তির কাউন্সেলিং শুরু হবে। চার বছরের স্নাতক কোর্সে ভর্তির জন্য ২৬ আগস্ট কাউন্সেলিংয়ের সময়সূচি প্রকাশ করবে বিশ্ববিদ্যালয়। এর আগে ওবিসি জটের কারণে সমস্ত ফলাফল প্রকাশেই বাধা পড়েছিল না। কিন্তু গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই জট কাটিয়ে প্রথমে রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশিত হয়। এবার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার ফলপ্রকাশ করল জয়েন্ট বোর্ড।

কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার জয়নগরের এক যুবক

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৫ আগস্ট ঃ এলাকার মানুষকে কাজের সুযোগ দেবার নামে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে পলাতক ছিলো জয়নগরের এক যুবক। দীর্ঘ দিন ধরে এলাকা ছেড়ে অভিযুক্ত ৩৬ বছরের যুবক টম পুরকাইত কলকাতায় বসবাস করছিল। রবিবার কলকাতা থেকে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের লক্ষীনারায়ণ পুর গ্রামে তার নিজের পাড়ায় নিয়ে এসে তার কাছ থেকে বকেয়া টাকা ফেরতের দাবি জানায় তার প্রতিবেশীরা। আর এই ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত টম পুরকাইতকে আটক করে নিয়ে আসে। এর পরে এলাকার একাধিক মানুষের জয়নগর থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ টম পুরকাইতকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষীনারায়ণপুর গ্রামে। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করেছে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

পর পর চারটি গাড়ি ও মোটরবাইকে ধাক্কা মিনিবাসের

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মিনিবাস পর পর চারটি গাড়ি এবং একটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারল। তার পরে মিনিবাসটি ফুটপাতে উঠে যায়। ধাক্কার চোটে একটি গাড়িও উঠে পড়ে ফুটপাতে। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটে নারকেলডাঙা থানার বাগমারিতে। জানা গেছে, এই ঘটনায় তিন জন জখম হয়েছেন। তাঁদের মানিকতলার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মিনিবাসের ব্রেক ফেল হওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কার্যকর্তা বন্ধুদের দরবার'- জনসংযোগে নয়া ভাবনা শমীকের

কলকাতা, ২৩ আগস্ট, ঃ বিজেপি-র নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে উত্তরোত্তর বাড়ছে অসন্তোষ। এবার থেকে প্রতি সোমবার দলের সাধারণ কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কথা শুনবেন শমীক ভট্টাচার্য, আলোচনার মাধ্যমে সাংগঠনিক সমস্যা মেটানোর মরিয়া প্রয়াস চালাবেন। দলীয় কাজিয়া মেটাতে তৎপর বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব, বিশেষত নতুন দায়িত্ব পাওয়া সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ভোটের আগে সংগঠন ও কর্মীদের সঙ্গে জনসংযোগে আরও জোর দিতে চাইছেন তিনি। তাই তাঁর নয়া কর্মসূচি ' বন্ধুদের দরবার'। এর মাঝে দু'বার রাজ্য সফরে এসে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগার পাশাপাশি বিজেপি নেতা-কর্মীদেরও ভোকাল টনিক দিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তাতেও হালে বিশেষ পানি পাচ্ছে না রাজ্যের বিরোধী দল! কারণ, রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছবিটা প্রকট।

এমবিবিএস ও বিডিএস-এ আসন কেনাবেচা রুখতে নির্দেশিকা জারি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে নিট উত্তীর্ণ সফল ছাত্র ছাত্রীদের রাজ্যের সরকারি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে এমবিবিএস ও বিডিএস নিয়ে পঠনপাঠনের জন্যে ভর্তির ক্ষেত্রে আসন কেনাবেচা রুখতে সতর্ক রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে। কাউন্সেলিং এর সময় যেন কোন অনিয়ম না হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে একজন নোডাল আধিকারিক ও সর্বোচ্চ দুজন নির্বাচিত প্রতিনিধি বৈধ পরিচয় পত্র নিয়ে কাউন্সিলিং হলে প্রবেশ করতে পারবেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। একটি কলেজে তিনজনের বেশি প্রতিনিধি কোনভাবেই কাউন্সেলিং সেন্টারে প্রবেশ করতে পারবেন না বলে জানানো হয়েছে। এই নির্দেশিকা সব সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কালোবাজারি আটকাতে টাস্ক ফোর্স বিশেষ নজরদারী চালাচ্ছে

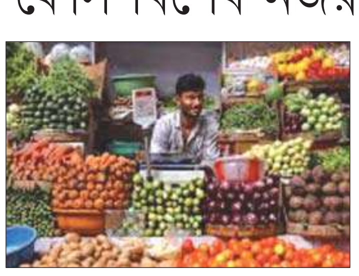

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ পুজোর আগে আলু কাঁচা আনাজ সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের কালোবাজারি আটকাতে রাজ্য সরকার নিযুক্ত টাস্ক ফোর্স বাজারগুলিতে বিশেষ নজরদারী চালাচ্ছে। টাস্ক ফোর্সের সদস্য ও এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আধিকারিকেরা আজ পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বাজারে হানা দেন। গড়িয়াহাট, ঢাকুরিয়া, হাজরা, যাদবপুর-সহ একাধিক বাজারে দোকান থেকে দোকানে গিয়ে পণ্যের দাম যাচাই করেন। খাদ্যদ্রব্যের মান যাচাইয়ের পাশাপাশি, বিক্রেতারা পণ্যের মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদ ফুরানোর তারিখ দিচ্ছেন কিনা সব দিকই খতিয়ে দেখা হয় বলে জানা গিয়েছে। টাস্কফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, কয়েকটি দোকানে গরম মশলার দাম নির্ধারিত সীমার চেয়ে অনেক বেশি নেওয়া হচ্ছিল। মাছ-মাংসের ওজন নিয়েও অসঙ্গতি ধরা পড়েছে।ওই সব বিক্রেতাদের সতর্ক করা হয়েছে। উৎসবের মরসুমে এ ধরনের পরিদর্শন আগামী দিনেও চলবে।

সোমবার দুপুরে ভয়াবহ আগুন জয়নগরে, তবে হতাহতের কোনো খবর নেই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৫ আগস্ট ঃ সোমবার দুপুরে ভয়াবহ আগুন জয়নগরে।দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে।তবে হতাহতের কোনো খবর নেই।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,সোমবার দুপুরে জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের পাল পা।ার দাসপাড়া জামরুলতলায় গৌর দাস নিতাই দাসের বাড়ির রান্নাঘরে আগুন লেগে যায়। রান্না ঘরে রান্নার কাজে ব্যবহারযোগ্য নারকেল পাতায় আগুন লেগে এই ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে যায়। আশেপাশে মানুষ আগুন দেখে আগুন নেভাতে এগিয়ে আসার পাশাপাশি জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্র ও জয়নগর থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা ও জয়নগর থানার পুলিশ। দমকল কেন্দ্রের চেষ্টায় ও স্থানীয় মানুষজনের সহায়তায় এক ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। তবে এই ঘটনায় ক্ষয় ক্ষতি কিছুটা হলেও হতাহতের

কোনো খবর নেই। ঠিক সময়ে সাধারণ মানুষ এগিয়ে না আসলে বড়সড় ক্ষতি হয়ে যেত এলাকায়। তবে এই ঘিঞ্জি এলাকায় রান্নাঘরে কেন এত জ্বালানির সরঞ্জাম রাখা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে প্রশাসন।

তবে এ ব্যাপারে গৌর দাস নিতাই দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করতে রাজী হয়নি।

দলবদলু নেতারা মঞ্চ আলো করে থাকায় মোদির সভা ফাঁকা', বিস্ফোরক দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় তাঁর আমন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু মঞ্চে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, অর্জুন সিং, তাপস রায়দের মতো তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে আসা নেতারা। যা নিয়ে প্রকাশ্যে তোপ দাগলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, এই সব দলবদলু নেতারা মঞ্চ আলো করে বসে থাকাতেই প্রধানমন্ত্রীর দমদমের জনসভা কার্যত ফাঁকা ছিল। সব মিলিয়ে হাজার পাঁচেক লোক এসেছিল। যা ভাবাই যায় না!

প্রধানমন্ত্রীর সভায় আমন্ত্রণ না থাকায় শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে ধর্মগুরু রবিশংকরের আশ্রমে চলে যান দিলীপ। সেখান থেকে ফিরে রবিবার ফের স্বমহিমায় খুল্লামখুল্লা শব্দচয়নে নব্য বিজেপিকে বিঁধেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় লোক না হওয়া নিয়ে তীব্র ভাষায় তোপ দেগে দিলীপ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে কারা ছিলেন? ভালো করে দেখবেন, সবকটা দলবদলু। শুভেন্দু অধিকারী, তাপস রায়, অর্জুন সিং, সজল ঘোষ..

আর ক'টা নাম বলব! এঁরা বিজেপি? এঁদের দেখে মানুষ বিজেপি করতে আসবেন? এঁদের বিরুদ্ধেই তো বিজেপি লড়াই করেছিল। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জনসভা কার্যত ফাঁকা থেকেছে।দিলীপ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সভায় এত কম লোক! আমরা মিছিল-মিটিং করলেও তো এর থেকে বেশি লোক হয়। প্রধানমন্ত্রীর সভায় যে পাঁচ হাজার লোক হবে তা তো ভাবাই যায় না। দর্শকস্থলের ছবি দেখছিলাম। দেখলাম সবাই গল্প করছে। সেই জোশটাই নেই। এভাবে হয় নাকি? সেক্ষেত্রে ২০২৬-এ দলের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটা? দিলীপের জবাব, খুব খারাপ, খুব খারাপ। লড়াইটা হতে চলেছে ২০২১-এর আসন ধরে রাখার লড়াই। সেটাও এখন দূর অস্ত মনে হচ্ছে। বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় ফিরে এদিন চনমনে দেখিয়েছে দিলীপকে। তিনি জানান, রবিশংকরজি আমাকে বলেছেন, ছোড়না নহি, লড়তে রহো। তিনি বলছেন, অপেক্ষায় আছি। পার্টি যা যা কাজ দেবে, সেই কাজ করব। রোজই বিভিন্ন ধরনের জনসংযোগ কর্মসূচি থাকছে। তাই ব্যস্ত থাকছি।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম আকাদেমির উদ্যোগে 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স

বেবী সরদার, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সহায়তায় ৩০ শে জুলাই থেকে ২৯ শে আগস্ট পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম আকাদেমির উদ্যোগে 'ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স' শুরু হয়েছে কলকাতার তথ্য কেন্দ্রে। এই কোর্সের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ইন্দ্রনীল সেন সহ বিভাগের আধিকারিকবৃন্দ। ২২ দিন ব্যাপী এই ফিল্ম অ্যাপ্রিশিয়েশন কোর্সের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা ফিল্মকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে শিখবে । একটি ফিল্মকে তার কোন কোন গুণের জন্য তাকে ভালো, খারাপ বলা যাবে তা বিচার করতে শিখবে। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যে সদস্যদের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা ছাড়া এই কোর্স টি

সঠিকভাবে চলত না তাঁরা হলেন - কুশল চক্রবর্তী, কৌশিক বোস , সন্দীপ দেবদাস, অর্পণ বোস, জগবন্ধু ঘোষ , সায়ক ঘোষ, সৌরভ পাল, কাজল সরকার , সুতপা সোম চৌধুরী, চন্দ্রানী ব্যানার্জি, সুস্মিতা সরদার ও শাশ্বতী মালো। এই কোর্সের মাধ্যমে সিনেমার ইতিহাস, ফিল্ম ডিরেকশন থেকে শুরু করে সাউন্ড ডিজাইন, স্ক্রিপ্ট রাইটিং, ফিল্ম অ্যাক্টিং, স্টিল ফোটোগ্রাফি, সিনেমাটোগ্রাফি, আর্ট ডিরেকশন সহ যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ টলিউড, বলিউড ও হলিউডের বিভিন্ন ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। এই কোর্সের মাধ্যমে আগামী দিনে চলচ্চিত্র দুনিয়ায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্থান অধিকার করবে এই আশা রাখে ফিল্ম অ্যাপ্রিশিয়ন কোর্সের আয়োজকরা।

'সমকামীতা' সম্পর্ক নিয়ে ছবি তুলে যুবককে 'ব্ল্যাকমেইল' !

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ আগস্ট ঃ 'সমকামীতা' সম্পর্ক নিয়ে ছবি তুলে যুবককে 'ব্ল্যাকমেইল' ! হাওড়ার সালকিয়ার আবাসনে বৃদ্ধ খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা থেকে ধৃত অভিযুক্ত। হাওড়ার সালকিয়ার আবাসনে বৃদ্ধকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে, উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙা এলাকা থেকে তাঁকে প্রথমে আটক এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতকে হাওড়া জেলা আদালতে তোলা হলে ধৃতের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। জানা গেছে, 'সমকামীতা' সম্পর্ক নিয়ে ছবি তুলে যুবককে 'ব্ল্যাকমেইল' করা হয়েছিল। আর এর জেরেই খুন হন সালকিয়ার ফ্ল্যাটের ওই বৃদ্ধ মালিক। উত্তর ২৪ পরগনার গোবরডাঙ্গা থেকে গ্রেফতার হন মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ চৌধুরী ওরফে সঞ্জি। গত বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ সালকিয়া অরবিন্দ রোডের একটি আবাসনে খুন হন অসীম দে (৬২) নামের ওই বৃদ্ধ। তারপরের দিন পরিবারের লোকেরা গোলাবাড়ি থানায় খবর দিলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পুলিশ পাশের ফ্ল্যাট থেকে সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে। তাতে দেখা যায় বৃহস্পতিবার রাত সোয়া আটটা নাগাদ এক আগন্তুক ব্যাগ হাতে ওই ফ্ল্যাটে ঢুকছে। রাত দশটা কুড়ি নাগাদ তিনি ওই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যান। যাবার সময় তিনি অসীম বাবুর দুটি সোনার আংটি এবং মোবাইল ফোন নিয়ে যান। অসীম বাবুর বাড়ির লোকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ খুনের মামলা শুরু করে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে মাস চারেক আগে ফেসবুকের মাধ্যমে অসীম বাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় ধৃত প্রসেনজিৎ চৌধুরী (৩১)-র। পেশায় কাপড় বিক্রেতা প্রসেনজিৎ মঙ্গলাহাট, গোবরডাঙ্গা হাট সহ বিভিন্ন হাটে কাপড় বিক্রি করেন। মাস চারেক আগে দু'জনের মধ্যে আলাপের পর মাসখানেক আগে তারা দু'জনেই সালকিয়ার বাঁধাঘাটে সাক্ষাৎ করেন। এরপর দু'জনের মধ্যে ভিডিও কলে কথাবার্তা চলতে থাকে। এই ভিডিও কল চলাকালীন অসীম দে বেশ কিছু ছবি তুলে রাখেন। পুলিশি তদন্তে উঠে আসে ওই গোপন ছবি সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়া হবে এই ভয় দেখিয়ে তাঁকে নিজের ফ্ল্যাটে ডাকেন অসীম। গত বৃহস্পতিবার একইভাবে প্রসেনজিৎকে সালকিয়ার ফ্ল্যাটে ডেকেছিলেন তিনি। প্রসেনজিৎ ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে মদ, কচুরি এবং তরকারি কিনে ঢোকেন। এরপর দু'জনে মদ্যপান করেন। খাবার খান। দু'জনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কের পর গোপন ছবি নিয়েই বচসা শুরু হয়। এরপর রাগের মাথায় প্রসেনজিৎ অসীম বাবুর মাথা দেওয়ালে ঠুকে দেন বলে অভিযোগ। ইন্টারনাল হেমারেজের জন্য ঘটনাস্থলেই মারা যান অসীম বাবু। ফ্ল্যাট ছাড়ার আগে প্রসেনজিৎ অসীম বাবুর দুটি সোনার আংটি এবং মোবাইল ফোনটি নিয়ে চম্পট দেয়। পরে পুলিশ মোবাইল ফোনের সূত্র এবং সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে আততায়ী প্রসেনজিতের খোঁজ পায়। রবিবার তাঁকে গোবরডাঙ্গার বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের মামলা শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে হাওড়া আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজ হয়। রবিবার ঘটনাস্থল থেকে ফরেনসিক টিম খাবারের টুকরো, আধপোড়া সিগারেট এবং মদের বোতল উদ্ধার করে। ধরা পড়ার পর প্রসেনজিৎ তাঁর সমস্ত অপরাধ কবুল করেন। উল্লেখ্য, ঘটনার পর থেকেই উত্তর হাওড়ার সালকিয়ার শ্রীঅরবিন্দ রোডের আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বহিরাগত ওই ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। গোলাবাড়ি থানা এলাকার সালকিয়া অরবিন্দ রোডের ইন্দিরা ভবনে গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটেছিল। পরদিন শুক্রবার সকালে ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে অসীম বাবুর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্তে নামে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। সিসিটিভিতে এক বহিরাগত ব্যক্তিকে ঘটনার দিন ফ্ল্যাটে ঢুকতে ও বেরতে দেখা যায়। সেখানে দেখা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে বহিরাগত ওই ব্যক্তি ফ্ল্যাটে ঢোকেন। সেখানে প্রায় ২ ঘন্টা ছিলেন তিনি। ঢোকার সময় তাঁর হাতে লাল ব্যাগ ছিল। বের হবার সময় হাতে ছিল একটি কালো ব্যাগ। ওই ব্যক্তি লিফট ব্যবহার করেননি। প্রথম থেকেই মৃতের পরিবারের দাবি ছিল, এটি খুনের ঘটনা। পরিবার এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই আবাসনের তিনতলায় নিজের ফ্ল্যাটে মাঝেমধ্যেই রাতে বৃদ্ধ একাই থাকতেন। সেই ফ্ল্যাট থেকেই শুক্রবার সকালে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৫ আগস্ট ঃ ব্যারাকপুর ২ ব্লকের খড়দহ বিধানসভার ছয়টি পঞ্চায়েতে ও খড়দহ পুরসভায় ওয়ার্ডের বুথ ভিত্তিক চলছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির। সোমবার খড়দহ বিধানসভার বিলকান্দা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চম দিনে নবকামারগাতি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ২০৭,২০৮,২১০ নং পার্টে এবং খড়দহ পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রী দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শন করেন। পঞ্চায়েত প্রধান দীপা পাইক, উপপ্রধান অঞ্জলি দেউরি সহ একঝাঁক পঞ্চায়েত সদস্যদের আধিকারিক দের নিয়ে পাড়ায় সমাধান শিবিরে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক প্রকল্প আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মন্ত্রী বলেন গনতান্ত্রের স্বচ্ছতা দীর্ঘকালের। প্রথম ধারনা চার হাজার বছর আগে ঋকবেদে। ইতিহাস তুলে ধরেন। ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল বাই দা পিপল। মানুষের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। অধিকার প্রয়োগ করতে পারে নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে গুরুত্ব দেন গনতন্ত্রের। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন মানুষ

গিয়ে সরকারের দরজায় কড়া নাড়বে না। সরকার আসবে মানুষের কাছে। শুরু দুয়ারে সরকার শিবির। সরকারের প্রতিনিধি পদাধিকারীরা বসে থাকছে সরকারে প্রতিদিন দুয়ারে বসে। শুরু হল বাস্তবায়ন দুয়ারে সরকার। পাড়ায় ছোটখাটো সমস্যা অভিযোগ কোন রাস্তা খারাপ, লাইট খারাপ, জল নেই আপনারা বসে ঠিক করুন সমস্যা সমাধানের। শুরু পাড়ায় সমাধান। ৮০ হাজার বুথে। বুথ ভিত্তিক দশ লক্ষ টাকা করে খরচ। পৃথিবীতে কেউ করেনি। মানুষের কাছে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। এ নজির কোথায় নেই। গনতন্ত্রের আসল বাস্তবায়ন যা বোঝায় প্রকৃত ভাবে বাস্তবায়িত করা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে কেউ ভাবে নি। সারা পৃথিবীতে কেউ করেনি। গালিগালাজ দিলে হবে না। ৯৪ টি প্রকল্প চলছে বাংলার মানুষের জন্য। এনজির ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেই বলেন মন্ত্রী। এ কথা গুলি জানানোর জন্যই আমার ক্যাম্পে আসা। আপনারা জানলে আর দশটা মানুষ জানবে।

মহিলা সমবায় সমিতির ক্ষমতায় এসে তৃনমূল পদাধিকারী গঠন করলো

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৫ আগস্ট ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য জুড়ে সবুজ ঝড় চলছে।একের পর এক সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ের ধারা অব্যাহত শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের। সোমবার জয়নগর বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশহাটা অঞ্চল মহিলা জাগরণী সংঘ প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতির নির্বাচনে ১৭ টি আসনের জয়ী তৃনমূল কংগ্রেসের মহিলা সদস্যাদের মধ্যে থেকে সাতজন পদাধিকারী বাছাই হয়ে গেল। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এই সমবায় সমিতি বিরোধী এস ইউ সির হাতেই ছিল।এই প্রথম শাসক তৃনমূল কংগ্রেসের দখলে গেছে এই সমিতি।সোমবার জয়নগর ২ নং বিডিও অফিসের মিটিং রুমে এই পদাধিকারী বাছাই পর্বে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক অন্দিদিতা দাস বিশ্বাস, সহ আধিকারিক সৌমিক ব্যানার্জী, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ অনুপমা গায়েন, বাইশহাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নুরহোসেন গাজী, বাইশহাটা পঞ্চায়েত প্রধান মানসুরা গাজী সহ আরো অনেকে।এদিনের সভা থেকে নির্বাচিত সাত পদাধিকারী হল- সভানেত্রী মল্লিকা হালদার,সহ সভানেত্রী সানোয়ারা মোল্লা, সম্পাদিকা রোজিনা ঘরামী, হিসাবরক্ষক সন্ধ্যা মিস্ত্রী,প্যানেল একে রেফিজা গায়েন, প্যানেল দুয়ে হোসেনারা খান ও প্যানেল তিনে ঝুমা প্রামানিক।এদিন এ ব্যাপারে বাইশহাটা অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি নুরহোসেন গাজী বলেন, ২০১৫ সালে এই সমিতি গঠনের পর থেকে এস ইউ সির হাতে ছিলো এই সমিতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে ও বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের কাজ দেখে এই সমিতি তৃনমূল কংগ্রেসের হাতে এসেছে।এই সমিতির সম্পাদিকা রোজিনা ঘরামী বলেন,এই সমবায়ের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়নের কাজ করবো।মহিলাদের স্বনির্ভর হবার জন্য সহায়তা করা হবে।

১ কোটি তাঁতের শাড়ি কিনছে তন্তুজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ তাঁতসাথী প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার পুজোর আগে ১ কোটি তাঁতের শাড়ি কিনছে। ৬টি শিবির থেকে এই শাড়ি কেনা হবে বলে তন্তুজ সূত্রে জানা গেছে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, এবছর তাঁত সমবায় মারফত মোট ১০ কোটি শাড়ি কেনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্যে তন্তুজের ৬৪টি শোরুম রয়েছে। সেখানেই হস্ত চালিত যন্ত্রে তৈরি এই শাড়ি পাওয়া যাবে।

রাজ্যের খাদ্যদপ্তরের স্পষ্ট নির্দেশিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ আধার কার্ড না-থাকা বা বায়োমেট্রিক যাচাই না-হওয়ার কারণে কোনও বৈধ রেশন গ্রাহককে খাদ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। রাজ্যের খাদ্যদপ্তর এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছে।নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ৩১ আগস্টের মধ্যে প্রত্যেক জেলাশাসককে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেখানে উল্লেখ করতে হবে-আধারের কারণে খাদ্যসাথী প্রকল্প থেকে কতগুলি পরিবার বঞ্চিত হয়েছে, কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং কোন কোন অভিযোগ জেলা স্তরে মেটানো যায়নি। বঞ্চনার জন্য কোনও রেশন ডিলার বা খাদ্যদপ্তরের অফিসার দায়ী হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিপন্নতাকে কটাক্ষ সুজন চক্রবর্তীর

কলকাতা, ২৩ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক ' কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। রবিবার রাতে সুজনবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, এলাকায় এলাকায় স্কুল বন্ধ, আর পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান চালু হচ্ছে। বই খাতার বদলে কি হাতে মদের বোতল? শিক্ষকদের পায়ে হাত দেবার বদলে কি গায়ে হাত? অনুপ্রেরণার বাংলায় এ কোন নতুন রেওয়াজ! রাজ্যে শিক্ষার ধ্বংস-যজ্ঞ চলছে। কয়েকটি প্রজন্মকে বিপন্ন করা হচ্ছে। কি আর বাকি থাকল!

শিয়ালদহ ফ্লাইওভার বা বিদ্যাপতি সেতুর সংস্কার কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কেএমডিএ শিয়ালদহ ফ্লাইওভার বা বিদ্যাপতি সেতুর সংস্কার কাজ শুরু করছে। তার আগে সেতুর নীচে গড়ে ওঠা দোকানগুলিকে সরানোর জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে। মোট এলাকা পাঁচ ভাগে ভাগ করে কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রতি ধাপে প্রায় ৬০-৭০টি দোকান স্থানান্তর করা হবে বলে কেএমডিএ সূত্রে জানা গেছে। কলকাতা পুরসভা এবং স্থানীয় কাউন্সিলরের সহায়তায় দোকানগুলির জন্য অস্থায়ী জায়গা চিহ্নিত করার কাজ চলছে। উল্লেখ্য ১৯৭৯-৮০ সালে তৈরি হওয়া এই সেতুর মেরামতি এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। গত বছর একটি কংক্রিট ভেঙে পড়ায় বড় ক্ষতি না হলেও পুরসভা ও কেএমডিএ-র যৌথ পরিদর্শনে অধিকাংশ স্তম্ভে ফাটল ধরা পড়ে। সেকারনেই সেগুলো সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চন্দননগর নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির প্রেক্ষাগৃহে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান

মলয় সুর ঃ অভীষ্ট গ্রুপ এবং রাজ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যৌথ উদ্যোগে চন্দননগর নৃত্য গোপাল স্মৃতি মন্দির প্রেক্ষাগৃহে কিংবদন্তি সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের জন্মদিন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয়। কিশোর কুমারের জন্ম

১৯২৯ সালে। তার আসল নাম আভাস কুমার গাঙ্গুলী। পরবর্তীকালে কিশোর কুমার হয়ে ওঠেন। এই সংস্থার কর্ণধার তরুণ আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী বলেন, শ্রদ্ধেয় কিশোর কুমার বিভিন্ন ভাষায় গান গেয়েছেন। তিনি ২০৭৩ টি গান রেকর্ড করেছিলেন। আর বাংলায় মাত্র ১৫৬ টি গান গেয়েছিলেন। আটবার তিনি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়ে রেকর্ড করেছেন। তিনি একাধারে গায়ক, গীতিকার ,সুরকার ,অভিনেতা ,চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্য লেখক। একসঙ্গে এত গুন থাকার জন্য বস্তুত ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আসেনি। এক কথায় অলরাউন্ডার ছিলেন। তিনি নিজের বাঙালিআনায় গর্ববোধ করতেন । অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা সাগর দাস বলেন, চন্দননগরের বুকে এই প্রথম ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের জনপ্রিয় সংগীতের মাধ্যমে জন্মদিন পালিত হয়। এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র পারিষদ সদস্য শোভন মুখার্জি, চন্দননগর থানার অফিসার ইনচার্জ শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মেয়র পারিষদ সদস্য পার্থসারথি দত্ত, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা আইনজীবী নির্মাল্য চক্রবর্তী, চৈতালি ঘোষ, সমাজসেবী অশোক গোস্বামী, সঙ্গীতশিল্পী অতনু লাহা প্রমূখরা। এ দিনের অনুষ্ঠানে পরিধি ছাড়িয়ে সাহিত্য পত্রিকার কর্ণধার মধুমিতা ধূত কিশোর কুমারের উপর সন্দর আবৃত্তি পাঠ করেন যা প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শক তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। এদিন ইন্দ্রনীল মুখার্জি কথা বলা পুতুলের শো করেন। উল্লেখ্য খুদে সাত বছরের যোগা চ্যাম্পিয়ন পিয়ালী দাস আগামী মাসে আন্তর্জাতিক যোগা চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায .অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। তাকে এদিন একই মঞ্চে শুভেচ্ছা ও ভালবাসায় সম্মানিত করা হয়।

সীমান্তবর্তী এলাকায় ২০৫ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার তিন পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ২৫ আগস্ট ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাতে হাসনাবাদ থানার পুলিশ মোহনপুর এলাকা থেকে সন্দেহভাজন একটি গাড়ি আটক করে। তল্লাশিতে গাড়ির ভেতর থেকে প্রায় ২৭ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলেই তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকার একটি ঔষধের দোকানে আরও বিপুল পরিমাণ মাদক মজুত রাখা হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬৫, মঙ্গলবার, ৯ ভাদ্র ১৪৩২

শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে

সঙ্গীত জগতে মহীরুহ শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে (কেসি দে)-কে;একজন কিংবদন্তি সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার, গায়ক, অভিনেতা ও শিক্ষক, যিনি বাংলা তথা ভারতীয় সঙ্গীতজগতে এক অনন্য আলোকবর্তিকা। ১৮৯৩ সালে কলকাতায় জন্ম নেওয়া কেসি দে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সেই দৃষ্টিশক্তি হারান। কিন্তু অন্ধকার তাঁর পথ রুদ্ধ করতে পারেনি;বরং তিনি সংগীতের জগতে আলো ছড়িয়েছেন অগণিত মানুষের হৃদয়ে। কীর্তন সংগীতে তাঁর ব্যাখ্যা ও পরিবেশনা আজও আমাদের অন্তরে আলোড়ন তোলে। তাঁর সুর ও কণ্ঠ শুধু বাংলাতেই নয়, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি ভাষাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় ৬০০টি গান রেকর্ড করে তিনি সঙ্গীতজগতকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন এসডি বর্মনের প্রথম শিক্ষক, এবং তাঁরই আশীর্বাদে গড়ে উঠেছিলেন আর এক কিংবদন্তি মান্না দে, যিনি তাঁর ভাতিজা। নিউ থিয়েটার্সের সোনালি যুগে কেসি দে ছিলেন অনন্যতম প্রাণশক্তি। শোভাবাজারের রাজবাড়ি থেকে বিডন স্ট্রিটের মিত্র হাউস;কলকাতার আভিজাত্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাঁদের জলসায়। তাঁর কণ্ঠে ভক্তিমূলক গান ও কীর্তনের আবেদন আজও অম্লান। ১৯৩৬ সালে চলচ্চিত্র থেকে সরে গেলেও সংগীতের প্রতি তাঁর নিবেদন কখনও ক্ষীণ হয়নি। জীবনের সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন; শিল্পীকে দমিয়ে রাখা যায় না। বাংলা সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় নাম হচ্ছে কৃষ্ণ চন্দ্র দে। সকলেই তাঁকে কানা কেষ্ট বলে জানতো। তিনি সব সময়ে বলতেন মনের ভালো করে গান শিখতে গেলে সাধনা দরকার। সাধনা ছাড়া গান শেখা একেবারে অসম্ভব। এক নিষ্ঠ সাধক হতে হবে। তবেই দেবী সরস্বতী এসে ধরা দেবেন। কানা কেষ্টছোটবেলা একটি ধরে বসেই দিন কাটাতেন। তারপরে রাস্তার এক ভিখারি গান শুনে তিনি মনে করলেন গান শেখা তো যেতেই পারে। সেই সময়ে তিনি বাড়ির সবাইকে বললেন যে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করবেন। বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে একেবারে তাঁকে নিরুৎসাহ করেনি। বরং সঙ্গীত শেখার জন্য একটি মাস্টার নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকেই কৃষ্ণ চন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষতার তালিম নিতে থাকেন। তাঁর মা সংসারের কাজের ফাঁকে অবসর পেলে অন্ধ ছেলেকে নিয়ে হারমোনিয়ামের সঙ্গে বসে গান শেখাতেন। মায়ের উৎসাহ এবং পিতার সাহায্য পেয়ে তিনি ক্রমশ সঙ্গীত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে থাকেন। তারপরে নিজেরও একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল যে তিনি সঙ্গীত শিল্পী হবেন। তাঁর সঙ্গীত বাংলা তথা ভারতের প্রতিটি ঘরে ঘরে শুনতে পাওয়া যাবে। তিনি প্রথমে রাগ সঙ্গীত দিয়ে শুরু করেছিলেন শিক্ষা গ্রহণ। রাগ সঙ্গীতের ওপরক্রমশ দখল হতে থাকলে তারপরে তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওপরে বেশি করে নজর দিতে থাকেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা শেষ করে তিনি বাংলার কীর্তন সঙ্গীত নিয়ে চর্চা করেন। তারপরে তিনি বাংলার বাউল, ভাটিয়ালি এবং পল্লী গীতির ওপরে গান গাইতে থাকেন। তিনি বাংলার প্রতিটি প্রান্তে বিভিন্ন পল্লী গীতির অনুসন্ধান করে সেই সব পল্লী গীতি গাইতে থাকেন। তার সঙ্গে ছিল ভক্তিমূলক গান। ভক্তিমূলক গান গেয়ে তিনি সবাইকে মুগ্ধ করে দিতে পারতেন। তাঁর ভাইপো মান্না দেকে নিজের হাতে তৈরি করে দিয়ে যান। কাকার সম্মান মান্না দে রক্ষা করেন।

শচীনকর্তা ও কিশোরকুমার

একদিন দুপুর তিনটে হবে তখন শচীনদার মিউজিক রুমে ঢুকে দেখি উনি নেই। তার বদলে আছেন কিশোর কুমার। শোনা গেল, কি একটা জরুরি কাজে শচীনদা বেরিয়ে গেছেন। কাজ সেরে ফিরবেন। কিশোর আমাকে খাতির করে বসাল। একেবারে ওর মুখোমুখি।সামনে হারমোনিয়াম।সেটা বাজিয়ে প্রবল আনুনাসিক সুরে গাইতে থাকে শচীনদারই খুব বিখ্যাত একটি গান, ধীরে সে আনা বাগিয়াঁ মে, ভঁওরা। সবাই জানি শচীনদার গলা একটু নাকি ধরনের, আর সেটাই ওঁর বৈশিষ্ট্য। এমন মিষ্টি লাগে সেসব গান শুনতে 'তাক দুম তাক দুম বাজে', 'নিশীথে যাইয়ো ফুলবনে','তুমি যে গিয়াছো' এমন অসংখ্য গান ওঁর গলার মাধুর্যে অমর হয়ে আছে। কিশোর ওঁর খুবই স্নেহের পাত্র। কিশোরও ওঁকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু শ্রদ্ধার প্রকাশ এক একজনের একেকরকম। কিশোরের আচার ব্যবহার,গান গাইবার স্টাইল সবই ব্যতিক্রমী। সুতরাং শচীনদার নকল করে এই যে গান, তার আনুনাসিকত্ব শচীনদার থেকে অন্তত চারকাঠি ওপরে। চোখ বুজে, ঘাড় নেড়ে দারুণ মেজাজে গেয়েই চলেছে। হঠাৎ চোখ খুলে সামনে র দিকে তাকাতেই চক্ষু স্থির। গান বন্ধ। কেন কি ব্যাপার এসব বলার আগে ঘরের ভূগোলটা একটু জানা দরকার। কিশোর বসে আছে ঘরে ঢোকার দরজাটার মুখোমুখি যে দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। কীএমন ঘটনা ঘটল যাতেকিশোরের আচমকা এই ভাব বদল--যেই না ফিরেছি অমনি দেখি দরজার বাইরে ধুতি পাঞ্জাবি পরে কে একজন দাঁড়িয়ে শচীনদা! ফর্সা রঙের গালদুটো লালচে দেখাচ্ছে। থমথমে মুখ, ঝড়ের আগাম সংকেত। কখন উনি বাইরে থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজায় দাঁড়িয়েছেন ,কে জানে। কতক্ষণ ধরে নিজের গানের এই বিচিত্র প্যারডি শুনছেন তার ঠিক কি। অনুমান করুন এই অবস্থায় কিশোর কি করতে পারে?জিভ কেটে কানে হাত দেওয়া?দৌড়ে গিয়ে পায়ে পড়া? কাকুতি মিনতি করে ক্ষমা চাওয়া? উঁহু এর কোনটাই সে করল না। নিষ্পলক চোখে ভুতগ্রস্তের মতো উঠে দাঁড়ালো।ধীরে সুস্থে পিছন ফিরল।তারপর যেনো কোনো তাড়া নেই, এইভাবে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালো উল্টো দিকের শিকবিহীন জানালাটার কাছে, তারপর পলকের মধ্যে জানলা টপকে ওপারে অদৃশ্য! শুধু শিশুপাঠ্য অ্যাডভেঞ্চার বইয়েই সম্ভব। পাইপ বেয়ে নীচে নেমে পাঁই পাঁই করে ছুটে গিয়ে গেটের বাইরে নিজের গাড়িতে একলাফে উঠেই চম্পট কিশোর।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

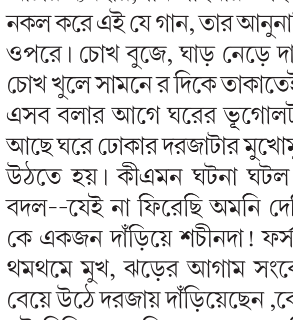

মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা তিনি বলতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার গতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে কোনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। শক্তির পুজারি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা। স্বাধীন ভারত দেখার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক

বিশেষ প্রতিবেদক

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন অন্যতম। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর মতের সঙ্গে বিপ্লবী অরবিন্দের মিল দেখতে পাওয়া যায়। দুটি আদর্শ তাঁর মধ্যে জাগতে শুরু করে দিয়েছিল। একটি হচ্ছে মরাঠা

জাতিকে সংঘবদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শক্তিশালী করা। পেশোয়ারের শাসন কালে মারাঠা জাতি শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু পেশোয়া মাধব রাও এর মৃত্যুর পর মারাঠা জাতি দুর্বল হতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালে ভারতে যে 'সিপাহী বিদ্রোহ' হয়েছিল সেখানে মারাঠা জাতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। পেশোয়ারের নানা সাহেব সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। পেশোয়ারের আদি বাসস্থান ছিল মুম্বই এবং গোয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল কোঙ্কন। তারা ছিল চিৎপাবন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বালগঙ্গাধর তিলক ওই কোঙ্কন অঞ্চলের রত্নগিরিতে ১৮৫৬ সালে ২৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশোয়ারদের মতো তিনিও ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। তাই পেশোয়ারের আদর্শ এবং দেশপ্রেম তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল। বালগঙ্গাধরের পিতামহ কেশব রাও ছিলেন পেশোয়ারের দ্বিতীয় রাজী রাওয়ের আমলে একজন মামলতদার (রাজস্ব বিভাগের পদস্থ কর্মচারি) ছিলেন। ১৮১৮ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ইংরেজরা পেশোয়া পদটা তুলে দিল। কেশব রাওকে ইংরেজদের অধীনে চাকরি করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেশব রাও.রে পৌত্রের নাম গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও। গঙ্গাধর রামচন্দ্র বাল্যকালেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে পুনায় চলে আসেন এবং সেখানে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন। যখন তাঁর বয়স সতেরো বছর তখন তিনি একটি স্কুলে মাসিক পাঁচ টাকার মাইনের শিক্ষকতা করতে শুরু করেন। সংস্কৃত, ইতিহাস এবং অঙ্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। পরে তিনি রত্নগিরি স্কুলের শিক্ষক হয়েছিলেন এবং পরে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। বইগুলি ভালো হওয়ার কারণে শিক্ষা বিভাগ বইগুলি কিনে নিয়েছিল। গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও কেবল শিক্ষকতা এবং পুস্তক রচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি বৈষয়িক বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়ে ছিলেন। বাংলার বিদ্যাসাগর যেরকম ভাবে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন ঠিক সেই রকম গঙ্গাধর রামচন্দ্র রাও ছাত্রদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। বাল্যকালেই প্রভাবতী নামে এক বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তাঁদের তিনটি কন্যা সন্তান ছিল। পরে পুত্র সন্তানের জন্য তাঁরা আকুল হয়ে উঠলে প্রভাবতীর একটি পুত্র সন্তান হয়। তাঁর নাম হল বলবন্ত রাও। সবাই তঁকে আদর করে ডাকতো 'বাল' বলে। পরে এই 'বাল' নামেই বলবন্ত পুরিচিত হয়েছিলেন, বালগঙ্গাধর তিলক নামেই তিনি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন। ভারতবাসীরা তাঁকে লোকমান্য তিলক বলে শ্রদ্ধা করে। আর মারাঠিরা তাঁকে 'তিলক ভগবান' বলে মনে করে।

ছোটবেলার বালগঙ্গাধর তিলক পিতার কাছ থেকেই লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন। ফলে সংস্কৃত, গণিত এবং মারাঠি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর মা পরলোকগমন করেন। সেই বছরেই তাঁকে পুনা সিটি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি লেখাপড়ায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান এবং ডাবল প্রমোশন লাভ করেন। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তিনি তাপিবাঈ নামে একজন বালিকাকে বিবাহ করেন। বালগঙ্গাধর শ্বশুর মশাই এর কাছ থেকে যৌতুক হিসাবে বই চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার অকাল মৃত্যুতে তাঁকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কষ্ট পেতে হয়নি। কারণ তাঁর পিতা বালগঙ্গাধর তিলকের শিক্ষার লাভের জন্য যথেষ্ট টাকা রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ১৮৭৩ সালে ডেকান কলেজে ভর্তি হলেন। ছোটবেলার তিনি শারীরিক দিক দিয়ে খুবই দুর্বল ছিলেন। তিনি শরীরকে শক্ত করতে শরীর চর্চায় মন দিতে শুরু করলেন। তার ফলে লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা হতে থাকে। একবার তিনি এম.ও পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। তিনি সাঁতারে দক্ষ ছিলেন। ১৯০০ সালে শরীর দুর্বল হলেও তিনি একবার গঙ্গা পার হয়েছিলেন সাঁতার কেটে। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা হাতে রুটি ধরে জলে ভেসে থাকতে পারতেন। তাতে জলে রুটি জল ভিজতো না। তিনি আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন। তবে পড়াশুনায় তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে বাইরের বইও তিনি পড়তেন ভালোবাসতেন। পরীক্ষায় পাশ করাটা তাঁর লক্ষ্য ছিল না, কীভাবে জ্ঞান ভাণ্ডার তৈরি করা যেতে পারে তার দিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন। ১৮৭৬ সালে তিনি অনার্স নিয়ে পাশ করেন গ্রাজুয়েশন। তারপরে তিনি আইন পড়তে শুরু করেন। ১৮৭৯ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন। আইন পাশ করে তিনি ওকালতির করার দিকে মন দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। বাল্যকাল থেকেই পিতার আদর্শ তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন যে এমনভাবে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে করে ভারতীয়রা দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে। ভারতের উন্নতি করতে গেলে দেশময় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সবাই যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি যখন আইন পড়তেন তখন তাঁর বন্ধু ছিলেন জিজি আগারকর। বালগঙ্গাধর এবং আগারকর এই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন নিজেদের মধ্যে। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পুনাতে একটি আদর্শ স্কুল স্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে বিষ্ণু চিপ্‌লুংকর, মহাদেব নামযোশী এবং বামন আপ্তে নামে তিনজন ব্যক্তির সাহায্য লাভ করলেন। এই পাঁচ বন্ধু মিলে একটি স্কুল স্থাপন করলেন তাঁর নাম দেওয়া হল 'দি নিউ ইংলিশ স্কুল'। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা মান ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করতে থাকলো। তার ফলে সরকার থেকেই প্রশংসা লাভ করতে থাকে। তিলক এবং তাঁর বন্ধুরা এবারে স্কুল স্থাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা ভারতবাসীদের জাতীয় চেতনাকে বৃদ্ধি করতে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন।

একটি 'মারাঠা' ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হল। আর একটি 'কেশরী' নামে মারাঠা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ লাভ করলো। তিলক এবং আগারকর এই দুইটি পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করলেন। তাঁর নির্ভীকভাবে ইংরেজ সরকারের সমালোচনা করতে শুরু করেন। দেখা গেল এই দুটি পত্রিকা ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করে দিয়েছে। ইংরেজরা দেশিয় রাজাদের পদানত করে রাখাটা ঠিক হয়নি বলে তাঁদের পত্রিকায় প্রচার করতে শুরু করেন। এই সব দেশিয় রাজাদের ওপরে যে অত্যাচার করা হতো তার দিকগুলি তুলে ধরতে শুরু করলো দুটি পত্রিকা। কোলাপুরের মহারাজার মানসিক বিকৃতি ঘটেছে বলে ইংরেজ শাসকেরা প্রচার শুরু করে তাঁর রাজ্যটাকে হস্তগত করার চেষ্টা করলে মহারাষ্ট্রে তা নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিতে শুরু করে। সকলের সন্দেহ হল যে মহারাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা প্রচার করে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইংরেজরা রাজ্যটাকে অধিগ্রহণ করার চেষ্টা করছে। 'মারাঠা' এবং 'কেশরী' পত্রিকাকে এই রকম সন্দেহ প্রকাশ করা হল। ফলে মরাহাজার মন্ত্রী মাধব রাও বার্ভে তিলক এবং আগারকরের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। মামলায় চার মাসের কারাগারে সাজা পেয়ে জেলে বন্দি হতে হলো তিলক এবং আগারকরকে। কারাগারে সাধারণ কয়েদির মতো তাঁদেরকে রাখা হয়েছিল। জেলের থাকার সময়ে পাঁচ পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছিল তিলকের। যেদিন কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন তাঁরা সেই দিন দেশবাসী তাঁদেরকে শুভেচ্ছা দিতে থাকলেন। জেলের দরজায় শত শত লোক উপস্থিত হয়েছিল তিলক এবং আগারকরকে অভিনন্দন করার জন্য। পুনার রেল স্টেশন পা রাখার কোনও স্থান ছিল না এত লোকের সমাবেশ হয়েছিল তিলক এবং আগারকরকে শুভেচ্ছা জানাতে। ১৮৮৪ সালে অক্টোবর মাসে পুনায় একটি জনসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে 'দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলা হবে। সমিতির লক্ষ্য হবে অল্প ব্যয়ে সবার মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিস্তার লাভ করানো। তিলকের প্রস্তাব অনুসারে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, বিচারপতি তেলাং প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই সমিতির পরিচালনা কমিটির সদস্য হলেন। সমিতি স্থাপন করার দুই মাসের মধ্যে একটি কলেজ স্থাপন করা হল। এই কলেজ পরিচালনা করার জন আশি হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল।

কলকাতায় বাঁকুড়ার তালকে কেন্দ্র করে রসনাশিল্প হল

বাঁকুড়ার তাল কলকাতায়। বীরভূমে, বাঁকুড়ায় গাছের নিচে কালো কুচকুচে তাল রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছি। কুড়িয়ে নিয়ে যাওয়ারও কেউ নেই। গ্রামের গৃহবধূ বলছিলেন, ও সব বড় হ্যাপা। তালের বড়া করার সময় কোথায়? কাজেই শহরের ঘরে ঘরে চিত্রটা সহজেই অনুমেয়। তাল ঘষে তার মাড়ি বের করে তালের বড়া, তালক্ষীর তৈরির ঝক্কি এখনকার পরিবারের কেউ নিতে চান না। পারিবারিক ঐতিহ্যের শূন্যতা ভরাট হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্যোগে। জন্মাষ্টমীর সময় মিষ্টির দোকানে তাই তালের বড়া, তালের মাল পোয়া নামে যে বস্তু শো-কেসে হাজির করা হচ্ছে, তার ক্রেতাও জুটে যায়। তাল, খেজুর গাছ মূলত অকৃষিজাত। ব্রিটিশ আমলে অবশ্য খেজুর গাছ রোপণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাল ও খেজুর প্রকৃতির অকৃপণ দান। গাছ কেটে বসত গড়ার তাগিদে ক্রমাগত ধ্বংস হচ্ছে তাল ও খেজুর গাছ। দুই গাছেরই রস, রস থেকে গুড় তো হয়ই। তালের চিনিও হয়। আবার বজ্রপাত নিবা রণেও এই দুই গাছের ভূমিকা রয়েছে। বাঁকুড়ার একটি সংস্থা তাই এবারে জেলার প্রতি পাড়া, প্রতি গ্রামে ও রাস্তার দু ধারে আগামী ৩১ আগস্ট রবিবার একযোগে তাল গাছ রোপণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রাঢ় অঞ্চলে বাঁকুড়া, বীরভূমে জলহাওয়া, মাটির গুণ আর শুষ্ক পরিবেশের জন্য তালের রসের ঘনত্ব ও মিষ্টত্ব তুলনায় বেশ বেশি। আর কোনও কোনও তাল কী বিরাট! এমন রাজকীয় তাল আমি আগে দেখিনি। তালের মাড়ি বের করে জ্বাল দিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে কয়েক মাস অবধি থাকে। ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার (ডি আর সি এস সি) নামে একটি অলাভজনক সংস্থা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সাধারণ তাপমাত্রায় তালের মাড়ি সংরক্ষণের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। আবার তাল থেকে মাড়ি বের করার সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং সুলভ একটি যন্ত্র বাজারে আনার উদ্যোগ নিয়েছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চের (আই সি এ আর) অধীন ভোপালে অবস্থিত সেন্ট্রাল ইনস্টিউট অব এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এরা ভুট্টার দানা ছাড়ানোর ছোট যন্ত্রও বের করেছে। তালের আকর্ষণীয় নানা পদ কোনও ঝক্কি ছাড়াই শহুরে মানুষের মুখে তুলে দিতে দুদিনের তাল উৎসবের আয়োজন করল পৌষ্টিক লাইফ এবং ডি আর সি এস সি। বাঁকুড়া বেড়িয়াথোল ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি (এফ পি সি) হাজির হয়েছিল কয়েকশ তাল আর কয়েক ড্রাম তালের মাড়ি নিয়ে। দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী সুবোধ পার্কে রাস্তার পাশে প্যান্ডেল খাটিয়ে শনি ও রবি সন্ধ্যায় সাজানো হয়েছিল তাল থেকে তৈরি সুখাদ্য সম্ভার। তালের বড়া ও তালক্ষীর তো সবার পরিচিত। এছাড়াও ছিল তালের কচুরি, তালের শিঙাড়া, তালের জিলিপি, তালের এলোঝেলো, তালের মালপোয়া, তালের মোমো, তালের চিত্রকূট। এমনকি আভেন থেকে বের করা তালের গরম কেক! প্রকৃতির অমূল্য এই দান, তালের গুণকীর্তন করতে দেখা গেল সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরা হাতে মাইক ধরা কৃষি বিজ্ঞানী অনুপম পালকে। খাবারের স্টলে দাঁড়িয়ে কড়া থেকে নামানো তালের তপ্ত কচুরি আর আলুর দম বা পুদিনার চাটনি সহযোগে তালের শিঙাড়ায় কামর বসাতে বসাতে সমবেত উৎসাহী মানুষ সাগ্রহে শুনছেন অনুপমবাবুর কথা। শুনবেন না কেন? তিনি যে বলছেন রসিয়ে রসিয়ে, স্টলের সামনে পায়চারি করতে করতে জিলিপির ট্রের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, ওঁরা শুধু প্যাঁচের দামটুকু নিচ্ছেন, তালের রস ফ্রি! তাল তো গ্রামে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাই গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে শ্রমের সামান্য মজুরি সংগ্রহ। বাকি উদ্দেশ্য তালের জনপ্রিয়তা বাড়ানো। তাল-তত্ত্বে অনুরাগ কিছু বাড়লেও মঙ্গল। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের চক্রব্যূহে পড়া অসহায় মানুষের কাছে সতর্কতার বার্তা দিয়েছেন শনিবার সন্ধ্যায় জৈব কৃষি বিজ্ঞানী পরিতোষ ভট্টাচার্য। সঙ্গত কারণেই তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল দিকভ্রষ্ট প্রাকৃতিক কৃষি। শুধু রসনা তৃপ্তিই নয়, তালের বড়া খেতে খেতে এমন বৌদ্ধিক চর্চার অবকাশও অভিনব। তাই রবিবার সন্ধ্যায় শোনার সুযোগ হল আরও দুই বিশিষ্ট জনের বক্তব্য। অধ্যাপিকা পাঞ্চালি মুখোপাধ্যায় বললেন বৈদিক যুগের রন্ধনকলা নিয়ে আর ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বললেন খনাসূত্র নিয়ে।

তাল দিয়ে যে এত রকম খাবার হতে পারে তা চোখের সামনে দেখা এক অভিজ্ঞতা বটে। তাল নিয়ে যেন চলল এক মহাযজ্ঞ। কারিগরেরা সব এসেছিলেন বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার গ্রাম থেকে। তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন প্রচুর কাঁঠাল পাতা। তালের মাড়িতে চালের গুঁড়ো, ময়দা, সুজি ও গুড় মিশিয়ে মন্ড বানিয়ে কাঁঠাল পাতায় চেপে তৈরি হচ্ছে তালের পোড়া পিঠে। সেই পিঠেতে পাতার শিরার শিল্পিত আলপনা। তালের রস থেকে এক সময় তৈরি হত অপূর্ব পানীয় নীরা। তাল উৎসব থেকে ফেরার পথে মনে মনে কামনা করি, সেই নীরা যেন আবার ফিরে আসে।

মানুষ সৃষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ যত নষ্ট হবে ততই মানব সভ্যতা ধ্বংসের পথ ধরবে

বিশেষ প্রতিবেদক

দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা ঃ প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের উপর মানবজাতির চাপ। মানুষের চিরকালীন আকাঙ্ক্ষা হলো দীর্ঘ জীবন। আয়ুর্বেদ থেকে শুরু করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পর্যন্ত প্রতিটি যুগেই মানুষের মধ্যে এই ইচ্ছার প্রতিফলন দেখা যায়। প্রাচীনকালে ঋষি-মুনিদের তপস্যা কিংবা আলকেমিস্টদের অমৃত খোঁজার প্রচেষ্টা আসলে একই আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ। আজকের

দিনে আধুনিক চিকিৎসা, উন্নত প্রযুক্তি, পুষ্টি বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জেনেটিক গবেষণা কিংবা অ্যান্টি -এজিং চিকিৎসার মাধ্যমে সেই চিরকালীন আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মানুষ চায় আরও সুস্থ, আরও দীর্ঘ জীবন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা কি কেবল ব্যক্তিগত স্বপ্ন পূরণে সীমাবদ্ধ, নাকি এর জন্য গোটা পৃথিবীকে কোনো না কোনোভাবে মাশুল দিতে হচ্ছে? সত্য হলো, মানুষের এই ইচ্ছা আজ প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের উপর এক ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করছে।

দীর্ঘায়ু অর্জনের প্রচেষ্টা মূলত নির্ভর করছে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং আরামদায়ক জীবনযাপনের উপর। এর ফলে চিকিৎসা গবেষণা, ওষুধ শিল্প এবং প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা দিন দিন বাড়ছে। ওষুধ তৈরির জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক ভেষজ, খনিজ পদার্থ এবং রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্ত উপাদান আহরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তৈরি হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য চাপ। পাহাড় ভেঙে খনিজ আহরণ, বনভূমি ধ্বংস করে ভেষজ সংগ্রহ কিংবা বিপুল পরিমাণ পানি ব্যবহার করে ঔষধ প্রস্তুত করণ;এসবই পরিবেশে ভারসাম্য হীনতা সৃষ্টি করছে।

খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন এসেছে। দীর্ঘায়ুর জন্য মানুষ এখন কেবল খাদ্য খাচ্ছে না, বরং সুপারফুড খুঁজছে, যা শরীরকে রোগমুক্ত রাখবে এবং আয়ু বাড়াবে। কিন্তু এই সুপারফুড যেমন অ্যাভোকাডো, কিনোয়া, বাদাম, কিংবা সামুদ্রিক মাছের অতিরিক্ত চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে এক অসম প্রতিযোগিতা তৈরি করেছে। একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্য দেশের মানুষের চাহিদা মেটাতে শোষিত হচ্ছে। যেমন দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ি অঞ্চলে কিনোয়ার উৎপাদন স্থানীয়দের জন্য জীবনধারণের প্রধান উৎস ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দাম আকাশচুম্বী হয়েছে, আর স্থানীয় মানুষজন নিজেরাই তা কিনতে পারছেন না। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ভেঙে পড়ছে, আর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তৈরি হচ্ছে চাপ।

একইভাবে দীর্ঘ জীবন পেতে মানুষ বেশি বেশি প্রাণিজ প্রোটিনের দিকে ঝুঁকছে। মাছ, মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের চাহিদা হু-হু করে বাড়ছে। এর ফলে পশুপালন শিল্প এবং মৎস্যশিল্প অপ্রতিরোধ্যভাবে বিস্তার লাভ করছে। চারণভূমির জন্য বন কেটে ফেলা হচ্ছে, জলাশয়গুলোকে রূপান্তর করা হচ্ছে মাছচাষের খামারে। অতিরিক্ত পশুপালনের কারণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বাড়ছে, যার প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তনে প্রতিফলিত হচ্ছে। আবার সামুদ্রিক মাছ ধরার অতিরিক্ত চাপের কারণে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়ছে। মানুষ সুস্থভাবে দীর্ঘ জীবন কাটানোর জন্য যা করছে, তা প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে অসুস্থ করে তুলছে।

জীবন দীর্ঘায়িত করার আরেকটি বড় প্রচেষ্টা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীলতা। রোগ প্রতিরোধ, ক্যান্সারের চিকিৎসা, হৃদরোগ বা ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিন নতুন ওষুধ তৈরি হচ্ছে। এসব ওষুধ তৈরির জন্য দরকার অসংখ্য কাঁচামাল, যার একটি বড় অংশ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আসে। ভেষজ সংগ্রহের জন্য অরণ্য ধ্বংস করা হচ্ছে, পরীক্ষার জন্য প্রাণীদের উপর নির্ভরতা বাড়ছে, আর এসব প্রক্রিয়ায় জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওষুধ তৈরির পর সেই রাসায়নিক বর্জ্য যখন প্রকৃতিতে ফেলা হয়, তখন তা নদী, খাল, পুকুর এবং মাটিকে দূষিত করছে।

মানুষ যখন দীর্ঘ জীবন চায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবে আরামদায়ক জীবনযাপনও কামনা করে। এই আরামদায়ক জীবনের জন্য প্রয়োজন উন্নত বাসস্থান, আধুনিক যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের সরবরাহ। এর সবকিছুর জন্য প্রয়োজন বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ। পাহাড় কেটে পাথর তোলা হচ্ছে, খনিজ উত্তোলন চলছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়লা ও তেলের ব্যবহার বাড়ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির এই অতিরিক্ত ব্যবহার পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ। আর সবকিছুর মূল চালিকা শক্তি হলো মানুষের দীর্ঘ ও আরামদায়ক জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে;মানুষ যত দীর্ঘায়ু অর্জন করছে, পৃথিবী কি ততটা প্রস্তুত? জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, আয়ুও বাড়ছে। ফলে পৃথিবীর উপর জনসংখ্যার চাপ দ্বিগুণ হারে বেড়ে যাচ্ছে। একজন মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলে তার খাদ্য, জল, জ্বালানি এবং অন্যান্য প্রয়োজন হয়।

লেখকের কলমে বাঙালির সিঙ্গারা

রূপচাঁদ হালুইকর, কলকাতা

সন্ধ্যে বেলায় মুড়ি সিঙ্গারা সঙ্গে গরম গরম চা কার না প্রিয়। এই সিঙ্গারা তৈরীর ইতিহাসের সঙ্গে বাঙলার নাম জড়িত। সালটা ১৭৬৬ কৃষ্ণনগরের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উড়িষ্যা থেকে আগত রাজ হালুইকর গুনীনাথ হালুইকরের ষষ্ঠপুত্র গিরিধারী হালুইকরের স্ত্রী ধরিত্রী দেবী আবিষ্কার করেন সিঙ্গাড়া। তবে এর পিছনে একটা সুন্দর কাহিনী আছে। রাজ হলুই কারের রাজদরবারে লুচি পাঠাতে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল, তাই বারবার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তা ফেরত পাঠাচ্ছিলেন। কেন না ঠান্ডা ঠান্ডা লুচি মহারাজের নাপন্দ ছিল। তাই হালুইকরমশাই মিষ্টান্ন বানানোর অনুমতি চেয়ে পাঠান। কিন্তু রাজামশাই মধুমেহ রোগে ভুগছিলেন, তাই হালুইকরের প্রস্তাবে তিনি ক্রুদ্ধ হন এবং মৃত্যু দন্ডের আদেশ দেন। প্রাণভিক্ষার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করলে, মহারাজ হালুইকরকে তিন দিনের মধ্যে দেশত্যাগ করার হুকুম দেন। তিনদিনের দিন সকালে হালুই করের স্ত্রী ধরিত্রী দেবী মহারাজের কাছে শেষবারের মত লুচি খাওয়ানোর অনুমতি চান। মহারাজকে জানান যে তিনি এমন ভাবে লুচি তরকারি তৈরি করবেন যে কিছুক্ষণ বাদে খেলেও গরম থাকবে। শুধু তাই নয়, এই জাতীয় লুচি তরকারি কিছুক্ষণ বাদে খাওয়াই ভালো, নাহলে জিভ পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কাঁচা ময়দার তাল থেকে লেচি কেটে লুচি বেলে তার মধ্যে লুচির জন্য বানানো সাধারণ আলুর তরকারি পুর হিসেবে ভরে সমভুজাকৃতি ত্রিভুজের আকারে গড়লেন। তারপর রাজার হুকুম আসতেই ঐ ত্রিভুজাকৃতি জিনিস গুলো ফুটন্ত ঘিয়ে ভেজে মহারাজকে পরিবেশন করা হল। এরকম নতুন ধরনের খাবার খেয়ে রাজামশাই বিস্মিত হলে, ধরিত্রী দেবী জানান এই খাবারটির নাম 'সমভুজা' এবং এটি সম্পূর্ণ মুখে না ঢুকিয়ে এক কামড় দিয়ে দেখতে বলেন সেটি গরম না ঠান্ডা। সেই সমভুজা উদরস্থ করে মহারাজ আনন্দিত হন এবং হালুইকরের শাস্তি মুকুব করে তাকে পুরস্কৃত করেন। সেই থেকে শুরু হল সিঙ্গাড়ার যাত্রা। এমনকি বড়লাট রবার্ট ক্লাইভ ভারতীয় খাবার হিসেবে এই সিঙ্গাড়ার স্বাদ আস্বাদন করেন মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের সৌজন্যেই।

শোনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি, রামপ্রসাদ প্রতি সন্ধ্যায় আহ্নিক সেরে একথালা সিঙ্গাড়া দিয়ে উদরপূর্তি করতেন। ভাষা বিদদের মতে সমভুজা থেকে রূপান্তরিত হয়ে সিঙ্গাড়া শব্দটি এসেছে। নদীয়ার কথ্য ভাষায় সিঙ্গাড়া। বর্তমানে নানান স্বাদের সিঙ্গাড়া পাওয়া যায়, যেমন ক্ষীরের সিঙ্গাড়া, মাংসের সিঙ্গাড়া, ফুল কপির সিঙ্গাড়া, পনিরের সিঙ্গাড়া ইত্যাদি। তবুও আলুর পুর ভরা সিঙ্গাড়ার জনপ্রিয়তা অন্যদেরকে হার মানায়।

বাংলাদেশের প্রতিটি খাবার তৈরি করার সঙ্গে রয়ে গিয়েছে একটি করে আজানা ইতিহাস। সেই সব ইতিহাস জানতে পারলে সবাই অবাক হয়ে থাকে। রসগোল্লা আবিস্কার করার সঙ্গে জড়েয়ি গিয়েছে ইতিহাস। ওড়িশা সরকার রসগোল্লার আবিস্কারের পেটেন্ট আধিকার করার চেষ্টা করেছিল। আদালত পর্যন্ত সেই মামলা গড়ায়। তারপরে বাংলারই জিত হয়। বাংলার নবীন চন্দ্র দাস প্রথম রসগোল্লা তৈরি করেছিলেন বলে সবাই স্বীকার করে নেয়।

ভয়াবহ ভাঙনে শঙ্কায় কপিলমুনি মন্দির, পরিদর্শনে করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৫ আগস্ট ঃ গত দু'দিনে সেই ছবি আরও প্রকট হয়েছে গঙ্গাসাগরের বেলাভূমিতে। গঙ্গাসাগরে ভাঙন অব্যাহত। সমুদ্র ক্রমেই গিলে নিচ্ছে সাগরের তীর্থভূমিকে। গত দু'দিনের নিম্নচাপ আর অমাবস্যার ভরা কটালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। দ্বীপভূমিকে গিলছে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। সমুদ্রসৈকতের ১ থেকে ৬ নম্বর রাস্তা গিলতে গিলতে ভয়াল সমুদ্র ক্রমশ এগিয়ে আসছে কপিলমুনির মন্দিরের দিকেই। জোয়ার এলে এখন কপিলমুনির মন্দিরের মাত্র ২৫০ থেকে ৩০০ মিটার দূরেই আছড়ে পড়ে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। দিন যতই যাচ্ছে, সেই দূরত্ব কমছে তা কমছেই। আর আশঙ্কা তা নিয়েই। মন্দিরে আসা- যাওয়ার ১ থেকে ৬ নম্বর রাস্তা জুড়ে ভাঙন শুরু হওয়ায় আতঙ্কিত সাগরদ্বীপবাসী। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ভাঙন কবলিত সাগরতটের ১-৬ নম্বর রাস্তায় এবং শনিবার মন্দিরতলার ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী জানান, পরিস্থিতি রীতিমতো চিন্তার। রাজ্য সরকার তার সীমিত সামর্থে ধারাবার বাঁধ মেরামতের চেষ্টা চালালেও সমুদ্রকে সেই বাঁধে রুখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। গঙ্গাসাগরে উন্নত প্রযুক্তির স্থায়ী সমুদ্রবাঁধ তৈরি না করলে সাগরদ্বীপকে রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া সেই উন্নত প্রযুক্তির বাঁধ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বারবার সে কথা কেন্দ্রকে জানালেও সাগরের মতো পুণ্যভূমিকে রক্ষা করতে কেন্দ্র কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন বলে জানান তিনি। গঙ্গাসাগরের তটে ১ নম্বর থেকে ৬ নম্বর রাস্তা আক্ষরিক অর্থেই অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

শিক্ষককে কাটারির কোপ জেলখাটা যুবকের! উত্তেজনা এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৫ আগস্ট ঃ শিক্ষককে কাটারির কোপ জেলখাটা অভিযুক্তর। শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল শিক্ষকের ডানহাতের পাঞ্জা। ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিক্ষক গোকুল চন্দ্র মুড়াকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর ভগবানপুর শিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ফুলবেড়িয়া গ্রামে। জানা গিয়েছে, স্কুলে যাওয়ার সময় সোমবার সকালেই অতর্কিতে গোকুলবাবুর উপর এই হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত যুবকের নাম নন্দ মুড়া। তবে কেন এই হামলা তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুরনো আক্রোশ থেকেই এই ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত যুবক। তাঁর খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। তবে এই ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষজন। প্রশ্ন তুলছেন নিরাপত্তা নিয়ে। আক্রান্ত শিক্ষক গোকুলচন্দ্র মুড়া ভগবানপুর এক ব্লকের সিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। এলাকায় একজন সৎ, শান্ত ও জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবেই পরিচিত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত চারবছর আগেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় আক্রান্ত শিক্ষকের নাবালিকা মেয়ে। সেই সময় অভিযুক্ত নন্দ মুড়ার নামে স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ জানান গোকুলবাবু। অভিযোগ ছিল, পাড়ার ছেলে নন্দই তাঁর মেয়ের নিখোঁজের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে স্থানীয় ভগবানপুর থানার পুলিশ। অন্ত ঃসত্ত্বা অবস্থায় শিক্ষকের নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় নন্দকে। সেই মামলায় দীর্ঘদিন জেলও খাটেন তিনি। কয়েকমাস আগে নিম্ন আদালত থেকে জামিন পান নন্দ। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি এই মামলায় অভিযুক্ত নন্দের জামিন খারিজ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন গোকুল চন্দ্র মুড়া। আর সেই খবর অভিযুক্ত যুবকের কাছে পৌঁছতেই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে সে। সেই আক্রোশ থেকেই এদিনের এই হামলা বলে অনুমান পুলিশের। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আজ সোমবার যখন স্কুলে যাচ্ছিলেন গোকুল চন্দ্র মুড়া সেই সময় অতর্কিতেই কাটারি হাতে অভিযুক্ত নন্দ এই হামলা চালান। কোনওক্রমে গলা বাঁচালেও কাটারির কোপ গিয়ে পড়ে শিক্ষকের ডান হাতের কব্জিতে। আঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে শিক্ষকের হাতের পাঞ্জা সম্পূর্ণ কেটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই শিক্ষক। এরপর স্থানীয় মানুষজনই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শিক্ষককে ভগবানপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। ঘটনা ঘিরে দক্ষিণ ফুলবেড়িয়া গ্রাম-সহ গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। একজন শিক্ষক যিনি সমাজ গড়ার কাজে নিয়োজিত, তাকে লক্ষ্য করে এমন হামলায় ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয়রা। শুধু তাই নয়, দিনের বেলা কাটারি হাতে হামলায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক।

ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন প্রকল্প পরিদর্শনে চেয়ারম্যান রেলওয়ে বোর্ড এবং চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার

মালিগাঁও, ২৫ আগস্ট ঃ রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও)

শ্রী সতীশ কুমার ২৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে নবনির্মিত ৫১.৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ভৈরবী- সাইরাং নতুন লাইন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এই প্রকল্পটি মিজোরামের রাজধানী মিজোরামকে প্রথমবারের মতো জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সংযুক্ত করা জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ স্থাপন করেছে। পরিদর্শনের সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে / নির্মাণ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধুরী এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ রেলওয়ে ও নির্মাণ আধিকারিক তাঁর সাথে ছিলেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) শ্রী সতীশ কুমার দ্বারা ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন রেল প্রকল্প পরিদর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল সংযোগ করার দিকে একটি বড় পদক্ষেপ। সফরকালে, তিনি রুটের ব্রিজ, টানেল এবং স্টেশন সহ গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন। প্রত্যাহ্বানপূর্ণ ভূখণ্ড সত্ত্বেও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আইজল পর্যন্ত রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করেছে, এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পটিকে বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বাধা অতিক্রম করেছে।

আদিবাসীদের জমি অবৈধভাবে দখল নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসীদের জমি অবৈধভাবে দখল হচ্ছে। নবান্নে আজ পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উপদেষ্টা পর্ষদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা অভিযোগ করেন, এসসি-এসটি তালিকায় নন-এসটি ব্যক্তিদের নাম ঢুকে যাচ্ছে। সেই অভিযোগকে সমর্থন করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর কাছেও একই ধরনের তথ্য এসেছে। এই সমস্যা রুখতে প্রশাসনকে আরও কঠোর হতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি। অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম সহ একাধিক জায়গায় অলচিকি ভাষায় পরীক্ষা হলেও প্রশ্নপত্র অলচিকি ভাষায় দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, ভবিষ্যতে সতর্ক থাকতে হবে এবং পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে এমন ভুল আর হওয়া চলবে না। মুখ্যসচিবকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।এদিন বৈঠকে উপস্থিত চার আদিবাসী মন্ত্রী-বীরবাহা হাঁসদা, জ্যোৎস্না মান্ডি, বুলুচিক বরাইক ও সন্ধ্যারানী টুডু। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নির্দেশ দেন, সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছে দিতে সরাসরি মানুষের কাছে গিয়ে বোঝাতে হবে। উন্নয়নের প্রতিটি পদক্ষেপ যাতে প্রত্যন্ত গ্রামেও পৌঁছে যায়, সে ব্যাপারে তপর থাকার কথা বলেন তিনি। সূত্রের খবর, ১৫ জন কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে এদিন চারজন বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু, প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে এবং ঝাড়গ্রামের সাংসদ সহ আরও একজন সদস্য।

খেজুরিতে ২ বিজেপি কর্মী মৃত্যু মামলায় সিআইডিতেই আস্থা হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ সিবিআই গ্যালারি শো করছে, তাই তদন্ত করবে সিআইডি। খেজুরিতে ২ বিজেপি কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলায় সাফ জানাল কলকাতা হাই কোর্ট। ডিআইজি পদমর্যাদার একজন আধিকারিকের নেতৃত্বে সিট গঠন করবেন এডিজি সিআইডি। হোমিসাইড শাখার আধিকারিকরাও থাকবেন সিটে। সোমবার মৌখিক পর্যবেক্ষণে সেকথা জানান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মঙ্গলবার সকালে চূড়ান্ত নির্দেশ দেবেন তিনি। এই মামলার শুনানিতে সোমবার হাই কোর্টে এজি বলেন, প্রথম মামলাটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এক। কিন্তু দ্বিতীয় মামলায় সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিচারপতি বলেন, এই আলাদা রিপোর্টের কারণে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণ কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। চিকিৎসকদের মতামতের এত পার্থক্য কেন?এতে তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। মামলাকারীর দাবি, আমাদের রাজ্য পুলিশে ভরসা নেই। সিবিআই চাইছি। তা শুনে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এই মামলা এখনও সেই পর্যায়ে নেই। সিবিআই এখন গ্যালারি শো করছে। পরে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। বিচারপতির নির্দেশ, ডিআইজি সিআইডির তত্ত্বাবধানে একটি দল গঠন করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। মাসখানেকের মধ্যে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে। প্রসঙ্গত, গত ১১ জুলাই, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে বছর তেইশের সুজিত দাস এবং পঁয়ষট্টি বছর বয়সি চন্দ্র পাইকের মৃত্যু হয়। সুজিত পূর্ব ভাঙনমারি গ্রামের বাসিন্দা। চন্দ্র ঝাঁটিহারি বাসিন্দা। খবর পেয়ে মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় খেজুরি থানার পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়দেরও একই দাবি।

উত্তর-পূর্ব রেলের আসন্ন দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে রাঁচি-গোরখপুর-রাঁচি সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২৫ আগস্ট ঃ আসন্ন দশেরা, দীপাবলি এবং ছট উৎসবে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১৮ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার রাঁচি থেকে ০৮৬২৯। ০৮৬৩০ রাঁচি-গোরখপুর-রাঁচি সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন এবং ১৯ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার গোরখপুর থেকে ০৩টি ট্রিপের জন্য নিম্নলিখিতভাবে পরিচালনা করবে। ০৮৬২৯ রাঁচি-গোরখপুর সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেনটি ১৮ অক্টোবর থেকে ০১ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার রাঁচি থেকে ১৬.৫০ টায় ছেড়ে যাবে এবং মুড়িতে ১৮.০২ টায়, বোকারো স্টিল সিটি ১৯.০০ টায়, চন্দ্রপুরা ১৯.৩৯ টায়, ১৯.৩৯ টায় চন্দ্রপুরা, ১৯.৩৯ ঘটিকায়। ধানবাদ ২০.৫০ টায়, চিত্তরঞ্জন ২২.৩২ টায়, জামতারা ২২.৪৭ টায়, মধুপুর ২৩.১৫ টায়, জাসিডিহ পরের দিন ০০.০৫ টায়, ঝাঝা ০১.৩৫ টায়, জামুই ০২.০২ টায়, জামুই ০২.০৩ টায়। মোকামা ০৩.১২ টায়, বখতিয়ারপুর ০৪.০৭ টায়, রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল ০৫.০৫ টায়, পাটনা ০৫.২৫ টায় ঘন্টা, পাটলিপুত্র এটি ছাপড়া থেকে ০৬.০০ এ ছাড়বে, ০৭.৪০ এ ছাপরা, ০৮.৫০ এ সিওয়ান, ০৯.৫০ এ ভাটনি এবং ১০.২০ এ দেওরিয়া সদর এবং ১১.৪৫ এ গোরখপুর পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৮৬৩০ গোরখপুর-রাঁচি সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১৯ অক্টোবর থেকে ০২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার গোরখপুর থেকে ১৫.৩০ মিনিটে ছাড়বে এবং দেওরিয়া সদরে ১৬.৫০ মিনিটে, ভাটনি ১৭.১১ ঘণ্টায়, সিওয়ান ১৯.১১ মিনিটে, ১৯.১৫ মিনিটে সিওয়ান। ঘন্টায়, পাটলিপুত্র ২১.২০ টায়, পাটনা ২১.৫৫ টায়, রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাস ২২.০৫ টায়, বখতিয়ারপুর ২২.৪৭ টায়, মোকামা ২৩.৩২ টায়, কিউল ০০.০৫

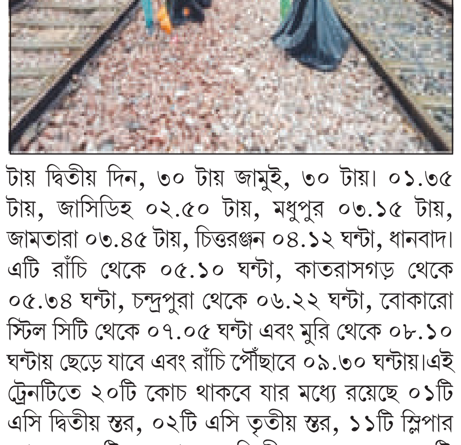

টায় দ্বিতীয় দিন, ৩০ টায় জামুই, ৩০ টায়। ০১.৩৫ টায়, জাসিডিহ ০২.৫০ টায়, মধুপুর ০৩.১৫ টায়, জামতারা ০৩.৪৫ টায়, চিত্তরঞ্জন ০৪.১২ ঘন্টা, ধানবাদ। এটি রাঁচি থেকে ০৫.১০ ঘন্টা, কাতরাসগড় থেকে ০৫.৩৪ ঘন্টা, চন্দ্রপুরা থেকে ০৬.২২ ঘন্টা, বোকারো স্টিল সিটি থেকে ০৭.০৫ ঘন্টা এবং মুরি থেকে ০৮.১০ ঘন্টায় ছেড়ে যাবে এবং রাঁচি পৌঁছাবে ০৯.৩০ ঘন্টায়।এই ট্রেনটিতে ২০টি কোচ থাকবে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি এসি দ্বিতীয় স্তর, ০২টি এসি তৃতীয় স্তর, ১১টি স্লিপার ক্লাস, ০৪টি জেনারেল দ্বিতীয় স্তর এবং ০২টি জি.এস.এল.আর.ডি.।

পুজোর মরশুমে পর্যটকদের আরামদায়ক পরিষেবা দিতে উদ্যোগী পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ পুজোর মরশুমে পর্যটকদের আরামদায়ক পরিষেবা দিতে উদ্যোগী পূর্ব রেল। আগামী দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ছটপুজো উপলক্ষ্যে মালদহ থেকে লাগাতার চলবে স্পেশাল ট্রেন। ট্রেন নম্বর ০৩৪৬৫ এবং ০৩৪৬৬ মালদহ টাউন- দিঘা-মালদহ টাউন পুজো স্পেশ্যাল ট্রেনের কথা জানাল রেল কর্তৃপক্ষ। সারা বছর অফিস-সহ একাধিক নানা কাজে ক্লান্তির ফলে একঘেয়ে হয়ে পড়েন অনেকে। তাই পুজোর ছুটি কাটাতে বিভিন্ন মনোরম পর্যটক স্থল ঘুরতে পছন্দ করেন সবাই। কেউ পাহাড় তো আবার কেউ সমুদ্র সৈকত বেছে নেন পর্যটনের জন্য। তাই পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পুজোর মরশুমে মালদহ থেকে দিঘাগামী স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত ১০ ট্রিপে প্রতি শনিবার ট্রেন নম্বর ০৩৪৬৫ মালদহ টাউন থেকে দুপুর ১.১০ মিনিটে ছেড়ে একইদিনে রাত ১১.০০ মিনিটে দিঘায় পৌঁছবে এই ট্রেন। অন্যদিকে, ট্রেন নম্বর ০৩৪৬৬ প্রতি শনিবার রাত ১১.৪০ মিনিটে দিঘায় ছেড়ে পরের দিন সকাল ৯.২০ মিনিটে মালদহ টাউনে পৌঁছবে। শুধুই মালদহ জেলা নয়, এর ফলে উপকৃত হবেন ট্রেনের রুটের স্টপেজ এলাকার বাসিন্দারাও। ট্রেনটি উভয়দিকের পথে নিউ ফারাক্কা, পাকুর, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, বোলপুর (শান্তিনিকেতন), বর্ধমান, ডানকুনি, আন্দুল, মেচেদা, তমলুক এবং কাঁথি স্টেশনে থামবে। টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রে যাত্রীদের থাকছে বিশেষ সুবিধা। ভিড় কমাতে অতিরিক্ত ৭,০০০ বার্থ থাকবে এই বিশেষ ট্রেনে। যার ফলে নিশ্চিন্তে ট্রেনের টিকিট পাবেন যাত্রীরা। এই স্পেশ্যাল ট্রেনে থাকছে বিশেষ আরামদায়ক সুবিধা। ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচগুলির ব্যবস্থা থাকবে বলে রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। মূলতঃ পুজোর মরশুমে পূর্ব রেলওয়ের অধীনস্থ পর্যটকদের সুবিধাজনক এবং আরামদায়ক পরিবহন বিকল্প প্রদানের লক্ষ্যে এমন উদ্যোগ পূর্ব রেলের বলে জানান মালদহ ডিভিশনের ডিআরএম মনিশ কুমার গুপ্তা।

প্রধানমন্ত্রী আহমেদাবাদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন

২৫ আগস্ট ঃ ২০২৫ সালের ২৫ আগস্ট, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের আহমেদাবাদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। এই প্রকল্পগুলি বিশেষ করে উত্তর গুজরাটের মেহসানা, পাটন, বনসকন্ঠা, গান্ধীনগর এবং আহমেদাবাদ জেলাগুলিকে উপকৃত করবে। আঞ্চলিক সংযোগ, শিল্প উন্নয়ন, সরবরাহ দক্ষতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর উৎসর্গকৃত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছেঃ ৫৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মেহসানা-পালনপুর রেল লাইন (৬৫ কিলোমিটার) দ্বিগুণকরণ, ৩৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কালোল-কাদি-কাটোসান রোড রেল লাইন (৩৭ কিলোমিটার) এর গেজ রূপান্তর এবং ৫২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেচরাজি-রানুজ রেল লাইন (৪০ কিলোমিটার) এর গেজ রূপান্তর। এই প্রকল্পগুলি উত্তর গুজরাটের মেহসানা, বনসকন্ঠা এবং পাটন জেলাগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ এবং নিরবচ্ছিন্ন ব্রড-গেজ সংযোগ প্রদান করবে। এটি প্রতিদিনের যাত্রী, পর্যটক এবং ব্যবসার জন্য ভ্রমণকে সহজ এবং দ্রুততর করবে, পাশাপাশি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক একীকরণকেও জোরদার করবে। অতিরিক্তঃ লাইন ক্ষমতা আহমেদাবাদ-দিল্লি রুটে দ্রুত ট্রেন পরিচালনা সক্ষম করবে, আরও যাত্রীবাহী ট্রেনের পথ প্রশস্ত করবে এবং মালবাহী ট্রেনের গতি এবং দক্ষতা উন্নত করবে। এইভাবে, প্রকল্পগুলি গুজরাটের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন শক্তি সঞ্চার করবে। বেচরাজি-রানুজ রেল লাইনের গেজ রূপান্তরটি জাতীয় লজিস্টিক নীতি এবং প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মাল্টিমডাল সংযোগের মাস্টার প্ল্যানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল লজিস্টিক খরচ কমানো এবং লজিস্টিক পারফরম্যান্স ইনডেক্সে গুজরাটের র‍্যাঙ্কিং আরও উন্নত করা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এই উদ্যোগ উত্তর গুজরাটের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে, একই সাথে ভারতের লজিস্টিক এবং রেল খাতে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী কাতোসান রোড এবং সবরমতির মধ্যে কাদি হয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করেন এবং বেচরাজি থেকে একটি গাড়ি বোঝাই মালবাহী ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করেন। নতুন কাটোসান-সাবরমতি যাত্রীবাহী পরিষেবা কেবল পর্যটন ও ধর্মীয় স্থানগুলিতে প্রবেশাধিকার উন্নত করবে না বরং স্থানীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকেও উৎসাহিত করবে। একইভাবে, বেচরাজি থেকে গাড়ি বোঝাই মালবাহী পরিষেবা রাজ্যের শিল্পাঞ্চলের সাথে সংযোগ জোরদার করবে, লজিস্টিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। এই দুটি পরিষেবাই এই অঞ্চলকে একটি টেকসই, পরিবেশ বান্ধব এবং উচ্চ-গতির পরিবহন বিকল্প প্রদান করবে। এর ফলে ভ্রমণের সময় কমবে এবং আঞ্চলিক শিল্প উন্নয়ন, বিনিয়োগে আকর্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটবে। একসাথে, এই রেল প্রকল্পগুলি বিকসিত গুজরাট (উন্নত গুজরাট) থেকে বিকসিত ভারত (উন্নত ভারত) পর্যন্ত পথ প্রশস্ত করবে।

পথ দুর্ঘটনা, জখম একাধিক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৫ আগস্ট ঃ নদীয়া জেলার শান্তিপুরের বাইপাস এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বড়সড় দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ২৫ জন জখম হয়েছেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারেএকটি যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনার জেরে কার্যত দুমড়ে মুচড়ে গেছে বাসটির সামনের অংশ। এই দুর্ঘটনার ফলে জখম হয়েছেন ২৫ জন। তবে তার মধ্যে প্রায় ১২ জনের আঘাত গুরুতর। জানা গেছে, বাসটি নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতার দিকে আসছিল। ১২ নং জাতীয় সড়কের উপর উড়ালপুলের বিএড কলেজের কাছে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি।

বৃদ্ধা মা-কে মারধর করে, টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ গুণধর ছেলের বিরুদ্ধেই

দুরন্ত বার্তা, পুরশুড়া, ২৫ আগস্ট ঃ এক কুপুত্রের অমানবিক আচরণের অভিযোগ উঠে এসেছে হুগলি জেলার পুরশুড়া ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামে। যার জেরে তাঁর অশীতিপর মা চাঁপা প্রামাণিক এখন গৃহহীন। অভিযোগ, বৃদ্ধা মা-কে মারধর করে, টেনেহিঁচড়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন গুণধর ছেলে। পুরশুড়ার বিডিও অফিসে গিয়ে জানিয়ে এসেছেন, তাঁর মা মৃত। প্রায় দু'মাস ধরে পুরশুড়া ব্লক গ্রামীণ

হাসপাতালের দরজায় একা পড়ে থাকেন আশি পেরনো বৃদ্ধা। সামনে জঙ্গল। শেয়ালের উপদ্রব। স্থানীয়দের আশঙ্কা, রাত-বিরেতে যে কোনও মুহূর্তে কিছু ঘটে যেতে পারে। তাঁর এই অবস্থার জন্য যেখানে বিচলিত এলাকার মানুষজন, উদ্বিগ্নও, সেখানে ওই বৃদ্ধার কপালে জোটেনি বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা কিংবা বাংলার বাড়িও। প্রসঙ্গত এখন চারদিকে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের কাজ চলছে। স্থানীয় এক চা দোকানদার তাঁর স্বল্প আয় থেকেই চা ও পাঁউরুটি খাওয়ান, বিস্কুট দেন, ঘুগনি-মুড়ি খাওয়ান বৃদ্ধাকে। দুপুরে হাসপাতালের এক রাঁধুনি ভাত দিয়ে যান। যদিও তা নিয়ে নাকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানিয়েছেন বলে খবর। বৃদ্ধার পাশে দাঁড়িয়েছেন কবি ও সাহিত্যিক অপর্ণা মণ্ডল দত্ত। বৃদ্ধা যাতে তাঁর প্রাপ্য সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধে পান, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। স্বামী বেশ কয়েক বছর আগেই মারা গিয়েছেন। অভিযোগ, তার পরেই বৃদ্ধা চাঁপার এই হাল। পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও অফিস, স্থানীয় শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান - কেউ কিছুই করেননি। অভিযোগ, বিডিও অফিস থেকে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সব কিছুই দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুই পাননি চাঁপা। প্রশ্ন উঠেছে, এত সুবিধের আশ্বাস দিয়েও একের পর এক সরকারি প্রকল্পের কোনও সুযোগ কেন পৌঁছাল না বৃদ্ধার কাছে? এক-দু'দিন নয়, দীর্ঘ দু'মাস ধরে এক 'অসহায়' বৃদ্ধা এ ভাবে সরকারি হাসপাতালে গেটে পড়ে রয়েছেন, সরকারের কাছে কেন কোনও খবর পৌঁছল না? বৃষ্টিভেজা দিনে হাসপাতালের গেটে শুয়েছিলেন দুর্বল, অসুস্থ চাঁপা। কথা বলতে বলতে দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। কান্না ভেজা গলায় চাঁপা বলেন, 'আমাকে ছেলে, বৌমা মেরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার জায়গার দলিল কেড়ে নিয়েছে। আমার ঘরটা ভেঙে দিয়েছে। একবার বার্ধক্য ভাতা পেয়েছিলাম। তারপর থেকে আর পাইনি। বিডিও অফিসে গিয়েছিলাম, বলা হলো, দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুই দিল না।' চাঁপার আকুতি, 'সরকার আমাকে দেখুন। একটু যেন খেতে পাই। ছেলেকে শাস্তি দিক।' অভিযুক্ত সেই গুণধর ছেলে গৌতমকে খুঁজে বের করে, তাঁর কাছে হাজির হয়ে মায়ের প্রসঙ্গ তুলতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। 'কে ওই মহিলা? ও আমার মা নয়। ওকে মেরে তাড়িয়েছি, বেশ করেছি। আমাকে কিছুই দেয়নি। তাই তাড়িয়ে দিয়েছি। এখানে কোনও ঠাঁই হবে না। যেমন ভাবে পারে, থাকুক। আমি কিচ্ছু করব না।' এর পরে সাংবাদিকদের ধাক্কাধাক্কি, অপমান করে তাড়িয়ে দেন গৌতমের ছেলে। স্থানীয় চা ব্যবসায়ী বলেন, 'গুণধর পুত্রের কীর্তি শুনুন। এরা কি মানুষ! আবার দেখুন, ওঁর আধার কার্ড নিয়ে বিডিও অফিসে গিয়ে বলে এসেছে, মা মারা গিয়েছে।' ওনার উদ্বেগ ও আশঙ্কা ওই বৃদ্ধাকে নিয়ে। বলেন, 'এখানে প্রচণ্ড শেয়ালের উপদ্রব। ভয় হয়, শেয়ালে যেন কোনও দিন ওঁকে টেনে না নিয়ে যায়।' পুরশুড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি শেখ খোকন বলেন, 'আমি দেখছি। সোমবার অফিসে গিয়েই আগে এটা দেখব। খুবই অমানবিক ঘটনা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যা যা প্রাপ্য, তা এই বৃদ্ধাকে পাওয়ানোর ব্যবস্থা করব। ওঁর নির্দয় ছেলের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেটাও দেখছি।'

ঢাকিদের বাংলাদেশি বলে গ্রেফতার করা হলে আগুন জ্বলবে, হুঙ্কার সাংসদের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট ঃ পুজোর সময় এ রাজ্যের ঢাকিরা ঢাক বাজাতে বিভিন্ন রাজ্যে এমনকী বিদেশেও যান। সেই ঢাকিদের বাংলাদেশি বলে গ্রেফতার করা হলে আগুন জ্বলবে। সংসদ অচল করে দেওয়া হবে। ঠিক এই ভাষাতেই এবার চরম হুঁশিয়ারি দিলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। পাল্টা তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। ভিন রাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের উপর নির্যাতনের ইস্যুতে বেশ কয়েকদিন ধরেই সরব রাজ্যের শাসক দলের তৃণমূল। এবার পুজোর মুখেও সেই ইস্যুকে আরও একটু অক্সিজেন দিলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। 'কালচারাল বোর্ড' গঠনের দাবিতে আজ বাঁকুড়ার জেলা শাসক দফতরে ডেপুটেশনের ডাক দেয় ডোম সমাজ। সেই ডেপুটেশনে আজ বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকহাজার ঢাকি ঢাক বাজিয়ে জেলা শাসকের দফতরের সামনে হাজির হন। সেখানেই ডোম সমাজের ডেপুটেশনে হাজির হয়ে কার্যত হুঙ্কার দেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী। অরুপ চক্রবর্তী ডেপুটেশনের সভামঞ্চ থেকে কার্যত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই পুজোর সময় এ রাজ্য থেকে দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যে ঢাক বাজাতে যান। সেই ঢাকিদের বাংলাদেশি বলে গ্রেফতার করা হলে আগুন জ্বলবে। আমরা সংসদ অচল করে দেব। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতির দাবি, তৃণমূল এ রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকে সবকিছু স্তব্ধই করে দিয়েছেন। এখন নির্বাচনের আগে গিমিক তৈরি করে ডোম সমাজের মানুষকে কাছে টানতেই এমন মন্তব্য করছেন।

দুর্গাপুর থেকে বেলিয়াতোড় পর্যন্ত নতুন রেললাইনের জন্য চূড়ান্ত অবস্থান জরিপের জন্য অনুমোদন দিল কেন্দ্র

কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর সংযোগস্থলের জন্য মন্ত্রীর কাছে বসে ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার কথা জানিয়েছিলেন সৌমিত্র খাঁ। এবার আরও বড় একটা সুখবর! বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর অর্থাৎ দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতো। পর্যন্ত নতুন রেললাইনের জন্য চূড়ান্ত অবস্থান জরিপের জন্য অনুমোদন দিল কেন্দ্র। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে চিঠি দিয়ে একথা জানিয়েছেন। বেলিয়াতোড় থেকে দুর্গাপুরের দূরত্ব ২৮ কিমি। প্রতিদিন বাঁকুড়া থেকে বহু মানুষ নিত্য প্রয়োজনে দুর্গাপুরে আসেন। তাছাড়া বাঁকুড়ার অনেকে দুর্গাপুর স্টেশন হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করেন। একটু উন্নতমানের চিকিৎসা পেতে বাঁকুড়া থেকে হামেশাই সাধারণ মানুষকে যেতে হয় দুর্গাপুর। এতদিন একমাত্র ভরসা ছিল বাস, এবার রেল সংযোগ হলে সেই রাস্তা আরও সহজলভ্য এবং কম ব্যয়বহুল হবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। এতে বিশেষ করে সুবিধা হবে বাঁকুড়া, বড়জোড়া, বেলিয়াতোড়, সোনামুখী এবং গঙ্গাজলঘাটির মানুষের। সাংসদ সৌমিত্র খান দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি নিয়ে কাজ করেছেন। রেলমন্ত্রীর কাছে বারবার করেছেন আর্জি। দরবার করছেনও বেশ কিছু বার। তবে চূড়ান্ত অবস্থান জরিপের অনুমোদন চলে আসায় বিষয়টি বাস্তবতার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এই জরিপে দেখা হবে কোনও জায়গার উপর দিয়ে রেললাইন যাবে এবং কোথায় কোন স্টেশন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে, তা মাপজোক করে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

বিজ্ঞপ্তি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ স্মরজিৎ ঘোষ , আমোক্তারনামা দাতাঃ সন্ধ্যারানী ভৌমিক ঠিকানাঃ পান্ডাপাড়া জলপাইগুড়ি ওয়ার্ড নং - ১৪ গ্রহীতাঃ স্মরজিৎ ঘোষ আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ২৬ ১৬.০২.৯৩ আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 2134 তারিখ-29-04-2002 নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/9114

উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ- মৌজা খড়িয়া সিট ৯৫ জে এল নং ৭ আরএস খতিয়ান নং ২১০ এলআর ৪১১ আরএস প্লট নং ১৮৬৯ এলআর প্লট নং ১২৪,১২৭ জমির পরিমাণ ০.০৪৬২ ডেসিমেল (আদেশ নং ১০০০- I.S. /২২/ ২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত) বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ স্মরজিৎ ঘোষ পিতাঃ মৃত জিতেন্দ্র নাথ ঘোষ ঠিকানাঃ পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি ওয়ার্ড নং - 14 পিন ৭৩৫১০১

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 461/PWD/ROAD/BMC, Dated-25/08/2025, e-Tender has been invited for up gradation and Construction of concrete road drain at different locations within ward no 11, 24 under BMC. For details, please follow [Tender Id 2025_MAD_894510_1 and 2] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission 09/09/2025 up to 3.00 p.m.

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

SBI

এসবিআই, এসএমইসি, বালিগঞ্জ শাখা
৫০এ, গড়িয়াহাট রোড, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০১৯

SBI CAR BAZAR
State Bank of India

নিলামের জন্য যানবাহন

ব্যাংক কর্তৃক দখলকৃত বন্ধকী গাড়িটি ০২.০৯.২০২৫ **(মঙ্গলবার)** খোলা নিলামে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী ক্রেতাদের ০২.০৯.২০২৫ **(মঙ্গলবার) দুপুর ২.০০ টা থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত** নিলামস্থলে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। খোলা নিলামটি **বিকাল ৪.০০ টা থেকে ৫.০০ টা পর্যন্ত** চতুর্থ তলা, এসবিআই, এসএমইসি, বালিগঞ্জ, অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

যানবাহনের বিবরণ

ক্রম নং.	গাড়ির বিবরণ	MFG এর বছর	রিজার্ভ মূল্য (টাকায়)
১.	**মডেলের নাম ফোর্স মোটরস লিমিটেড। ট্র্যাক্স ক্রুজার, নিবন্ধন নং-ডব্লিউবি১৯এইচ৬১৬০**	২০১৬	**১,৬৬,০০০ /-**

ডিলিং অফিসারের নাম- পরিক্ষিত কুমার, যোগাযোগ নম্বর- ৯৬৭৪৭১৯২০৯ এবং এম. জোয়ারদারঃ মোবাইল নম্বর- ৮০১৭০২৭৮৭১

গাড়িটি ''যেমন আছে, যেখানে আছে'' এবং ''যেমন আছে, যা আছে'', অবস্থা ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক) আগ্রহী ক্রেতাদের নির্ধারিত ফর্মে তাদের প্রস্তাব এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ সমপরিমাণ জামানত জমা দিতে হবে, যার মধ্যে SBI, SMEC, BALLYGUNGE অনুযায়ী ব্যাংক ড্রাফট / ব্যাঙ্কারের চেক **০২.০৯.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০ টার** মধ্যে জমা দিতে হবে। কোনও নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। ব্যাংক থেকে বিক্রয় শংসাপত্র ইস্যু করার সময় বিডের পরিমাণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করে বিড আবেদনপত্র সহ KYC নথির (পরিচয়পত্র এবং বাসস্থানের প্রমাণ উভয়) কপি মূল সহ জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দরপত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) দরপত্র সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবলমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সফল দরদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে বিক্রয় মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাংকে জমা দিতে হবে। রোড ট্যাক্স, বীমা, নাম স্থানান্তর সহ সকল আইনগত / বিবিধ পাওনা ক্রেতা বহন করবে।
ঙ) ব্যাংক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা বিক্রয় স্থগিত / স্থগিত করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
চ) গাড়ির নিবন্ধন দরদাতার দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে। SBI, SMEC, BALLYGUNGE দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য কোনওভাবেই দায়ী নয়।
বিঃদ্র ঃ প্রযোজ্য হার অনুসারে এই দামগুলিতে GST অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৫
স্থানঃ বালিগঞ্জ, কলকাতা

অথোরাইজড অফিসার
এসবিআই, এসএমইসি, বালিগঞ্জ

Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER

1. e-Tender Reference No- P-I/29/1343/EO/SBM(G)/2025-26, Dated-19/08/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_892980_1 to 13 has been floated 13nos tender Construction of (Leach Pit and Silt Chamber) with grey water management system at Nadanght G.P. 2. e-Tender Reference No.-P-I/30/1350/EO/SBM(G)/2025-26, Dated-20/08/2025, Tender ID: 2025_7PHD_893486_1 to 10 has been floated 10 nos. tender Construction of (Leach Pit and Silt Chamber) with grey water management system at Srirampur G.P 3. e-Tender Reference No-P-I/31/1361/EO/BEUP269(2025-26), Dated-22/08/2025 Tender ID:2025_ZPHD_893934_1 to 3 has been floated 3 nos. tender fund BEUP-269(2025-26). 4.e-Tender Reference No-P-I/32/1362/EO/SBM(G)GAP-25-26,Dated-22/08/2025, Tender ID:2025_ZPHD_894100_1 to 11 has been floated 11 nos. tender Construction of (Leach Pit and Silt Chamber)with grey water management system at Nasratpur GP. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

পুজোয় আপনার সঙ্গী হতে পারে ইন রাউন্ড কিংবা জুটব্যাগ!

ঘরে-বাইরে যাঁদের গোটা দিন কাটে, ব্যাগের গুরুত্ব তাঁদের কাছে আলাদাই। বাড়ির চৌকাঠ পেরলেই

হয় পিঠে ব্যাগ, নয় হাতে ল্যাপটপ ব্যাগ। আর না হলে কাঁধে ঢাউস অফিস ব্যাগ। ছুটিছাটার দিন বাদ দিলে বছরের বাকি সময় তো এসবই বাইরের জীবনের সঙ্গী হল ব্যাগ। কিন্তু শারদোৎসবের চারটি দিন তো আলাদা। সেসব দিনের জন্য ফ্যাশন নিয়ে আলাদা প্ল্যান থাকে সকলের। যারা আবার ব্যাগপ্রেমী, তাদের ফোকাস থাকে পুজোর চারটে দিন রকমারি ব্যাগেই স্টাইল দেখানোর। তাঁদের জন্য রইল কিছু টিপস।

বছর কয়েক ধরেই ফ্যাশনে বেশ ইন রাউন্ড ব্যাগ। জুট হোক কিংবা প্রিন্টেড পিস - দারুণ চাহিদা। একটা স্ট্রিং যুক্ত রাউন্ড ব্যাগ ক্রস করে নিলে বেশ অন্যরকম লাগে। আর নিজেরও বেশ সুবিধা হয়। ব্যাগের হাতল ধরার বালাই নেই, দুটো হাত একদম ফ্রি! পশ্চিমি পোশাক তো বটেই, ইন্দো-ওয়েস্টার্নের সঙ্গে দারুণ লাগে এই গোল ছোট ব্যাগ। মূলত জুটের রাউন্ড ব্যাগই বেশি ফ্যাশনেবল। তবে ইদানিং প্রিন্টেড পিসেও তা তৈরি হচ্ছে। দামও বাজেটের মধ্যে। আপনার ওয়ার্ড্রোবে যদি এই ব্যাগ না থাকে, তাহলে পুজোর আগে কিনেই ফেলুন। কালেকশনের কদর বাড়বে বই কমবে না।

রাউন্ড ব্যাগ যাদের পছন্দ নয়, তারা সহজে তুলে নিন লম্বা স্ট্রিংওয়ালা লম্বাটে ব্যাগ। মাল্টিকালার কিংবা একরঙা - যে কোনও ধরনের ব্যাগই আপনার স্টাইলে নতুন ছোঁয়া এনে দেবেই। একটা ফোন বা টাকাপয়সা রাখার জন্য বেশ ভালো। আবার একটু বড় ব্যাগ চাইলে তাও পাবেন রকমারি। লেদার কিংবা বোহো, কটন বা সিল্কে - যে কোনও উপাদানে তৈরি এসব ছোট-বড়-মাঝারি ব্যাগই আপনার যাতায়াতের সঙ্গী হতে পারে। তবে এসব ব্যাগ কেনার সময় খেয়াল রাখবেন রঙের দিকে। একটু ডার্ক রং হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। আর রং অপছ ঃদ হলে একেবারে সাদা ব্যাগ নিন। এছাড়াও রয়েছে হিপ্পি-স্টাইলের বোহেম ব্যাগ। বস্ত্রের উপর পুঁতি, চুমকি, কাচ বা ঝালর দিয়ে অসামান্য নকশা করা একেকটা ব্যাগের একেকরকম রূপ! কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবেন? এসব ব্যাগের দাম যদিও একটু বেশি, কিন্তু কালেকশনে রাখলেই আপনার স্টাইল স্টেটমেন্টের প্রশংসা একেবারে বাঁধা!

এর বাইরে আজকাল ছোট হাতলের ব্যাগও ফ্যাশনে ইন। কাঁধে নয়, হাতেও নয়। কবজি বা কনুইয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হল। এটা শুধু ছোট ব্যাগেই নয়, বড় ব্যাগেও এই ছোট হাতল মানানসই। পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে একরঙা ব্যাগই আপনাকে ভিড়ের মাঝে করে তুলবে অনন্য। তাহলে আর দেরি কেন? পুজো স্পেশাল ব্যাগের কালেকশন নিয়ে এখনই ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিন।

চুলের জটে জেরবার, এই নিয়মগুলি মেনে চললে সহজেই রেহাই

এমনিতেই বর্ষাকালে চুলের নানা সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার মতো বিষয় থেকে যায়। তার উপর যদি চুলে জট পা।ার মতো সমস্যাও যোগ হয় তাহলে তো সমস্যার চূ।ান্ত। চুলের জট ছা।াতে গিয়ে নাজেহাল অবস্থা থেকে রেহাই পেতে কী কী উপায় মেনে চলবেন জেনে নিন। চুলের জট এড়াতে সবার আগে প্রয়োজন সঠিক শ্যাম্পু নির্বাচন করা। সঠিক শ্যাম্পু ব্যবহার করলে এই সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে। শুধু তাই নয়, চুলের ধরন অনুযায়ী শ্যাম্পু নির্বাচন করুন। শ্যাম্পু করার পর অবশ্যই চুলে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। চুলে জট পা।ার মতো সমস্যা এর ফলে অনেকটা এড়ানো সম্ভব।

অবশ্যই শ্যাম্পু করার পর চুল আঁচড়ানোর আগে সিরাম ব্যবহার করুন। সিরাম আপনার চুলকে নরম করে তুলবে এবং চুলে জট পা।ার সমস্যা থেকে রেহাই দেবে। চুলে জট পড়ার সমস্যা এড়াতে তেল সামান্য গরম করে নিয়ে স্ক্যাল্পে হালকা হাতে ম্যাসাজ করে নিন। জট পড়ার সমস্যা এড়াতে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে অবশ্যই চুল বেঁধে শোবেন এবং অবশ্যই চেষ্টা করবেন সিল্ক বা স্যাটিন কাপড়ের বালিশে ঘুমানোর। এতে চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। চুলের ডগা ফেটে গিয়েও যত পড়ার সম্ভবনা থাকে তাই সময়ে সময়ে চুল কাটার মতো বিষয়ও মেনে রাখতে হবে। রাতভর তেল মাখলে স্বাস্থ্যোন্নতি, কাটলে দ্রুত বৃদ্ধি, চুল নিয়ে এই ১০ ভ্রান্ত ধারণা আপনারও রয়েছে?

বর্ষার মরশুমে সাধারণত চুল পড়ার সমস্যা বাড়ে।

একে তো বর্ষাকাল। তার উপর আবার বঙ্গোপসাগরে দফায় দফায় নিম্নচাপ। দু'য়ের জাঁতাকলে বৃষ্টি যেন নিত্যদিনের সঙ্গী। আর তার ফলে অনেকেরই চুল পড়ার সমস্যা বাড়ছে। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নানা টোটকা মেনেও লাভ হচ্ছে না তন্বীর। রূপচর্চা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই টোটকাগুলির অধিকাংশই ভ্রান্ত ধারণা। আপনিও কী স্বাস্থ্যোজ্বল চুল পাওয়ার আশায় এই নিয়মগুলি মেনে চলেন? মিলিয়ে দেখুন তো।

ভ্রান্ত ধারণা ১। মাথার ত্বক শুস্ক হলে খুশকির সমস্যা বাড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মত, শুধুমাত্র মাথার শুস্ক ত্বক খুশকির জন্য দায়ী নয়। মাথার ত্বক যাঁদের তৈলাক্ত তাঁদেরও খুশকি হতে পারে। দুশ্চিন্তা, কম ঘুমের জন্য খুশকি হতে পারে। তার ফলে চুল পড়ার সমস্যা বাড়তে পারে।

ভ্রান্ত ধারণা ২। চুল কাটলে দ্রুত বাড়ে।

বিশেষজ্ঞদের মত, চুলের বৃদ্ধি হয় গোড়া থেকে। ডগা কাটলে চুল দ্রুত বাড়ে না। শুধুমাত্র ডগা ফাটার সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

ভ্রান্ত ধারণা ৩। দিনে ১০০ বার চুল আঁচড়ালে উজ্জ্বল হয়।

বিশেষজ্ঞদের মত, কমপক্ষে ১০০ বার চুল আঁচড়ালে উজ্জ্বল হয় না। চুল পড়ার সমস্যাও কমে না। পরিবর্তে বারবার চুলে চিরুনি দিলে বাড়তে পারে চুল পড়ার সমস্যা।

ভ্রান্ত ধারণা ৪। রোজ ধুলে চুলের ক্ষতি হয়।

বিশেষজ্ঞদের মত, প্রতিদিন চুল ধুলে ক্ষতি হয় না। বরং যাঁরা একাধিকবার বাড়ি থেকে বেরন কিংবা বৃষ্টিতে ভিজলে চুল ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন। তাতে চুলের গোড়া পরিষ্কার থাকে। স্বাভাবিকভাবেই চুলের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ভ্রান্ত ধারণা ৫। ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকোলেই ক্ষতি।

বিশেষজ্ঞদের মত, বারবার ড্রায়ার ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হয়। তবে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া চুল ভিজে থাকার চেয়ে ড্রায়ার ব্যবহার করা ভালো। তাতে চুল পড়ার আশঙ্কা কমে।

ভ্রান্ত ধারণা ৬। শ্যাম্পু করার আগে রাতভর চুলে তেল।

বিশেষজ্ঞদের মত,আমাদের চুলের গোড়ায় তেলগ্রন্থি থাকে। সেখান থেকে প্রয়োজনমতো তেল নির্গত হয়। তাই সারারাত তেল মাখার কোনও কারণ নেই। তেল মাখলে সবসময় পরিষ্কার চুলে লাগানো উচিত।

ভ্রান্ত ধারণা ৭। পাকা চুল তুললে আরও হয়।

বিশেষজ্ঞদের মত, পাকা চুল তুললেই আরও বেশি হয় তা নয়। তবে পাকা চুল কাটা কিংবা তোলার ঝঞ্ঝাট না করাই ভালো। কারণ, তাতে তার আশপাশে থাকা ছোট চুল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি থাকলে আজই বদলে ফেলুন। একঢাল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুলের অধিকারী হোন।

পহেলগাঁওয়ের পরও পাকিস্তানে হাজার হাজার প্রাণ বাঁচাতে পদক্ষেপ নয়াদিল্লির

২৫ আগস্ট ঃ মানবিক ভারত! পহেলগাঁওয়ের পরও পাকিস্তানে হাজার হাজার প্রাণ বাঁচাতে পদক্ষেপ করল নয়াদিল্লি। দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে প্রকৃতির আসন্ন রোষের কথা আগেভাগেই পড়শি দেশকে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভারী বৃষ্টির জেরে জম্মুর তাওয়ি নদীতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছাপিয়ে উঠেছে দুকূল। বিপদ বাড়ছে পাকিস্তানের জন্যও। সূত্রের খবর, এনিয়ে পাকিস্তানকে বন্যা সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে ভারত। তবে, কোনও দেশের তরফেই আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, তাওয়ি নদীতে বড় ধরনের বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। রবিবার ইসলামাবাদে এই সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে ভারতীয় হাইকমিশন । মে মাসে ভারত-পাক তীব্র সংঘাতের পর এই প্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ করল ভারত সরকার। জানা যাচ্ছে, ভারতের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকারও সতর্কতা জারি করেছে। পাকিস্তানের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের তরফে জারি হয়েছে হাইঅ্যালার্ট। ৩০ আগস্ট পর্যন্ত দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জুন ২৬ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত মৌসুমী বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী দেশে ৭৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১ হাজার ১৮ জন আহত হয়েছেন। ভারতীয় হাই কমিশনের এই সতর্কতার জেরে বহু অসহায় পাকিস্তানী নাগরিককে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয় ভারত। ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত যার মধ্যে বড় পদক্ষেপ ছিল। বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত এই চুক্তি সিন্ধু নদ ও তার উপনদীগুলোর জলবণ্টন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল।

পুজোয় জেল্লাদার ত্বক পেতে বাড়িতেই করুন ফ্রুট ফেসিয়াল, টাটকা ফলেই হবে ম্যাজিক

পুজো আসতে হাতে আর মাত্র এক মাস। সুতরাং উসবের দিনগুলোয় সেজে ওঠার অর্থাৎ ত্বকচর্চা, কেশচর্চার মোক্ষম সময় এটাই।

অপেক্ষা না করে এখন থেকেই ত্বকচর্চা শুরু করে দিন। তবে বাজারচলতি প্রসাধনীদ্রব্য দিয়ে নয়, বরং বাড়িতেই ফল দিয়ে নিয়ম করে ফ্রুট ফেসিয়াল করুন। পার্লারের জন্য গাঁটের কড়িও খসবে না, আবার ভিড়ে লাইনও দিতে হবে না।ফ্রুট ফেসিয়াল যেমন ত্বককে পুষ্টি জোগায়, তেমনই জেল্লাদারও করে তোলে। আর এই ত্বকচর্চার জন্য পুজোর আগে পার্লারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ না করলেও অসুবিধে নেই। শুধুমাত্র ফল দিয়েই হবে কেল্লাফতে। পেঁপে, কলা, কমলালেবু, বেদানা- এই ফলগুলি কিন্তু ত্বকের জেল্লা ফেরাতে ম্যাজিকের মতো কাজ করে।উল্লেখ্য, ফ্রুট ফেসিয়াল করার আগে সবার প্রথমে স্ক্রাবিং দরকার। টক দইয়ের সঙ্গে ওটস মিক্সারে পেস্ট করে নিয়ে তাতে মধু দিন। সেটা মুখে, গলায়, কাঁধে লাগিয়ে মিনিট পনেরো রেখে হালকা শুকোতে দিন। এরপর ইষদুষ্ণ জল দিয়ে সার্কুলার মোশনে আসতে আসতে শুস্ক চামড়ার জায়গাটা ঘষুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন।এবার ফ্রুট ফেসিয়ালের পালা। বেদানার রসের সঙ্গে ময়দা, মধু মিশিয়ে ফেস মাস্ক তৈরি করুন। দেখবেন ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। যাঁদের শুস্ক ত্বকের সমস্যা রয়েছে তাঁরা অবশ্যই ব্যবহার করুন কলা। কলার মধ্যে ভিটামিন কে, সি, ই, ফাইবার রয়েছে। যা ত্বকের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে। একটি কলা চটকে নিয়ে সারা মুখে ভালো করে মেখে নিন। একটু শুকিয়ে টান ধরে এলে ধুয়ে ফেলুন।আরেকটি ফ্রুট ফেসিয়ালও দারুণ কার্যকরী। কীভাবে এই ফেসিয়াল করবেন, তাই তো? তাহলে জেনে নিন। পাকা পেঁপে চটকে নিয়ে তার মধ্যে মধু মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ রেখে হালকা উষ্ণজলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। পুজোর আগে সপ্তাহে অন্তত দিন দুয়েক সময় করে করুন। তাহলেই দেখবেন প্যান্ডেলে আপনিই হয়ে উঠবেন অনন্যা। ত্বকের লাবণ্য বাড়াতে দিন দুয়েক অন্তর টম্যাটোর রসও লাগাতে পারেন। পনোরো মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। কাঁচা দুধের সঙ্গে বেসনের ফেসপ্যাকও খুব উপকারী।

মুখের রোম পরিষ্কারে রেজার ব্যবহার করছেন? সাবধান! এই নিয়মগুলি না মানলে হতে পারে বিপদ

মুখের অবাঞ্চিত লোম তুলে ফেলতে রেজারের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে মহিলারাও মুখের অবাঞ্ছিত লোম তুলতে ভরসা করেন লেডিজ রেজারের উপরেই। পার্লার যাওয়ার সময় না থাকলে সেই সম্ভবনা থাকে আরও বেশি। ঘন ঘন রেজার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে বেশ কিছু নিয়ম। না মানলেই হতে পারে মারাত্মক বিপদ। জেনে নিন ঠিক কি কী নিয়ম মেনে চলবেন।

মুখে রেজার ব্যবহার করার আগে মুখের ত্বক এক্সফোলিয়েট করতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন মুখের মৃতকোষ পরিষ্কার হলে রেজার ব্যবহারে সুবিধা হবে। ত্বকের সমস্যাও হবে না।রেজার ব্যবহার করার পর ঠান্ডা জল ব্যবহার করবেন নিয়ম করে। সম্ভব হলে ওই ঠাণ্ডা জলে সামান্য তুলসী বা লেমনগ্রাস অয়েল মিশিয়ে নিতে পারেন।

রেজার ব্যবহার করার আগে মুখে অ্যালোভেরা জেল মেখে নেবেন অবশ্যই। অসাবধানতায় কেটে গেলে যাতে কোনও সমস্যা হলে তা এ।ানো যায় তাই এই পন্থা অবলম্বন করতে পারেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন মুখে রেজার ব্যবহার করার পর মুখে বরফ না ঘষতে। এতে নাকি ত্বকের ক্ষতি হয়। তাই ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিয়ে পাতলা কাপ। বা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নেবেন। মুখে বরফ ঘষলে অনেকসময় ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ব্ল্যাক হেডসের পাশাপাশি হোয়াইট হেডস জনিত সমস্যা নিয়েও জেরবার হতে হয়। ত্বকের যে সব অংশ থেকে তেল বের হয়, সেই সব জায়গায় ত্বকের রন্ধ্রপথে তেল, মৃত কোষ জমে মুখ বন্ধ হয়ে গেলে তৈরি হয় হোয়াইট হেডস। মূলত থুতনি, নাকের উপরই হোয়াইট হেডসের দৌরাত্ম্য থাকে। অনেকেই পার্লারে যান এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। তবে কারি কারি খরচ করার দরকার নেই। ঘরোয়া টোটকাও রয়েছে বেশ কিছু।

হোয়াইট হেডস থেকে রেহাই পেতে কি করবেন? ঝটপট জেনে নিন।

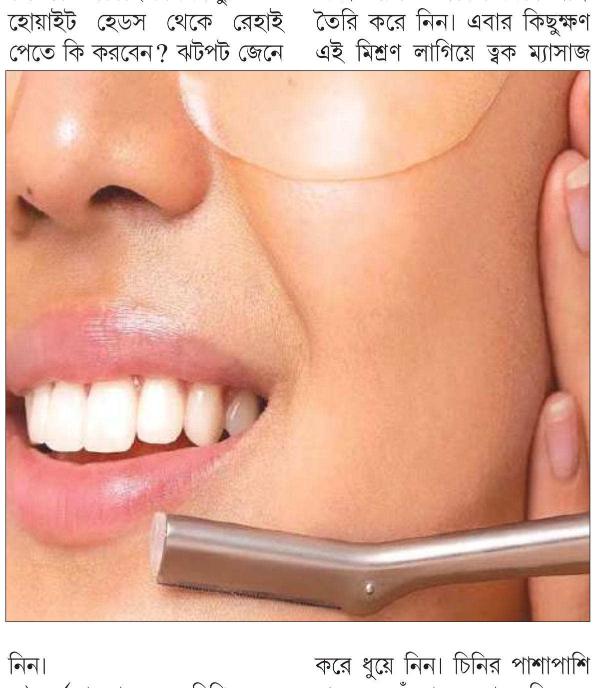

১) কর্নফ্লাওয়ার জলে মিশিয়ে এর সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ভিনেগার মিলিয়ে হোয়াইট হেডসে লাগান। আধঘণ্টা পর উষ্ণ গরম জলে নরম কাপ। ভিজিয়ে ঘষে তুলে ফেলুন। এরপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

২) চন্দনগুঁড়ো ও গোলাপজল একসঙ্গে মিশিয়ে. পেস্ট বানিয়ে. ব্যবহার করুন। উপকার পাবেন। ২০-৩০ মিনিট রেখে ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে নিন।

৩) আতপ চালের গুঁড়োর সঙ্গে মসুর ডাল বাটাও এর অব্যার্থ দাওয়াই। নাকের পাশে বা ত্বকের যেকোনও জায়গায় হোয়াইট হেডস হলে সেটা কখনই চাপ দিয়ে বের করার চেষ্টা করবেন না। এই পেস্ট লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ঘষে হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ১বার যথেষ্ট।

৩) ঘরোয়া পদ্ধতিতে স্ক্রাব করতে পারেন। এরজন্য চিনি, লেবুর রস এবং অলিভ অয়েল দিয়ে মাস্ক তৈরি করে নিন। এবার কিছুক্ষণ এই মিশ্রণ লাগিয়ে ত্বক ম্যাসাজ করে ধুয়ে নিন। চিনির পাশাপাশি চালের গুঁড়োও স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

৪) হোয়াইট হেডস পরিষ্কার করার আগে মুখে গরম জলের স্টিম নিতে পারেন। এতে রোমকূপ খুলে গিয়ে হোয়াইট হেডস বেরতে সাহায্য করে।

৫) মুলতানি মাটির মাস্কও ব্যবহার করতে পারেন। এতে আপনার ত্বকের মৃত কোষও দূর হবে। আমন্ড গুঁড়ো করে এর সাথে গ্লিসারিন এবং এক চা চামচ মুলতানি মাটি মিশিয়ে স্ক্রাব হিসেবে মুখে হালকাভাবে ঘষুন। তবে মিহি গুঁড়ো করবেন না, একটু যেন দানাদার থাকে দেখে নেবেন। এই স্ক্রাবটি মুখের হোয়াইট হেডস দূর করতে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে।

রাশিয়ার তেল অর্থনীতি ধ্বংস করতেই ভারতের উপর শুল্কের কোপ', দাবি ট্রাম্পের ডেপুটির

২৫ আগস্ট ঃ রাশিয়ার উপর সরাসরি আঘাত হানার সাহস নেই, তাই আমেরিকার নিষ্ফল আক্রোশের শিকার ভারত! রবিবার এক সাক্ষাকারে কার্যত সেটাই স্পষ্ট করে দিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেঃট জেডি ভান্স। ভারতের উপর দ্বিতীয় দফায় বাড়তি শুল্ক চাপানোর কারণ ব্যাখ্যা করে ট্রাম্পের ডেপুটি জানালেন, রাশিয়ার জ্বালানি তেলের অর্থনীতি ধ্বংস করতেই ভারতের উপর ' ট্যারিফ'-এর মতো অর্থনৈতিক কোপ বসানো হয়েছে। ভান্সের আশা, এর মাধ্যমেই ইউক্রেনের উপর হামলা বন্ধ করে যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হবে রাশিয়া।

সম্প্রতি এনবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাকারে রুশ-ইউক্রেন সংঘর্ষ বিরতিতে মার্কিন মধ্যস্থতা কতদূর অগ্রসর হয়েছে তার ব্যাখ্যা দেন ভান্স। তিনি বলেন, আমরা মনে করি গত কয়েক সপ্তাহে দুই তরফেই উল্লেখযোগ্য নমনিয়তা দেখা গিয়েছে। যদিও বাস্তব বলছে, ইউক্রেনে রুশ হামলার ঝাঁজ আগের তুলনায় আরও বে।ছে এবং ইউক্রেনের আরও দুটি গ্রামের দখল নিয়েছে রাশিয়া। এই অবস্থায় ভান্সকে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, রাশিয়ার উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা না চাপালে ওদের কী দমানো সম্ভব? সেক্ষেত্রে কীভাবে আলোচনা ও হামলা বন্ধের পরিস্থিতি তৈরি হবে?

এর উত্তরে ভান্স বলেন তেমন পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। যেমন ভারতের উপর সেকেন্ডারি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে রাশিয়ার পক্ষে নিজেদের খনিজ তেল নিভর অর্থনীতিতে ধনী হওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়বে। ট্রাম্প স্পষ্ট বলেছেন, রাশিয়া যদি হত্যা বন্ধ করে তবেই তাদের ফের বিশ্ব অর্থনীতিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অন্যথায় বিশ্ব অর্থনীতি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। ভান্সের মন্তব্যে স্পষ্ট যে রাশিয়ার উপর সরাসরি আঘাত হানতে না পেরে আমেরিকার নিস্ফল আক্রোশ মেটাচ্ছে ভারতের উপর। এদিকে রাশিয়ার তেলের সবচেয়ে বড় আমদানিকারী দেশ চিন। তাদের নিয়ে অবশ্য কোনও মাথাব্যাথা নেই ওয়াশিংটনের। ফলে ভান্সের দাবি ধোপে টিকছে না একেবারেই। উল্লেখ্য, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি না হওয়ায় প্রথম দফায় ২৫ শতাংশ, পরে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ট্রাম্পের দাবি, ভারতের তেল কেনার জন্যই রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অর্থ পাচ্ছে। যদিও ভারত আমেরিকার এ দাবি সম্পূর্ণ উ।িয়ে দিয়েছে। ভারতের যুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন রাশিয়া থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং অপরিশোধিত তেল কিনছে। আমেরিকাও রুশ পণ্য কেনায় পিছিয়ে নেই। এই অবস্থায় ভারতের উপর শুল্ক চাপানো অন্যায়। স্পষ্টভাবে নয়াদিল্লি জানিয়ে দিয়েছে, রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে যেখানে কম দামে তেল পাওয়া যাবে সেখান থেকেই তেল কিনবে ভারত।

যেখানে সস্তা, সেখান থেকেই তেল কিনব', বললেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

২৫ আগস্ট ঃ জ্বালানি তেলের বাণিজ্যে অন্য কারও চোখ রাঙানি বরদাস্ত করবে না ভারত। আমেরিকার সঙ্গে ঠোকাঠুকির মাঝেই একথা স্পষ্ট করে দিলেন রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, বিশ্ব বাজারে যেখানে সবচেয়ে কম দামে তেল মিলবে সেখান থেকেই কিনবে ভারতীয় সংস্থাগুলি।

দিওয়ালি-ছট পূজা বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২৫ আগস্টঃ দীপাবলি-ছটের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে ০৮৬২৯ / ০৮৬৩০ রাঁচি-গোরখপুর-রাঁচি স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৮৬২৯ রাঁচি-গোরখপুর স্পেশাল ট্রেনটি ১৮.১০.২০২৫ থেকে ০১.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার রাঁচি থেকে বিকাল ৪,৫০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন রাত ১১,৩০ মিনিটে গোরখপুরে পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮৬৩০ গোরখপুর-রাঁচি ১৯.১০.২০২৫ থেকে ০২.১১.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি রবিবার গোরখপুর থেকে বিকাল ৩,৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন সকাল ৯,৩০ মিনিটে রাঁচিতে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে মুরি ।

Name Change

I, Sefajuddin Seikh son of Sk Nafur, residing at Vill:Dakshin Badhia, P.O – Mirgoda, Ps-Ramnagar, Dist: East Medinipur, Pin: 721 446, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Sefajuddin as declared before the Notary Public at Kolkata dated 22/08/2025. Sefajuddin Seikh and Sk Sefajuddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Rijowan Mondal, my father's (Old Name) Baktian Rahaman resident of Vill -Mundumalapara, P.O- Sukhsagar, P.S- Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741154. do hereby decrared that I have changed my father's name from Baktian Rahaman to Bakhtiyar Mondal and hencefortmy father's name shall be known as Bakhtiyar Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the magistrate affidavit Krishnagar court on 30/07/2025. My father's name Bakhtiyar Mondal & Baktian Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Matiur Rahaman (Old Name) S/O- Budhu Sk resident of Vill & PO- Tentulia, Ps-Murshidabad, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742302do hereby decrared that I have changed my namefrom Matiur Rahaman to Moti Sk and hencefort I shall be known as Moti Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the magistrate affidavit Berhamporecourt on 13/08/2025. My name Moti Sk & Matiur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Mafizul Hoque (Old Name) S/O– Abdul Ohab resident of Vill & Po-Bhabta, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby decrared that I have changed my name from Md Mafizul Hoque to Mofijul Hoque and hencefort I shall be known as Mofijul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 22/08/2025. My name Mofijul Hoque & Md Mafizul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I, Sudhangshu Maity S/o Nityananda Maity Residing at Vill - Lachhimpur, P.o - Bodhra, P.s - Mandarmani Coastal, District - East Medinipur, Pin - 721423, West Bengal India shall henceforth be known as Sudhanshu Maity. I declare that Sudhangshu Maity and Sudhanshu Maity is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-08-2025.

Name Change

I, Bisakha Biswas W/o Raja Biswas Residing at Flat 8A1 Urban Sabujayan Complex, Jagatipota, P.o - Mukundapur, P.s - Narendrapur, District - South 24 Parganas, Pin - 700099, West Bengal India shall henceforth be known as Bisakha Sinha. I declare that Bisakha Biswas and Bisakha Sinha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-08-2025.

Name Change

I, Sohidul Mondal (Old Name) S/O–Mojammel Mondal resident of Vill-Hatkhola ,Po- Mahakhola, Ps-Chapra, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741123 do hereby decrared that I have changed my name from Sohidul Mondal to Sahidul Mondal and hencefort I shall be known as Sahidul Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 22/08/2025. My name Sahidul Mondal & Sohidul Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Riyajul Afroj Alam Shaik (Old Name) S/o Sk Afroj Alam Residing at Vill - Kamarpara, P.o - Pandua, P.s - Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Riyajul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-08-2025. Riyajul Afroj Alam Shaik (Old Name) and Sk Riyajul (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sayed Ali (Old Name) S/O– Dukhu Sekh resident of Vill-Babupur,Jote Basanta, Po-Budhia, Ps-Englishbazar,Dist-Malda, West Bengal, Pin-732128 do hereby decrared that I have changed my name from Sayed Ali to Shaiyed Ali and hencefort I shall be known as Shaiyed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 22/08/2025. My name Shaiyed Ali & Sayed Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Afroj Alam Shaik (Old Name) S/o Sk Kayem Residing at Vill - Kamarpara, P.o - Pandua, P.s - Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Afroj Alam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-08-2025. Afroj Alam Shaik (Old Name) and Sk Afroj Alam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Mhoimen Mia (Old Name) S/O– Hazi Ahmad Hussain residing at Vill-Najrulpolli , PO-Islampur , PS-Islampur , Murshidabad, West Bengal 742304do hereby declared that I have changed my namefrom Abdul Mhoimen Mia to Md Abdul Mahaimen and henceforth I shall be known asMd Abdul Mahaimen (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on22/08/2025.My name Md Abdul Mahaimen &Abdul Mhoimen Miaboth are same and one identical person.

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি সালমা কুমারি মালিক স্বামীর নাম মারুফ হোসেন মল্লিক, গ্রামপোষ্ট বনহরিশপুর থানা পাঁচলা জেলা হাওড়া পিন ৭১১৩২২ পশ্চিমবঙ্গ নোটারি পাবলিক ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট হাওড়া এর Affidavit দ্বারা মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল নামে পরিচিত হলাম। Affidavit নং ৬৬৭৮ Date 22.8.2025 সালমা কুমারি মালিক ও মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Karimunnesa Afroj Alam Shaik (Old Name) W/o Sk Afroj Alam Residing at Vill - Kamarpara, P.o - Pandua, P.s - Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Karimunnesa (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-08-2025. Karimunnesa Afroj Alam Shaik (Old Name) and Karimunnesa (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bandana Karmakar W/o Debasis Karmakar, DOB-08/03/1967 residing at 2 No. D.R Sundar Gopal Dhar Lane, PO.Khagra, P.S. Berhampore, Dist. Murshidabad, Pin-742103 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Bandana Karmakar instead of Mousumi Karmakar, which is wrongly recorded in my voter ID, vide an affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M(s) 1st Class at Berhampore, Murshidabad on dated 22/08/2025. Bandana Karmakar and Mousumi Karmakar both are the same and one identical person.

Name Change

I, Siraj Ali Molla alias Sirajul Ali Molla (Old Name) S/o Jiyad Molla Residing at Dara Padmapukur, Padmapukuria, P.o - Bhangar Narayanapur, P.s - Bhangar, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sirajul Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 22-08-2025. Siraj Ali Molla, Sirajul Ali Molla (Old Name) and Sirajul Molla (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Madhab Chandra Paul son of Balai Chandra Pal, residing at Aishtala Garerbagan, Ranaghat, Nadia – 741201, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Madhab Chandra Pal as declared before the Notary Public at Kolkata dated 22/08/2025. Madhab Chandra Paul and Madhab Chandra Pal both are same and one identical person.

Name Change

I, Renu Singh (Old Name) W/o Sudhir Shankar Singh Residing at Shreshta Garden, D401 Jasmine Block, Kalipark, Rajarhat, Vidyasagar Pally, VTC - Rajarhat Gopalpur (M), P.o - Rajarhat Gopalpur, District - North 24 Parganas, Pin - 700136, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Renu (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 21/2025 Dated 25-08-2025. Renu Singh (Old Name) and Renu (New Name) both are same and one identical person.

আমি নার্গিস সেখ, স্বামী- গোলাম মোস্তাফা সেখ, ঠিকানা- (বর্তমান): মীরা মাঠপাড়া ঘোষপাড়া, পোষ্ট- পলাশী, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৫৬, পঃ বঃ; স্থায়ী ঠিকানা- গ্রাম ও পোষ্ট- আকন্দডাঙ্গা, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৩৭, পঃ বঃ; এই মর্মে ঘোষনা করছি যে, আমার নাম ২০০২ সালের নির্বাচক তালিকার ৭১নং নাকাশীপাড়া বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের ১১৭ নং পার্টের ক্রমিক নং ৫৪৮ তে লিপিবদ্ধ আছে, যার EPIC No. WB/11/071/342147; কিন্তু উক্ত নির্বাচক তালিকায় আমার স্বামীর প্রকৃত নাম গোলাম মোস্তাফা সেখ এর পরিবর্তে ভুলবশত হোলামমোস্তফা সেখ হিসাবে লেখা হয়েছে। আমি আরও ঘোষনা করছি যে, আমার পুত্র রমিম আল সাইব (Ramim Al Saib) এর জন্ম শংসাপত্রে (Reg. No. 5866, Dated: 20/12/1997) আমার নাম নার্গিস সেখ এর পরিবর্তে ভুলবশত নার্গিস পারভিন লেখা হয়েছে সুতরাং ১। নার্গিস সেখ, স্বামী- গোলাম মোস্তাফা সেখ এবং নার্গিস পারভিন, স্বামী গোলাম মোস্তাফা সেখ একই অভিন্ন ব্যক্তি, ২। গোলাম মোস্তাফা সেখ, পিতা- নজির আলি সেখ এবং হোলামমোস্তফা সেখ, পিতা- নজির আলি সেখ একই অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Rajdeep Roy Choudhury (Passport) S/o Ram Narayan Roy Choudhary Residing at C.R Das Sarani, Kaiballya Dham, P.o - Ghoshpara, P.s - Nischinda, District - Howrah, Pin - 711227, West Bengal India shall henceforth be known as Rajdeep Roy Choudhury. I declare that Rajdeep Roy Choudhury (Passport) and Rajdeep Roy Choudhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-08-2025.

বোমা উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ আগস্ট ঃ আবারও বোমা উদ্ধার মালদার কালিয়াচকে। বোমা উদ্ধারের ঘটনায় সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার কালিয়াচকের ধুরিটোলা গ্রামে। গ্রামেরই এক ব্যক্তির পরিত্যক্ত বাড়ির শৌচাগার থেকে উদ্ধার হয় তিনটি ড্রাম। তার মধ্যেই লুকানো ছিল বেশ কয়েকটি তাজা বোমা। মালদার কালিয়াচক থানার কালিয়াচক ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুরিটোলা গ্রামে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে উদ্ধার হয় বোমা গুলি। জানা গেছে, ওই পরিত্যক্ত বাড়ি মালিকের নাম অর্জুন মন্ডল। বাড়ির মালিক অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। সেই বাড়িতে কেউ থাকেন না। যদিও সেই পরিত্যক্ত বাড়ির পাশেই রয়েছে মৃত অর্জুন মন্ডলের দাদা নিখিল মন্ডলের বাড়ি। কে বা কারা এই বোমাগুলো সেখানে রেখে গেছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয়দের দাবি, সকালে ধুরিটোলা গ্রামে মৃত অর্জুন মন্ডলের পরিত্যক্ত বাড়ির পিছনের শৌচাগার থেকে তিনটি ড্রাম থেকে তাজা বোমাগুলি উদ্ধার হয়। বোমা মজুতের কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এদিকে এই ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার পুলিশ এবং সিআইডির বোম স্কোয়ার্ডের সদস্যরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও সিআইডির বোম স্কোয়ার্ডের সদস্যরা।

সুতিতে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ আগস্ট ঃ সুতির ডিহিগ্রাম থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার হল এক যুবক। রবিবার রাতে একটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তাকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে, ধৃত ওই যুবকের নাম আবু তাহের। তার বাড়ি সুতি থানার নুরপুর গ্রামে। সোমবার ধৃতকে জঙ্গিপুর আদালতে পাঠানো হয়। কতদিন ধরে যুবক আগ্নেয়াস্ত্র কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যুবকের উদ্ধার দেহ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ আগস্ট ঃ দু'দিন নিখোঁজ থাকার পরে পুকুর থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। মুর্শিদাবাদের নওদার দুধসর এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম আবু সাঈদ। শনিবার থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। জানা গেছে, সোমবার সকালে বাড়ির কাছেই একটি পুকুরে তাঁর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পরিবারের লোকেদের দাবি, তিনি সাঁতার জানতেন না।

লঙ্কা ও পটল চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ আগস্ট ঃ বঙ্গে লাগাতার বর্ষণ। আর এই বর্ষণে সবজি চাষে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত নসিপুর, পাঁচগাছি, শিয়ালমারি মাঠ, ললিতপুর ও রুকুনপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় লাগাতার বর্ষণের জেরে পটল ও লঙ্কা চাষে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষিরা। মূলতঃ লঙ্কা ও পটল চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ছবি ধরা পড়েছে। জানা গেছে, প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে চাষ শুরু করেছিলেন কৃষকরা। কিন্তু অনিয়মিত আবহাওয়া মাঝে মধ্যে বৃষ্টি, রৌদ্রের তাপ ও অতিরিক্ত গরমের কারণে পটল গাছে ফুল কম আসছে। অন্যদিকে, লঙ্কা গাছের রোগবালাই ও গরমে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চাষিরা বড় ধরনের লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সার ও কীটনাশকের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে গিয়ে ক্ষতির অঙ্ক আরও বাড়ছে। ওই এলাকার চাষিদের দাবি, সরকারি সহায়তা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে তারা সবজি চাষে পুরোপুরি নিরুসাহিত হয়ে পড়বেন। কৃষকরা জানিয়েছেন, ধান চাষের পাশাপাশি লাভের আশায় তাঁরা লঙ্কা ও পটল চাষ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ হওয়া প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে লঙ্কার গাছগুলো ভেঙে পড়ে গেছে এবং পটলের বাগানও নষ্ট হয়েছে। চাষের এমন অবস্থা দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা। সরকারি কোনও সাহায্যের আশায় এখন দিন গুনছেন তাঁরা। কৃষকদের দাবি, প্রশাসনের তরফে জরুরি ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। বিঘার পর বিঘা জমির সবজি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। লঙ্কা ও পটল চাষে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ছবি ধরা পড়েছে।

কুরমাই নদীর পাড় বাঁধাইয়ের কাজ শুরু করল সেচ দফতর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৫ আগস্ট ঃ ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কুরমাই নদীর পাড় বাঁধাইয়ের কাজ শুরু করল সেচ দফতর। এই কাজের উদ্বোধন করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। জরুরি ভিত্তিতে এই কাজ শুরু হল। এদিন কুরমাই নদীতে

প্রথমে গঙ্গা পুজো হয়। তার পর এই পাড় বাঁধাইয়ের কাজ শুরু হয়। পাড় বাঁধাই উপলক্ষ্যে লাড্ডু প্রসাদ বিতরণ হয়। আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ মাইল গ্রামের মানুষেরা এদিন হাতে বল ও মনে ভরসা পেলেন। দূর হল ভিটে মাটি হারানোর আশঙ্কা। এদিন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, এক মাস আগে আমি এখানে এসে ভাঙনের সমস্যার কথা শুনে গিয়েছি। তার পর তা বিধান সভায় তুলে ধরি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতিতে সেচ দফতর জরুরি ভিত্তিতে এই কাজ শুরু করল। এই জন্য আমি বাংলার মা মাটি মানুষের সরকারকে ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাচ্ছি। জানা গেছে, লাগাতার পাড় ভাঙছিল তির তির করে বয়ে যাওয়া কুরমাই নদীর। ভুটান থেকে ধেয়ে আসা এই নদীর আতঙ্কে ভিটে মাটি হারা হচ্ছিল আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের আট মাইল এলাকার মানুষেরা। ইতিমধ্যেই ৩০টি পরিবার ভিটে মাটি হারিয়ে এলাকা ছাড়া হয়েছে। এছাড়া ফসলের জমি নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। নদীর সঙ্গে পেরে উঠছিল না এলাকার মানুষেরা। অবশেষে এই কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয়রা খুশি। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা বীনা দাস অধিকারী বলেন, অনেককেই আমরা আমাদের সমস্যার কথা জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। অবশেষে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল উদ্যোগ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে আমাদের বাঁচানোর জন্য এই কাজ অনুমোদন করিয়েছেন। আরও শক্ত বাঁধ হলে ভাল হতো। কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে এই কাজে আমরা খুশি। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ভুটান থেকে ধেয়ে আসা বিভিন্ন নদী এই এলাকায় ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়ে মানুষের সম্পদ ও প্রাণ বাঁচানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা খুশি। স্থানীয় আর এক বাসিন্দা বলেন, এলাকার প্রায় ৩০টি পরিবার ভিটে মাটি হারিয়ে অন্যত্র সরে চলে গেছে। অনেকের ফসলের খেত নদী গর্ভে চলে গেছে। এই নদীর পার বাঁধের কাজ হওয়ায় আমরা খুশি। নাহলে গোটা এলাকাকে গিলে খেত এই নদী।

সাতসকালেই চা বাগানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত ৩! আহত বহু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ আগস্ট ঃ নাগরাকাটা ব্লকের গাটিয়া চা বাগানে সোমবার সকালে হঠাৎই শোকে আচ্ছন্ন। চা শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া একটি পিকআপ ভ্যান ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালবেলায় কাজের উদ্দেশ্যে ভ্যান ভর্তি শ্রমিক রওনা হয়েছিলেন বাগানের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে অঘটন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অন্তত তিনজন শ্রমিকের, আহত হয়েছেন আরও অনেকে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়েই নাগরাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। হঠাৎ এই মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা চা বাগান ও আশপাশের গ্রামে। তবে দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এমন দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জলপাইগুড়ির ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতিদিনই শ্রমিকেরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ির মধ্যে ঝুলে ঝুলে কাজের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করেন। প্রতিটি বাগান কর্তৃপক্ষ যদি শ্রমিকদের জন্য সঠিক পরিবহণের ব্যবস্থা করত, তাহলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা হয়তো এড়ানো যেত। স্থানীয় বাসিন্দা জানান, পিকআপ ভ্যানগুলিতে যখন শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেগুলি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে যাতায়াত করে। স্বাভাবিকভাবেই এমন ভাবে যাতায়াতে জীবনের ঝুঁকি থেকে যায়। এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে এমন সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাগান কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বহু শ্রমিক রয়েছেন যাদের এইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হবে না। আমাদের বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন তারা যেন এই বিষয়টি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দেখে।

ভয়ঙ্কর ঘটনা, বাড়ি ঢুকে যুবতীকে এলোপাথাড়ি গুলি

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২৫ আগস্ট ঃ ভর দুপুরে ভয়ঙ্কর ঘটনা। বাড়ি ঢুকে যুবতীকে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগরের মানিকপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আচমকাই এক যুবক ওই যুবতীর বাড়ির দোতলায় উঠে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় বলে অভিযোগ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ওই যুবতীর। মৃত ওই যুবতীর নাম ইশিতা মল্লিক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। আতঙ্কে এলাকাবাসী। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কীভাবে এবং কেন এই

ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রণয়ঘটিত কারণেই এই ঘটনা বলে অনুমান পুলিশ। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত যুবককে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। ওই যুবকের নাম দেবরাজ সিং। যদিও ঘটনার পর থেকেই পলাতক সে। যদিও অভিযুক্ত দেবরাজের খোঁজে ইতিমধ্যে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। পুলিশ সূত্রে আরও খবর, মৃত যুবতী প্রথমবর্ষের ছাত্রী। কলেজে পড়ার সময়েই অভিযুক্ত দেবরাজের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান তিনি। সম্প্রতি ওই কলেজ ছাত্রী সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। কার্যত ব্যর্থ প্রেম থেকেই এই ঘটনা বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার কে অমরনাথ জানিয়েছেন, মেয়েটির শরীরে দুটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়েছে। খোঁজ চলছে অভিযুক্ত যুবকের। অন্যদিকে পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় মৃত ওই কলেজ ছাত্রীর মা এবং ভাই বাড়িতেই ছিলেন। কার্যত তাঁদের সামনেই এই ঘটনা! ওই তরুণীর মা জানিয়েছেন, হঠাৎ করেই ঘর থেক একটি শব্দ শুনতে পান। তৎক্ষণাত ছুটে যান ঘরের দিকে। দেখেন, মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে মেয়ে। চারপাশ একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এক তরুণকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘর থেকে পালাতেও ওই তরুণীর মা দেখেছেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন।

আবারও সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ আগস্ট ঃ শিলিগুড়িতে আবার সোনার দোকানে চুরি। এবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত শিব মন্দির বাজারে চুরির ঘটনা। চাঞ্চল্য গোটা বাজার চত্বরে। সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ শিবমন্দির বাজারের এই জুয়েলারিতে প্রথমে এক যুবক সোনার লকেট কিনতে ঢোকেন। বেশকয়েকটি লকেট দেখার পরেও পছন্দ না হওয়ায় সোনার চেইন দেখবেন বলে জানায়। এরপর একের পর এক সোনার মালা দোকানীর কাছ থেকে দেখতে চাইছিলেন ওই যুবক। কিছুক্ষণ বাদেই আরেক যুবক ওই জুয়েলারিতে আসে। সোনার মালা গুলির ওজন এবং দাম নিয়ে দোকানদারের সাথে এক যুবক কথা বলছিলেন। ঠিক সেই সময় অপর যুবক ওই দোকানের কাউন্টারে রাখা ১০ টি সোনার চেইন নিয়ে নিমেষেই চম্পট দেয়। পাশাপাশি প্রথমে যে যুবক সোনার মালা দেখতে ঢুকেছিল, সেও পছন্দ হচ্ছে না বলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই দোকান থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসে। এবং রাস্তার ওপর রাখা মোটর বাইকে চেপে পালিয়ে যায়। স্থানীয় এক দোকানদারের নজরে আসে বিষয়টি। বেশ সন্দেহ হয় তার। এরপর সোনার দোকানে গিয়ে শোনেন চেইন নিয়ে চম্পট দিয়েছে। নিমেষেই দোকান থেকে বেরিয়ে অভিযুক্ত যুবককে ধরতে গেলেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের। এমনকি কোনদিকে গেছে, সেটাও খেয়াল করতে পারেননি। এরপর ওই জুয়েলারির মালিক হরিপদ সরকার খবর দেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের মাটিগাড়া থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ছুটে আসে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। জানা গেছে, ১০টি চেনের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। সোনার জিনিস খুইয়ে মাথায় হাত পড়েছে হরিপদবাবুর। তার দাবি, বাড়িঘর না করে সমস্ত পুঁজি ব্যবসায় লাগিয়েছিলাম। এখন এতগুলো চেইন হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ এবং দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

রাউৎখন্ড মহিলা স্বনির্ভর মিলনি সঙ্ঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড (রেজি. নং ১২০ বি.কে. ২০১৫-১৬ তারিখ - ১৪.০৩.২০১৬ ঠিকানা গ্রাম + পোষ্টঃ রাউৎখন্ড, থানাঃ জয়পুর, জেলাঃ বাঁকুড়া) এর পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনের জন্য উক্ত সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিসে আগামী ২৮.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র প্রদান ২৯.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র গ্রহন, ০১.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও পরীক্ষার অব্যবহিত পরে বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ ০২.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার ও তারপর ওই দিন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। আগামী ১৭.০৯.২০২৫ তারিখ রাউৎখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহন প্রক্রিয়া চলবে ও ভোট গ্রহন প্রক্রিয়া সমাপ্তির অব্যবহিত পর ভোট গণনা ও তারপর ওই দিনই ফল প্রকাশ করা হবে। বিস্তারিত জানার জন্য সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
রাউৎখন্ড মহিলা স্বনির্ভর মিলনি সঙ্ঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৫০৫০০ডব্লু১৯৬৪পিএলসি০২৬০৫৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা-শেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in, ইমেলঃ foundryfuel@gmail.com
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-৪০৬৬ ৮০৭২

ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃস্থাপনের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, এসইবিআই সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 তারিখের ০২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃস্থাপনের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে। এটি ১লা এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে দায়ের করা ট্রান্সফার ডিডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা নথিপত্র/প্রক্রিয়া/অথবা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া/মনোযোগ দেওয়া হয়নি।
পুনঃস্থাপন উইন্ডো ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে খোলা আছে এবং ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং এই ধরনের সমস্ত ট্রান্সফার প্রক্রিয়া করা হবে এবং শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ট্রান্সফার গ্রহীতা (দের) কাছে জমা দেওয়া হবে।
যেহেতু কোম্পানি/আরটিএ কর্তৃক সমস্ত নথিপত্র যথাযথভাবে পাওয়া গেলেই স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি কেবলমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে, তাই হস্তান্তরকারীর একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং কোম্পানি/আরটিএ-তে স্থানান্তরের জন্য নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের সাথে তাদের ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) এর একটি কপি সরবরাহ করতে হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে ইমেল আইডি nichetechpl@nichetechpl.com অথবা তাদের অফিস ঠিকানা ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তলা, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭, টেলি নংঃ (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬ / ৬৬১৭ / ৬৬১৮ অথবা কোম্পানির সাথে foundryfuel@gmail.com ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৫
স্বা/- ওম প্রকাশ ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি

মৃৎশিল্পীদের যেন নতুনভাবে বাঁচার পথ দেখাচ্ছেন সিদ্ধিদাতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ আগস্ট ঃ চাহিদা বাড়ার কারণে দামও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষ যেমন ছোট মূর্তি কিনছেন, পাশাপাশি ক্লাব ও সংগঠনগুলিও বড় মূর্তি ব্যবহার করে থিমের সাজে পুজোর পরিকল্পনা করছে। বাংলার মৃৎশিল্পীদের যেন নতুনভাবে বাঁচার পথ দেখাচ্ছেন সিদ্ধিদাতা। এখন স্থানীয় মৃৎশিল্পালয়গুলিতে চলছে চূড়ান্ত মুহূর্তের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই কারখানায় রং-তুলির ছোঁয়ায় প্রাণ পাচ্ছে গণেশ মূর্তিগুলি। ছোট থেকে বড়, এক ফুটের মূর্তি থেকে শুরু করে ৬-৭ ফুট উঁচু মূর্তিও তৈরি হচ্ছে। বাজার চাহিদা অনুযায়ী কারিগররা বানাচ্ছেন নানা ভঙ্গিমার গণেশ। কারোর হাতে লাড্ডু বা মোদক, আবার কোথাও মূর্তিতে ফুটে উঠেছে আধুনিক শিল্পকর্মের ছোঁয়া।

কার্টুন স্টাইল থেকে স্টাইলিস্ট পোশাকে ধরা দিচ্ছেন সিদ্ধিদাতা গণপতি। মৃৎশিল্পীরা জানাচ্ছেন, কয়েক বছর ধরেই গণেশ পুজোর প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষ করে কলকাতা ও শহরতলির বারাসত, মধ্যমগ্রাম, অশোকনগর, হাবরা সহ বিভিন্ন জায়গায় গণেশ পুজোর বড়সড় আয়োজনও হচ্ছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই কাজের চাপও বাড়ছে শিল্পীদের। দত্তপুকুরের পাল পাড়ার কুমোরটুলিগুলিতে দেখা গেল এমনই চিত্র। গোবরডাঙার মৃৎশিল্পীর কথায়, আগে দুর্গা পুজোর মূর্তি বানানোই প্রধান কাজ ছিল। এখন সারা বছর ধরে অর্ডার থাকছে। গণেশ পুজোর জন্য আগাম বুকিং করতে হচ্ছে। চাহিদা বাড়ার হাত ধরে গণেশ মূর্তির দামও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সাধারণ মানুষ যেমন ছোট মূর্তি কিনছে, পাশাপাশি ক্লাব ও সংগঠনগুলি বড় মূর্তি ব্যবহার করে থিমের সাজে পুজোর পরিকল্পনা করছে। আর এগুলির হাত ধরেই গ্রাম বাংলার মৃৎশিল্পীরা যেন নতুনভাবে বাঁচার পথ খুঁজে পাচ্ছেন।

NOTICE INVITING E-TENDER
The E-Bids is hereby invited on behalf of the **Chairman, Ashokenagar Kalyangarh Municipality. Tender ID:** 2025_MAD_885411_1
Bid Submission End Date: Bid Submission End Date has been extended up to 28-08-2025 02:00 PM for details, please see website at **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Chairman
Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল ১) শ্রী মৃনাল কান্তি মাজী, পিতা- স্বর্গীয় রথীন কুমার মাজী সাং-রুদ্রপুর, পোঃ- রুদ্রপুর, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৪১১, শ্রী বাবলু পাড়ই, পিতা শ্রী নন্দলাল পাড়ই ইহার পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার, শ্রী অরুণ সেন, পিতা স্বর্গীয় নিতাই সেন, A.D.S.R Domjur অফিসে রেজিরিকৃত ২৬.০৫.২০০৯ তারিখে ১৫২ নং, আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা- দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, হাল ৩৮৪৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ১২২৩ ও হাল-১২৩৪ নং দাগে ৩.৩০ শতক সম্পত্তি, পত্তনের আবেদন ১) ০৫০৪০৭৫৮৬ /২০২১ নং দলিল মূলে ক্রয় করে করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. ডোমজুড় অফিসের নিটক আপত্তি করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।
ইতি ধন্যবাদান্তে
Koushik Pakra
F-1679/2017
Judge's Court, Howrah
Advocate

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল ১) শ্রী উৎপল সাঁধুখা, পিতা- গোপাল সাঁধুখা সাং- কোলড়া, পোঃ- কোলড়া, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৪১১, ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটি ইহার পক্ষে রেক্টর নিযুক্ত শ্রী শ্যামল কাঁড়ার, ইয়ার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার, শ্রীমতি ইলা কাঁড়ার, স্বামী- শ্রী শ্যামল কাঁড়ার, DSR 1 Howrah অফিসে রেজিরিকৃত ১৮.০৮.২০২০ তারিখে ০৫০৪০২৪৩৮ নং, আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা- আমরে, হাল ৮৪০ নং খতিয়ানে হাল - ১০৫ নং দাগে ৪.৯০ শতক সম্পত্তি, পত্তনের আবেদন ১) ০৫০১০৪১৪৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. ডোমজুড় অফিসের নিটক আপত্তি করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।
ইতি ধন্যবাদান্তে
Koushik Pakra
F-1679/2017
Judge's Court, Howrah
Advocate

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল ১) শ্রীমতি পম্পা কোলে, স্বামী শ্রী বিকাশ কোলে সাং-রানিহাটি, পোঃ- রানিহাটি, থানা- পাঁচলা, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩২২, ১) শ্রী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ওরফে রবিন চক্রবর্তী, পিতা স্বর্গীয় রাখাল চক্রবর্তী ২) শ্রী কৃষ্ণধন চক্রবর্তী ৩) শ্রী বলরাম চক্রবর্তী, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় রঞ্জিত চক্রবর্তী ইহাদের পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার, শ্রী নিতাই মালিক, পিতা স্বর্গীয় ভৈরব মালিক, A.D.S.R Domjur অফিসে রেজিরিকৃত ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে ০৫০৪০৩০৭৮ নং, আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা- ডোমজুড়, মৌজা-খসমরা, হাল ২০৮০ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল-৪৬৩ নং দাগে দুইটি দলিল মূলে ৫৬ শতক সম্পত্তি, পত্তনের আবেদন ১) ০৫০৪০৩৪১৫ /২০২৫ ২)০৫০৪০৩৪৪৯ /২০২৫ নং দলিল মূলে ক্রয় করে করেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন আপত্তি থাকলে বিজত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& L.R.O. ডোমজুড় অফিসের নিটক আপত্তি করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।
ইতি ধন্যবাদান্তে
Koushik Pakra
F-1679/2017
Judge's Court, Howrah
Advocate

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Provision for Temporary high speed internet service during the programme to be attended by VVIP near Mahatma Gandhi Statue, Mayo Road & Duffrin Road crossing, Kolkata on 28-08-2025" **[Job No. KIT/RW/055 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-034/KIT/Q of 25-26)** Bid Submission Closing : **27.08.2025 up to 03.00 PM**
2. Name of Work: "Supply, Installation, Testing and Commissioning of CCTV for Strong Room, 3rd Floor, Kreta Suraksha Bhavan, 11A, Mirza Ghalib street, Kolkata - 700 087. **[Job No: KIT/OW/140 of 25-26]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-133/T/25-26 Tender ID: 2025_WBPWD_894491_1** Bid Submission Closing : **08.09.2025 up to 04.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LTD.
CIN:L70200WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata-700001, Phone : 033-4450 0500
Email id- secretarial@rdbrealty.com; website- www.rdbrealty.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) ব্যবসা পরিচালনার জন্য আহ্বান করা হবে, যা এজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সদস্যদের আলাদাভাবে ইমেল করা হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধানাবলী মেনে, যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ / ২০২৪ তারিখের সাথে পঠিত, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA) দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং SEBI কর্তৃক জারি করা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/ P/CIR/2024/133 তারিখের ৩ অক্টোবর, ২০২৪ ('SEBI সার্কুলার') দ্বারা সম্মিলিতভাবে 'প্রাসঙ্গিক সার্কুলার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে AGM আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায়। সদস্যরা VC/OAVM এর মাধ্যমে AGM-এ যোগ দিতে পারবেন অথবা www.evoting.nsdl.com-এ আপনার লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে লাইভ ওয়েব কাস্ট দেখতে পারবেন।
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ('ডিপোজিটরি') সাথে নিবন্ধিত, MCA সার্কুলার এবং SEBI সার্কুলার অনুসারে। সদস্যরা শুধুমাত্র VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে ০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ০৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার নির্দেশাবলী এবং রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে দেওয়া আছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে VC/OAVM এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে। ০৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbrealty.com এবং BSE ওয়েবসাইট www.bseindia.com এও পাওয়া যাবে।
ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যরা, যারা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত / আপডেট করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণকারী ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত / আপডেট করুন।
কোম্পানিটি তার সকল শেয়ারধারী সদস্যদের, যাদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার জন্য, মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখে, রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। এজিএমের সময় ('ই-ভোটিং') ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করছে। ফিজিক্যাল মোডে, ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বোর্ড বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের অনুমোদনের জন্য কোনও লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। তবে, সদস্যদের যেকোনো ক্ষেত্রে তাদের ব্যাংক বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ ঘোষণার সময় প্রদানের জন্য তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬।০৮।২০২৫
স্বা /-সুরভী কুমারী গুপ্ত
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The **Director General (Electrical), KMC** invites e-tender online in two bid system for following work :
NIT No. : KMC/LTG/HQ/CS/18/25-26
Name of the work : **Annual Comprehensive maintenance contract of water cooler cum purifier machines at W.B.M.S.C, Vector Control, Press, Central Store & Central Medical Store under KMC**. Estimated Amount : **Open quotation**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.09.2025** at **5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2025** at **5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Civil), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EEC/BR-XI/103/021/25-26/R
Name of work : **Maintenance of Cement Concrete Rd., near 8C Avenue South, 68/A Rajapur East, 9, 41 Canal North Rd., 43 Kabi Sukanta Rd. in WD No. 103**. Estimated Value (Including GST and CESS) : **Rs. 1,97,039.12**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion: **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2025** till **12 noon.** Date and time of opening of bid: **06.09.2025** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **27.08.2025** at **5 p.m.** from the website: **https://etender.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-IV/Br-X, KMC** invites e-tender online two part bid system for the following work :
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/272/25-26
Name of work : **Repairing of street lighting arrangement at D.P.S Road, Bankim Mukherjee Sarani under Br-X**. Estimated Amount : **Rs. 1,49,505.25**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of completion of bid: **08.09.2025** up to **9 a.m.** The bid form and other details are available on and from **26.08.2025** at **5 p.m.** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/Lighting/Z-V/Br-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
NIT No. : LTG/XIV/29/25-26/128/U1
Name of work : **Improvement of street lighting system at Bankim Pally Bustee, Kahar Para Bustee, Jahaji Goli Bustee and others uttaran areas in Ward No.-128 under Br-XIV**. Estimated Amount : **Rs. 2,49,617.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2025 (11 a.m.)**. Bid opening date for technical proposal (online): **04.09.2025 (3 p.m.)**. The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (4 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : LTG/164/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Annual operation and routine upkeeping of Community Hall and other Institution of Br-V**. Estimate Amount : **Rs. 4,95,936.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.09.2025** up to **6 p.m.**
2. NIT No. : LTG/83/V/Z-II/25-26
Name of the work : **Supply and installation of aquaguard water cooler cum purifier machine in KMCP School at Harshi Street in WD-36**. Estimate Amount : **Rs. 1,16,158.08**. Earnest Money: **Rs. 2,500.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **08.09.2025** up to **6 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (6 p.m.)** for sl. no. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/090/17/2025-2026/D
Name of work : **Restoration of paver block & IPS footpath near 95/L, 10 Kankulia Rd, 4A, 28 Panchanantala Rd etc in WD 090 disturbed by CESC & Natural Wear and Tear**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,90,189.85**. Earnest Money: **Rs. 9,850.00**. Period of Completion: **90 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2025 - 12 noon**. Date of opening of tender: **08.09.2025 - 12 noon**.
2. NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/11/2025-2026/R
Name of work : **Development of road by lowering road surface from 1, Nandalal Jew Road to 12, M.P. Road in Ward No. 84**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,69,770.28**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **08.09.2025 - 12 noon**. Date of opening of tender: **10.09.2025 - 12 noon**. The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1) and **28.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (C), Borough-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/IX/078/050/2025-2026
Name of work : **Repairing of I.P.S. passages near 2, 3A, 4, 6A, 11A, 13, Shah Aman Lane, 2, 3, 4, Nawab Ali Lane and etc. in Ward No. 78**. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,92,460.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/IX/073/016/2025-2026
Name of work : **Development of IPS passages within Uttaran Premises at 2/1C, B.B. Ghat Road in Ward No. 73**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 3,29,839.11**. Earnest Money: **Rs. 6,600.00**. Period of Completion: **60 Days**.
3. NIT No. : KMC/IX/082/049/2025-2026
Name of work : **Repairing of footpath of Rakhal Das Auddy Road, Gopal Nagar Road (Portion), Chetla Hut Road (Portion), Judges Court Road (Portion) in Ward-82**. Estimate Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs. 3,44,995.84**. Earnest Money: **Rs. 6,900.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on: **06.09.2025 - 12 noon** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **26.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3). The website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-III, KMC** invites open e-tender online percentage rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/432
Name of work : **Installation of 01 (one) High Mast Light Pole (8.5 - 9 Meters in Height) with Powerful Lighting System at Park Circus Maidan**. Estimate Amount : **Rs. 3,49,441.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/440
Name of work : **Supply and delivery of energy efficient LED street light and flood light fittings for main thorough fares within Ward No. 64 under Br-VII**. Estimate Amount : **Rs. 4,92,712.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-26/442
Name of work : **Improvement of street lighting system at 159 Karaya Road, 214 A.J.C. Bose Road and other different roads in Ward No. 64 under Br-VII**. Estimate Amount : **Rs. 4,92,674.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2025 - 2 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). Bid opening date for technical proposals (online): **04.09.2025 - 2.30 p.m.** (for sl. no. 1 to 3).
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/447
Name of work : **Installation of temporary lighting arrangement on the occasion of Durga Puja 2025 at different location in Ward No. 86 under Br-VIII**. Estimate Amount : **Rs. 3,73,890.00**. Earnest Money: **Rs. 7,600.00**. Period of Completion: **25 Days**.
5. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/451
Name of work : **Installation of temporary lighting arrangement on the occasion of Kali Puja 2025 at different location in Ward No. 86 under Br-VIII**. Estimate Amount : **Rs. 1,59,940.00**. Earnest Money: **Rs. 3,200.00**. Period of Completion: **15 Days**.
6. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/450
Name of work : **Temporary lighting arrangement by decorative board and flood light for the upcoming festive season at various crossing of Southern Avenue under Br-VIII**. Estimate Amount : **Rs. 2,44,590.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2025 - 6 p.m.** (for sl. no. 4 to 6). Bid opening date for technical proposals on: **04.09.2025 - 6.30 p.m.** (for sl. no. 4 to 6). The bid forms and other details are available on and from **22.08.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3) and **26.08.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 4 to 6). The website: **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 6).
938/25-26

ত্রিসূর ম্যাজিক এফসির কোচ হলেন আন্দ্রে চেরনিশভ

কোচি, ২৫ আগস্টঃ অবশেষে সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটে গেল এবার। কেরালার ফুটবল ক্লাব ত্রিসূর এফসির দায়িত্ব পেলেন আন্দ্রে চেরনিশভ। বছর কয়েক আগে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন এই রাশিয়ান কোচ। পরবর্তীতে তাঁর তত্ত্বাবধানেই দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইএসএল খেলতে নেমেছিল ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। প্রথমদিকে দুরন্ত ছন্দে দল ধরা দিলেও সময় এগোনোর সাথে সাথেই বাকিদের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল এই ফুটবল ক্লাব। যা ভালোভাবে নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। পরবর্তীতে বেতন সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হয়েছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। যারফলে একবার মাঠে অনুশীলন করতে ও অনিহা প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল দলের ফুটবলারদের। একই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল দলের হেড কোচের। শেষ পর্যন্ত সিজনের মাঝামাঝি সময় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। পরবর্তী সময় তাঁর পুনরায় দেশে ফেরার কথা থাকলেও তিনি আর আসেননি। বিশেষ করে এই নতুন সিজনের শুরু থেকেই একাধিকবার উঠে আসতে শুরু করেছিল এই বিদেশি কোচের নাম। শোনা যাচ্ছিল খুব শীঘ্রই ভারতের কোনও ক্লাবের দায়িত্রে দেখা যেতে চলেছে আইলিগ জয়ী এই কোচকে। সেটাই হল শেষ পর্যন্ত। এবার নতুন দায়িত্ব পেলেন চেরনিশভ। কেরালার ফুটবল লিগের ক্লাবের দায়িত্বে এলেন এই বিদেশি কোচ। পুরনো হতাশা ভুলে এবার এখানেই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তিনি। উল্লেখ্য, শেষ সিজনে কেরালার

ফুটবল লিগে যথেষ্ট হতাশাজনক পারফরম্যান্স ছিল এই ত্রিসূর ম্যাজিক এফসির। একেবারে তলানিতে থেকেই শেষ হয়েছিল তাঁদের মরসুম। কিন্তু এবার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই প্রাক্তন কোচের হাত ধরে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা থাকবে দলের সকল ফুটবলারদের। গত রবিবার সন্ধ্যায় নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে চেরনিশভের যোগদানের কথা ঘোষণা করেছে কেরালার এই ফুটবল ক্লাব। পুরনো সমস্ত কিছু ভুলে নিজেদের আদৌ কতটা মেলে ধরতে পারে এই দল এখন সেটাই দেখার বিষয়।

কেন চাইলেও ৩৫৮ কোটির চুক্তি-ভাঙা ড্রিম ১১-কে শাস্তি দিতে পারবে না বিসিসিআই?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অনলাইন গেমিং বিল কার্যকর হওয়ার পর ভারতের ক্রিকেট দলে প্রধান স্পনসর হিসেবে ড্রিম ১১-এর বিদায় ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। আইন বলবৎ হতেই সংস্থাটির মূল ব্যবসা ধাক্কা খায়। নতুন মডেল আনার চেষ্টা চলছে বটে, কিন্তু স্পনসরশিপ ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে সংস্থাটি বাধ্যত বেশির ভাগ বড় চুক্তি আগেভাগেই বাতিল করেছে। এই জটিলতার জেরে দুটো প্রশ্ন ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এক, টিম ইন্ডিয়ার নতুন স্পনসর কারা? অন্তত, দৌড়ে কোন সংস্থা এগিয়ে? দুই, অঙ্গীকার করেছিল তারা। পাশপাশি আইপিএলের একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি, বিদেশি লিগ, অনেক ক্রিকেটার-সব জায়গায় ছাপ ফেলেছিল এই ফ্যান্টাসি গেমিং জায়ান্ট। সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরদের তালিকায় রয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ঋষভ পন্থ, জসপ্রীত বুমরাহর মতো তারকা। চিন-ভারত উত্তেজনার কারণে ভিভো সরে যাওয়ার পর ২০২০ সালে তো আইপিএলের টাইটেল স্পনসরও হয়েছিল ড্রিম ১১। শুধু ভারত নয়, ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের অফিসিয়াল ফ্যান্টাসি পার্টনার, এমনকি নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ সুপার

এই আগাম চুক্তিভঙ্গের জেরে কি ড্রিম ১১ কর্তৃপক্ষকে শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে? প্রথম প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও অজানা। বেশ কয়েকটি নাম চর্চায় উঠে এলেও কোনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। যদিও অনিশ্চয়তার আবহে দ্বিতীয় সওয়ালের জবাব সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) চাইলেও ড্রিম ১১-কে জরিমানা করতে পারবে না। এর কারণ চুক্তির একটি বিশেষ ধারা। ৩৫৮ কোটি টাকার গাঁটছড়ায় স্পষ্ট উল্লেখ ছিল-যদি আইন পরিবর্তন হয়ে মূল ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়, তবে সংস্থাকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। এই প্রসঙ্গে এক বিসিসিআই কর্তার বক্তব্য, ''ড্রিম ১১-এর প্রতিনিধিরা আমাদের অফিসে এসে সিইও হেমাং আমিনকে জানিয়ে দেন, তাঁরা চুক্তি ধরে রাখতে অপারগ। তাই এশিয়া কাপের জন্য কোনও টিম স্পনসর থাকবে না। শিগগিরই নতুন টেন্ডার ডাকা হবে।'' ২০২৩ সালে বাইজুসের পরিবর্তে ভারতীয় দলের প্রধান স্পনসর হয় ড্রিম ১১। বিসিসিআই-কে ৩৫৮ কোটি টাকা দেওয়ার স্ম্যাশের টাইটেল স্পনসরও বটে। ফলে এই পরিবর্তনের ধাক্কা শুধু বিসিসিআই নয়, ছোট ছোট লিগগুলির জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে। আইপিএলের মতো অর্থবলয় নেই। ফলে আগামী দিনে টিকে থাকাই কঠিন হতে চলেছে। প্রসঙ্গত, অনলাইন গেমিং বিলে বলা হয়েছে, 'অনিয়ন্ত্রিত অনলাইন মানি গেমিং পরিষেবা বেআইনি কাজ, যেমন-আর্থিক জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং, কর ফাঁকি এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদে অর্থ জোগানোর মতো কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। যা দেশের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হুমকি।' এই ডামাডোলের জেরেই ড্রিম ১১ এখন নতুন ব্যবসায়িক মডেলের খোঁজে। আর ভারতীয় ক্রিকেট আপাতত স্পনসরশিপের খাতায় বড় ফাঁক। টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে যে লোগো ছিল, তা আর দেখা যাবে না। বিসিসিআই নতুন স্পনসর খুঁজতে টেন্ডার ডাকবে। যদিও আসল প্রশ্নটা থেকে গিয়েছে-এমন আইন কি শুধু গেমিং কোম্পানির ব্যবসাই বদলাবে, নাকি পুরো ক্রীড়া অর্থনীতিতেই বড়সড় পরিবর্তন ডেকে আনবে?

অবসর নেওয়া বনাম নিতে বাধ্য হওয়া

ভারতীয় ক্রিকেটে আবহমান 'বঞ্চনা'র ট্র্যাজিক নায়ক পূজারা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চেতেশ্বর পূজারা সরে দাঁড়ালেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দশ হাজারের বেশি রান, টেস্টে সাত হাজার ছুঁইছুঁই। তবু তাঁর কেরিয়ারের আখ্যান কেবল সংখ্যার ইস্তেহার, পরিসংখ্যানের পঞ্জি নয়। এ এক শান্ত যোদ্ধার দীর্ঘ, অক্লান্ত লড়াই। যিনি ধেয়ে আসা বাউন্সার সামলাতে শরীরকে সামনে ঠেলতেও দু'বার ভাবেননি, সমালোচনার জবাবও দিয়েছেন ব্যাট হাতে, মাইক্রোফোনে নয়! আধুনিক ক্রিকেট, যেখানে আক্রমণ আর গ্ল্যামারই শেষ কথা বলে, সেই স্রোতের আবর্তে পূজারা সংযমের সাবেকি পাঠ আর ধৈর্যের বার্তা নিয়ে বাইশ গজে এক দশক ধরে খেলেছেন। অথচ শেষ পর্যন্ত তাঁকেই ঠেলে দেওয়া হল অবসরের প্রান্তে। 'ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন পূজারা'-বক্তব্যটিতে কতখানি স্বাধীন সিদ্ধান্ত, কতটা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তা নিয়ে দানা বেঁধেছে প্রশ্ন। পালটা জল্পনা ধেয়ে এসেছে-বোর্ড, প্রকারান্তরে নির্বাচকরাই কি রাহুল দ্রাবিড়ের যোগ্য উত্তরসূরীকে প্রস্থানের পথে ঠেলে দিলেন? বিতর্কের সূত্রপাত ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর হার দিয়ে শেষ করল টিম ইন্ডিয়া। কেপটাউন ম্যাচের পর সমালোচনার তির এসে বিঁধল পূজারাকে। শ্রীলঙ্কা সিরিজে ফেরার আশায় ছিলেন। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী সাফ জানাল-দরজা আপাতত বন্ধ, খোলার তেমন সুযোগ নেই। ফেব্রুয়ারিতে চেতন শর্মার বার্তা-'রঞ্জি খেলো, আবার আসবে সুযোগ!' সান্ত্বনার মতো শোনাল। বাস্তবে রুদ্ধ দুয়ারে একটা পাল্লাও খুলল না। পূজারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেললেন, কাউন্টিতেও ছন্দে ফিরলেন। শতক এল, দীর্ঘ ইনিংস গড়লেন স্বভাবসিদ্ধ কায়দায়-আভিজাত্য আর আত্মবিশ্বাসের সুরে। তবু ভারতীয় টেস্ট দলে তিনি ব্রাত্যই রইলেন। ২০২৩-এর শুরুতে খানিক আশার আলো। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দলে তিনি। যেন ইঙ্গিত-পরিকল্পনা থেকে পুরোপুরি বাদ পড়েননি, রোড ম্যাপ থেকে ছিটকে যাননি। কিন্তু ওভালে নেমে দুই ইনিংসে এল ১৪ আর ২৭ রান। ভারত হারল। সমালোচনার কেন্দ্রে ফের ব্যাটিং অর্ডার। তর্জনি উঠল পূজারার দিকেও। তারপর ঘোষণা হল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দল। সেখানে খানিক প্রত্যাশিতভাবেই বাদ পড়লেন পূজারা। ৯৮ টেস্টের অভিজ্ঞতা নয়, সাম্প্রতিক

ফর্মকেই মানদণ্ড বেছে নিল বোর্ড। বার্তা স্পষ্ট-'এখন তোমাকে চাই না!' পূজারা জনসমক্ষে কিছু বললেন না। কিন্তু জবাব দিলেন ব্যাটে, ঘরোয়া ক্রিকেটে। পরের বছর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া বরাবরই পছন্দের ময়দান। সেখানে পূজারার অনুপস্থিতি বিস্ময় বাড়াল। প্রাক্তন নির্বাচক এমএসকে প্রসাদের তরফ থেকে প্রশ্ন উঠল-দু'টি শতক করেছেন রঞ্জিতে, ঝুলিতে ভরপুর অভিজ্ঞতা, চাপের মুহূর্তে হাল ধরতে সিদ্ধহস্ত যিনি, তাঁকে এভাবে বাদ দেওয়া কি ঠিক হল? বিতর্কের আঁচ বাড়ল। অনেকেই নির্বাচকদের মুণ্ডপাত করলেন। তবু সিদ্ধান্ত পালটাল না। বঞ্চনার ছায়া আরও প্রলম্বিত হল। ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা-এমন একজন, যিনি বিদেশে জিততে শিখিয়েছেন, চাপের দিনে সাজঘরের ভরসা হয়ে উঠেছেন, তাঁকে কি কেবল স্ট্রাইক রেটের চোখে দেখা উচিত? পূজারা কি সত্যি নতুন প্রজন্মের গতির দুনিয়ায় বদলে যাওয়া দর্শনের অচল অধ্যায়? জবাব হয়তো নির্বাচকদের নোটবুকে লেখা। ইতিহাসে বলবে-পূজারা শুধু বোলারদের বিপক্ষে খেলেননি, লড়েছেন বদলে যাওয়া ক্রিকেট-ভাবনার বিরুদ্ধেও। এতকিছুর আবর্তে পায়ে পায়ে ২০২৫। আঘাত এবার চূড়ান্ত। বছরের শুরুতে স্ত্রী-র আত্মজীবনীতে দাবি-একজন জাতীয় দলের সদস্য নাকি একদা ফোনে জানিয়েছেন-পূজারাকে বাদ দেওয়া উচিত! কে তিনি? নিরুত্তর পূজা। নির্বাচনের প্রশ্ন তখন ব্যক্তিগত বিতর্কে জড়িয়ে পড়ল। পূজারা নীরব রইলেন। মাঠে পরিশ্রম করে গেলেন। এপ্রিলে দলীপ ট্রফির স্কোয়াডে পশ্চিমাঞ্চলের দল ঘোষণাতেও তাঁর নাম নেই। অর্থ একটাই-ফিরে আসার সব দরজা এবার বন্ধ। পুরো পথচলায় কোনওদিন শব্দের কৌশলে জেতার চেষ্টা করেননি। সোশ্যাল মিডিয়ার ঝড়ে ভেসেও যাননি। রঞ্জির রুক্ষ পিচে, কাউন্টির গ্রিন টপে বারবার প্রমাণ দিয়েছেন। পূজারা ব্যাটিংয়ে সাবেকি, চিন্তাধারাতেও আবহমান সহবতের দীক্ষা মেনে চলেছেন। বিশ্বাস ছিল-মুখ নয়, রানই শেষ কথা বলবে। কিন্তু সময়ের নতুন ব্যাকরণের কানুন আলাদা। ক্রিকেট আজ আলো-ছায়ার মিশেলে গড়ে ওঠা বিনোদনের মঞ্চ। ধৈর্য, একেকটা বল বাঁচিয়ে খেলার কারিগরি-এগুলো যেন প্রদর্শনীতে সাজানো পুরনো যন্ত্র। দৃষ্টিনন্দন, কিন্তু অকেজো। পূজারা সেই সবকিছুর শেষ প্রতিনিধি। নিজস্বতায় অটল, বিশ্বাসে স্থিতধী কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণে আপোসে নারাজ। তাঁর বিদায়ও স্বভাবোচিতভাবে নিঃশব্দ। বিদায়ী ম্যাচ নয়, গার্ড অফ অনার নয়। একটি মিতায়তন বিবৃতি। তারপর নীরবতা। অথচ এই মানুষটাই ২০২১-এর গাব্বায় শরীরকে ঢাল করে দাঁড়িয়েছিলেন। ১১ বার বল লেগেছে শরীরে, তিনি টলেননি। সেই সহ্যশক্তি ভারতকে এনে দেয় অস্ট্রেলিয়ার দুর্গভাঙা দিন। এই স্মৃতি যতদিন থাকবে, ততদিন পূজারার নাম টেস্ট ক্রিকেটের সাহস আর সংযমের পাঠ হিসেবে উচ্চারিত হবে। এই গল্প তাই পরিসংখ্যানের নয়, ধৈর্য, শৃঙ্খলা আর প্রতিরোধের। একদিন নবীন প্রজন্ম যখন 'দ্রুত'র বদলে 'দৈর্ঘের' পাঠ শিখতে চাইবে, তাঁদের তাকাতে হবে পূজারার দিকে। গাব্বার শরীরী ইনিংস, যেখানে গায়ে কালশিটে পড়েছে, সেই ছবি নীরব হয়েও একটা বার্তা পৌঁছে দেয়-সব যুগেই কিছু মানুষ থাকেন, যাঁরা নিজেকে বদলান না। কারণ, তাঁরা জানেন-নিজস্বতা ধরে রাখাই সময়কে বদলানোর প্রথম শর্ত।

বাঙালি ফুটবলারদের ব্রাত্য রেখেই কাফা নেশনস কাপের দল ঘোষণা করলেন খালিদ জামিল

বেঙ্গালুরু, ২৫ আগস্টঃ একটা সময় ছিল, যখন ভারতীয় ফুটবল দল মানেই একঝাঁক বাঙালি ফুটবলার। গোলরক্ষক থেকে স্ট্রাইকার- সব পজিশনেই বাঙালি। কিন্তু সেই দিন এখন অস্তাগত। গত কয়েক দশক ধরে জাতীয় দলে বাঙালি ফুটবলার খুঁজতে গেলে প্রয়োজন পড়ছে আতস কাচের। টিমটিম করে তাও টিকে ছিলেন শুভাশিস বসু ও প্রীতম কোটাল। শুভাশিসের চোট রয়েছে আর প্রীতম গত এক বছরের বেশি সময় ধরে মেন ইন ব্লুজের টিমে ব্রাত্য। এবার তো পুরোপুরি বাঙালি শূন্য দলই ঘোষণা করলেন জাতীয় দলের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোচ খালিদ জামিল। জাতীয় দলের কোচ হিসাবে খালিদের প্রথম পরীক্ষা কাফা নেশনস কাপে। এর জন্য কয়েকদিন আগে থেকেই বেঙ্গালুরুতে শিবির শুরু করেছিলেন খালিদ জামিল। এদিন মেন ইন ব্লুজের হেডস্যার ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করলেন। এই দলে অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না কোনও বাঙালি ফুটবলারের নাম। প্রাথমিক স্কোয়াডে একমাত্র বাঙালি হিসাবে ছিলেন রহিম আলি ছিলেন। তিনিও বাদ পড়েছেন। ২৯ আগস্ট কাফা নেশনস কাপে প্রথম ম্যাচ খেলবে খালিদের ভারত, প্রতিপক্ষ তাজিকিস্তান। এই টুর্নামেন্ট ফিফা উইন্ডোর অংশ না হওয়ায় মোহনবাগান তাদের ফুটবলারদের ছাড়তে রাজি হয়নি। তাই ১৮ সদস্যের দলে আশিক কুরুনিয়ান ছাড়া মেরিনার্সের আর কোনও ফুটবলারের নাম নেই।

কাফা নেশনস কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড। গোলরক্ষক- গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দর সিং, হৃতিক তিওয়ারি। **ডিফেন্ডার-**রাহুল ভেকে, নওরেম রোশন সিং, আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিংগান, চিংলেনসানা সিং, হামিংথানমাউইয়া রালতে, মহম্মদ উভাইস। **মিডফিল্ডার-**নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম, দানিশ ফারুক ভাট, জেকসন সিং, বরিস সিং, আশিক কুরুনিয়ান, উদান্তা সিং, নওরেম মহেশ সিং। **ফরোয়ার্ড-**ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং (জুনিয়র), জিতিন এমএস, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, বিক্রম প্রতাপ সিং।

এমবাপে-ভিনিসিউসের গোলে রিয়াল মাদ্রিদের টানা দ্বিতীয় জয়

গত মরসুম যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই যেন শুরু করেছেন কিলিয়ান এমবাপে। চমৎকার সব ফিনিশিংয়ে গড়ে দিচ্ছেন ম্যাচের ভাগ্য। এবার জোড়া গোল করেছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নেমে তার একটি গোলে অবদান রাখা ভিনিসিউস জুনিয়রও পেয়েছেন জালের দেখা। দাপুটে পারফরম্যান্সে রিয়াল ওবিয়েদোকে উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

মাদ্রিদ, ২৫ আগস্টঃ প্রতিপক্ষের মাঠে রবিবার রাতে লা লিগায় ৩-০ গোলে জিতেছে জাভি আলোন্সোর দল। সেরা কম্বিনেশন বেছে নিতে সবাইকে দেখে নেওয়ার লক্ষ্যেই হয়তো শুরুর একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন রিয়াল কোচ আলোন্সো। প্রথমবার শুরুর একাদশে সুযোগ পান ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। আগের ম্যাচের পুরোটা সময় বেঞ্চে থাকা রদ্রিগো ফেরেন শুরুর একাদশে। সেখানে তার সঙ্গী অধিনায়ক দানি কার্ভাহাল ও আন্টোনিও রুডিগার। জায়গা হারান ভিনিসিউস, ব্রাহিম দিয়াস, এদের মিলিতাও ও ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড। ২৪ বছর পর স্পেনের শীর্ষ লিগে ফেরা ওবিয়েদো বিপক্ষে তৃতীয় মিনিটে প্রথম সুযোগ তৈরি করে রিয়াল। নিজের পছন্দের জায়গা বাম প্রান্তে খেলার সুযোগ পাওয়া রদ্রিগো অবশ্য পরাস্ত করতে পারেননি আয়োজক গোলরক্ষক আরন এস্কান্দেলকে। বল দখল ও আক্রমণে অনেক এগিয়ে থাকলেও পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে ভুগছিল রিয়াল। বেশিরভাগ সময় রক্ষণে ব্যস্ত থাকলেও গতিময় পাল্টা আক্রমণে সফরকারীদের রক্ষণে চাপ তৈরির চেষ্টা করছিল ওবয়েদো। ম্যাচে রিয়াল প্রথম সেরা সুযোগ পায় ৩৬তম মিনিটে। গতি ও পায়ের কারিকুরিতে বাম দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে জোরাল শট নেন রদ্রিগো, ঝাঁপিয়ে কোনোমতে ফেরান গোলরক্ষক। ফিরতি বলে মাস্তানতুয়োনোর শট একজনের পায়ে লাগার পর ক্লিয়ার করতে পারেনি স্বাগতিকরা। ছুটে গিয়ে শট নেন আর্দা গিলের, সেটা গোললাইন

থেকে ক্লিয়ার করেন একজন। এর দুই মিনিট পর এগিয়ে যায় রিয়াল। চমৎকার স্লাইডে বল কেড়ে নেন অহেলিয়া চুয়ামেনি। তার কাছ থেকে বল পেয়ে গিলের খুঁজে নেন এমবাপেকে। দারুণ রিসিভে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সঙ্গে লেগে থাকা দুই ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি এস্কান্দেল। দুই আসর মিলিয়ে লা লিগায় টানা ১৮ ম্যাচে গোল করল রিয়াল। টানা দুই ম্যাচে জালের দেখা পেলেন এমবাপে। ওসাসুনার বিপক্ষে রিয়ালের জয় এসেছিল তার গোলেই। খেলার গতিতে পরিবর্তন আনতে দ্বিতীয়ার্ধে ৬৩তম মিনিটে জোড়া পরিবর্তন আনেন আলোন্সো। রদ্রিগো ও মাস্তানতুয়োনোর জায়গায় আসেন ভিনিসিউস ও দিয়াস। ৬৬তম মিনিটে প্রতি আক্রমণ থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করার দারুণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ফেদে ভালভের্দে। পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে তার শট কোনোমতে হাত ছুঁয়ে পোস্টের পাশ দিয়ে পাঠান এস্কান্দেল। ৮৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে রিয়াল। মাঝমাঠে চমকার চ্যালেঞ্জে বল কেড়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান ভিনিসিউস। ওবিয়েদোর কয়েকজনকে এগিয়ে আসতে দেখে নিজে শট না নিয়ে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড খুঁজে নেন এমবাপেকে। দূরের পোস্ট দিয়ে আরেকটি চমৎকার ফিনিশিংয়ে বল জালে পাঠান ফরাসি অধিনায়ক। দুই মিনিট পর হ্যাটট্রিক হয়েই যেত এমবাপের। কিন্তু চমৎকার রিফ্লেক্সে ঝাঁপিয়ে তার গতিময় শট ঠেকিয়ে দেন ওবিয়েদো গোলরক্ষক। এরপর আর চেষ্টার সুযোগ পাননি এমবাপে, তাকে তুলে নেন রিয়াল কোচ। ৮৮তম মিনিটে ব্যবধান কমানোর সুযোগ পেয়েছিলেন হাইসেম হাসান। তবে তার শট ব্যর্থ করে দেন থিবো কোর্তোয়া। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে জালের দেখা পান ভিনিসিউস। প্রতি আক্রমণ থেকে বল পেয়ে আড়াআড়ি শটে অনায়াসে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। আসরে এটাই তার প্রথম গোল। ম্যাচ শেষ হয় সেখানেই। দুই ম্যাচে জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রিয়াল মাদ্রিদ। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোলের হিসেবে এগিয়ে শীর্ষে ভিয়ারিয়াল ও দুইয়ে বার্সেলোনা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com